লেখকের (আরও) গ্রন্থ

NITEE-SIKSHA

BY

JAGADIS TARKALUNKER.

Late Head Master Chittagong Normal School.

শ্রীজগদীশ তর্কালঙ্কার প্রণীত।

Calcutta:

PRINTED BY BEHARY LALL BANNERJEE
AT MESSRS. J. G. CHATTERJEE & CO'S PRESS
44, AMHERST STREET,
PUBLISHED BY THE SANSKRIT PRESS DEPOSITORY
148, BARANOSHI GHOSE'S STREET.

1883

বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গালা ভাষায় নীতিগর্ভ প্রাঞ্জল পুস্তকের একান্ত অভাব। এ পর্য্যন্ত যে যে গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা নিতান্ত দুরূহ, অল্প বয়স্ক বালক বালিকারা কোন ক্রমেই তাহার মর্ম্মগ্রহ ও তাৎপর্য্য বোধ করিতে সমর্থ হয় না। সেই অসদ্ভাব পরিহারার্থ আমি বহু যত্নে ও শ্রমে বেকনের লিখিত কতিপয় সন্দর্ভ ও চেম্বর্স সংগৃহীত মরালক্লাস বুক প্রভৃতি নীতিগর্ভ গ্রন্থ অবলম্বন পূর্ব্বক "নীতি-শিক্ষা" নামক এই পুস্তকখানি সংকলন করিলাম, ইহাতে আমার নিজের রচিত কতকগুলি প্রবন্ধও সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি যে আদ্যোপান্ত কোন পুস্তক বিশেষের অনুবাদ নয়, তাহা বলা বাহুল্য।

বিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীদিগের নীতি-শিক্ষার জন্যই এই গ্রন্থখানি সঙ্কলিত হইল। অল্পবয়স্ক সুকুমারমতি শিশুদিগকে নীতিশিক্ষা দেওয়া বড়ই কঠিন ব্যাপার, আমি গ্রন্থখানি তাহার উপযোগী করণাশয়ে সাধ্যমত চেষ্টা ও যত্নের ত্রুটি করি নাই। যদি ইহা পাঠ করিয়া একটী বালক বা বালিকারও নীতিশিক্ষা হয়, তাহা হইলেই এই ক্ষুদ্র নীতিশিক্ষা অন্বর্থ হইবে; আর তাহা হইলে আমি সমস্ত শ্রম ও সকল যত্ন সার্থক জ্ঞান করিব।

পরিশেষে বক্তব্য আমার পরমবন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মুদ্রণকালে গ্রন্থখানি দেখিয়া আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন।

গোঁসাই-দুর্গাপুর
সংবৎ ১৯৪০, ২৫শে, ভাদ্র } শ্রীজগদীশ শর্ম্মা।

নির্ঘণ্ট।

শারীরিক কার্য্যাধ্যায়।

মানসিক কার্য্যাধ্যায়।

সাংসারিক কার্য্যাধ্যায়।

ব্যবহারিক কার্য্যাধ্যায়।

নীতি-শিক্ষা।

শারীরিক কার্য্যপ্রণালী।

প্রাতরুত্থান।

ঊষা অতি রমণীয় সময়। যখন আকাশমণ্ডলে হীরক-খণ্ড সদৃশ তারকা সকল একটী একটী করিয়া অদৃশ্য হইতে থাকে, যখন পূর্ব্বদিগ্ নেত্ররঞ্জন লোহিত বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠে, যখন কলকণ্ঠ বিহঙ্গমকুল শ্রবণ সুখকর মধুর নিনাদে দিগন্ত মোহিত করিতে আরম্ভ করে, যে সময়ে মাতৃঅঙ্কে শয়ান শিশুসকল অর্দ্ধস্ফুটরবে হস্ত পদ নাড়িয়া ক্রীড়া করে, যখন নিশাচর পশুপক্ষী, সমস্ত রাত্রি ইতস্ততঃ বিচরণ পূর্ব্বক উদর পরিপূর্ণ করিয়া মন্দ মন্থর গমনে স্বীয় আবাসে যাইতে থাকে, যখন গৃহান্তরে আবদ্ধ বৎসালোকনসমুৎসুকা পয়স্বিনীগণের হাম্বা-রবে প্রকৃতির নিস্তব্ধতা নষ্ট হইয়া যায়, যখন উদ্যানে ও বনে নানাবর্ণবিশিষ্ট কুসুমকলিকা প্রফুল্ল হইয়া মধুমক্ষিকা ও অলি-দিগকে মকরন্দ বিতরণ করে, সেই সময়কে ঊষাকাল কহে। প্রত্যূষের পুষ্প পরিমলবাহী শীতল সমীরণ দ্বারা শরীর ও মনের আনন্দ এবং স্ফূর্ত্তি পরিবর্দ্ধিত হয়। ফলতঃ ঊষাকালে জীবমাত্রেই বীতনিদ্র হইয়া উঠে। সেই সময় সকলেরই গাত্রোত্থান করা কর্ত্তব্য।

প্রাতঃকালে নিদ্রা যাওয়া উচিত নয়, বরং সেই সময়ে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিতে হয়। তখন আলস্য করিয়া শুইয়া থাকিলে পুনরায় নিদ্রা আইসে। সেই ঘুম ভাঙিতে বিলক্ষণ বেলা হইয়া যায়, অধিক বেলায় শয্যা হইতে উঠিলে শরীর অবসন্ন ও অসাড় হয়। তাহাতে নানাপ্রকার পীড়া জন্মে।

প্রাতরুত্থান আয়ুর্বৃদ্ধিকর। যাহারা প্রতিদিন অরুণোদয়-কালে বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করে, তাহারা দীর্ঘজীবী ও নীরোগ হয়। তাহাদিগের শরীর বিলক্ষণ সুস্থ ও সবল থাকে। সুতরাং বড় একটা রোগ ভোগ করিতে হয় না। এই সময়ে উঠিয়া কিঞ্চিৎ ভ্রমণ বা অন্যবিধ ব্যায়াম করিতে পারিলে আরও উত্তম হয়। প্রাতরুত্থান দেহের ও মনের জড়তা নাশক, এবং প্রসন্নতা ও সজীবতা সম্পাদক।

শৌচ।

প্রয়োজন হইলেই বিন্মূত্রোৎসর্গ করিতে হয়। মল মূত্র পরিত্যাগের বেগ উপস্থিত হইলে তাহা ধারণ করিতে নাই। বেগ ধারণে নানাপ্রকার পীড়া জন্মে। শরীর সুস্থ থাকিলে কোষ্ঠ শুদ্ধি হয়, পীড়া হইলে মল কঠিন হইয়া ক্লেশ প্রদান করে।

বিন্মূত্রোৎসর্গের পর জল ও মৃত্তিকা দ্বারা মলমূত্র নির্গমের দ্বার ও হস্তপদাদি পরিষ্কার করিতে হয়। এই পরিষ্কার করাকেই শৌচ কহে। মৃত্তিকা, ক্ষার, গোময় ও সার্ষপতৈল প্রভৃতি দ্রব্য সর্ব্বপ্রকার দুর্গন্ধ নাশক। সাবানে তৈল, চূর্ণ ও

সাজিমাটি থাকাতে তদ্দ্বারা শরীর ও বস্ত্রাদি পরিষ্কার হয়। এবং সর্ব্বপ্রকার দুর্গন্ধও বিনষ্ট হইয়া যায়। এজন্য অনেক দেশীয় লোকেরাই সাবান ও জল দিয়া দেহ শুদ্ধি করিয়া থাকে, এতদ্দেশীয় লোকেরা পূর্ব্বে সাবানকে নিতান্ত অস্পৃশ্য পদার্থ জ্ঞান করিত, এক্ষণে সে ভাব অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। তবে যখন অযত্ন সুলভ মৃত্তিকা দ্বারা শৌচ কার্য্য সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়, তখন তজ্জন্য নিরর্থক অর্থব্যয় করিয়া সাবান ব্যবহার করার বড় আবশ্যক দেখা যায় না। তবে যাহারা সেরূপ ব্যয়ভার বহনে সমর্থ তাহাদিগের কথা স্বতন্ত্র। জীবগণ যে ভক্ষ্য ও পেয়, ভোজন পান করে, তাহার সারাংশ শোণিত রূপে পরিণত হইয়া শরীরের পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে। আর অসার ভাগ মল, মূত্র, ক্লেদ,ও কফাদি রূপে দেহ হইতে নানা পথে বহির্গত হইয়া যায়। এই জন্য সে সমস্ত পদার্থ দুর্গন্ধময়, সুতরাং ঘৃণাজনক। সেই সকল অমেধ্য দ্রব্য দেহে লাগিয়া থাকিলে শরীর পূতিগন্ধ বিশিষ্ট হয়, শরীরের সহিত মনের এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে একের পীড়া উপস্থিত হইলে অন্যের স্বতঃই অসুস্থতা জন্মে। মনে ঘৃণার উদয় হইলে শরীরে পীড়া হইয়া থাকে। তজ্জন্য দেহে কোনরূপ অমেধ্য দ্রব্য লাগিলে জল ও মৃত্তিকা প্রভৃতি দ্বারা তাহা পরিষ্কার করিবার রীতি প্রচলিত হইয়াছে।

বাস গৃহের নিকট মল ত্যাগের স্থান করা উচিত নয়। অপেক্ষাকৃত দূরতর স্থানে তাহা হওয়া আবশ্যক। যদি প্রতি-দিন পরিষ্কার করিবার সুবিধা থাকে, তবে বাস গৃহের কিঞ্চিৎ দূরে পায়খানা করা যাইতে পারে। মল পরিষ্কারের উপায়

না থাকিলে গ্রামের বহির্ভাগে গিয়া বাহ্য ক্রিয়া সমাধা করিতে হয়। গ্রামের মধ্যে বা বাটীর নিকট কুপ পায়খানা করা অতি অকর্ত্তব্য। কেন না ময়লা জমিয়া ঐ কূপ হইতে নানা রোগের নিদান বিষবৎ বাষ্প সমুত্থিত হইতে থাকে, তাহাতে নিকটস্থ অধিবাসীর স্বাস্থ্য বিনষ্ট করিয়া ফেলে, তদ্ভিন্ন কূপ পায়খানার ময়লা ভূতলের অন্তঃসলিলে মিশ্রিত হইয়া নিকটবর্ত্তী জলাশয়ের জল দূষিত করে।

অনেক গণ্ড গ্রামে দেখিতে পাওয়া যায়, যে বাটীর নিকট বা পথের পার্শ্বে রাশীকৃত মল ও অন্যান্য অমেধ্য দ্রব্য সঞ্চিত রহিয়াছে। এরূপ হইলে সেস্থানের স্বাস্থ্য শীঘ্রই যে নষ্ট হইবে, তাহাতে অনুমাত্র ও সন্দেহ নাই। ফল কথা, যেখানে যত দূষিত দ্রব্য সঞ্চিত হয়, সেস্থান সেই পরিমাণে দুর্গন্ধময়, এবং বহু প্রকার রোগের আকর ভূমি হইয়া থাকে।

দন্ত শোধন।

প্রতিদিন পরিষ্কার না করিলে দন্তগুলি হরিদ্রা বর্ণের মলায় সমাচ্ছন্ন হয়, তাহাতে মুখে দুর্গন্ধ হইয়া থাকে। এজন্য নিয়ত শৌচের পর দন্ত পরিষ্কার করা অতি আবশ্যক। দন্ত শোধন করিয়া ধৌত করিলে মুখে রুচি হয়। খাদ্য দ্রব্যের স্বাদ পাওয়া যায়, রুচি পূর্ব্বক আহার করিলে ভুক্ত দ্রব্য সহজে পরিপাক হইয়া দেহের পুষ্টিসাধন করে।

দন্ত ধাবন করিবার জন্য অনেক দ্রব্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে, শেওড়া, আস শেওড়া, নিম, নিসিন্দা, অপামার্গ,

এরণ্ড, খর্জ্জুর, ও বাবলা প্রভৃতি বৃক্ষের শাখা, বাঁশের কঞ্চি, আম্র পত্রের নল, ইহার মধ্যে অন্যতর দ্বারা কিম্বা দন্ত ব্রস বা অঙ্গুলীতে ফুল খড়ি প্রভৃতি অন্য কোন দন্ত শোধক চূর্ণ মাখাইয়াও দন্ত ধাবন করা যায়। এই কার্য্যের সহজ উপায়, অঙ্গার চূর্ণ বা আঠাল মাটী, অথবা তৈল লবণ অঙ্গুলীতে মাখাইয়া তদ্দ্বারা উত্তম রূপে দন্ত শোধন হইতে পারে। প্রতিদিন পরিষ্কার না করিলে দন্ত পীড়া জন্মে। দন্তের পীড়া হইলে আহারের সময় অতিশয় ক্লেশ উপস্থিত হয়। এমন কি কঠিন বস্তু একে কালেই চর্ব্বণ করা যাইতে পারে না। প্রতি দিন দন্ত ধাবন না করিলে দন্ত শূল ও পাথরি প্রভৃতি হইবার সম্ভাবনা। দন্তের পীড়া যে কি ভয়ানক ক্লেশকর, তাহা যাহার না হইয়াছে, সে কোন ক্রমেই অনুভব করিতে পারে না। দন্ত পীড়া হইলে সমুদায় শরীরের ও মস্তিষ্কের গ্লানি উপস্থিত হয়। আহার করিতে, ঢোক গিলিতে, এমন কি, কথা কহিতেও সমূহ কষ্ট হইয়া থাকে; এজন্য নিয়ত দন্ত পরিষ্কার রাখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

যাহারা দাঁত না মাজে, তাহারা যখন কথা কয়, তখনই তাহাদিগের মুখ হইতে পূতি গন্ধ নির্গত হইতে থাকে। সে সময় কেহই তাহাদিগের নিকট বসিতে বা তিষ্ঠিতে পারে না, এজন্য সকল ব্যক্তির পক্ষেই দন্ত ধাবন করিয়া মুখ ধৌত করা আবশ্যক। রীতিমত প্রতিদিন দন্ত শোধন করিলে অকালে দাঁত পড়িয়া যায় না। অল্প বয়সে দন্তহীন হইলে কেবল যে আহারের কষ্ট হয় তাহাও নয়। দাঁত না থাকিলে কথার জড়তা হয়। এমন কি উচ্চারিত শব্দ

কেহই সহসা বুঝিয়া উঠিতে পারে না, আর মুখমণ্ডল অতিশয় বিশ্রী দেখায়। যিনি চিরকাল দন্তগুলি কঠিন ও কর্ম্মণ্য করিয়া রাখিতে চান, তাঁহার প্রতিদিন দন্ত শোধন করা কর্ত্তব্য।

স্নান।

সুস্থ ব্যক্তির প্রতি দিন স্নান করা উচিত। নির্ম্মল বিশুদ্ধ শীতল জলে স্নানাভ্যাস উত্তম। পীড়িত না হইলে উষ্ণজলে স্নান করা বিধি নয়। উষ্ণজলে স্নান করিলে শরীর ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। স্রোতের জল সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

লম্ফ দিয়া জলে পড়িতে নাই, সেরূপ করিলে বক্ষস্থলে আঘাত লাগে বিশেষতঃ যদি অদৃশ্যভাবে জলের মধ্যে কাষ্ঠ বাঁশ কি খুঁটা পোতা থাকে, তবে তাহার উপর পড়িলে প্রাণহানি বা অঙ্গ ভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা।

জলে সন্তরণ শিক্ষা করা উচিত, তাহাতে বিলক্ষণ ব্যায়াম ও সময় বিশেষে যথেষ্ট উপকার হয়, বটে, কিন্তু অনেকক্ষণ সাঁতার পাড়িলে পীড়া হইবার আটক নাই, গ্রীষ্ম কালে অল্প ক্ষণ জল ক্রীড়ায় হানি হয় না, কিন্তু বর্ষা, শরৎ ও শীত ঋতুতে অনেকক্ষণ জল মধ্যে বা আর্দ্রবস্ত্রে থাকা উচিত নয়। স্রোতের জল যেমন উত্তম, সেই রূপ তাহাতে নানা প্রকার আপদ আছে। নদীতে হাঙ্গর কুমীর, কচ্ছপ প্রভৃতি বহুবিধ হিংস্র জন্তু বাস করে। তাহারা কখন কখন এরূপ ভয়ানক হইয়া

উঠে, যে তাহাদিগের দৌরাত্ম্যে নদীর জল স্পর্শ করা কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। বর্ষাকালে কুম্ভীরের ভয় ও বসন্ত এবং গ্রীষ্মঋতুতে হাঙরের আশঙ্কা অত্যন্ত প্রবল হইয়া থাকে, কচ্ছপের দৌরাত্ম্য বারমাসই সমান। দীঘী পুষ্করিণী ও বিল ঝিলে হাঙর কুমীরের ভয় নাই সত্য, তত্রাচ, জলে নামিয়া সতর্ক ভাবে স্নান করাই ভাল।

অনেকক্ষণ ধরিয়া সাঁতার পাড়া উচিত নয়। আর স্পর্দ্ধা পূর্ব্বক গভীর জলাশয় সাঁতরাইয়া পার হওয়াও অবিমৃষ্য-করিতার কার্য্য, কেন না সন্তরণ কালে যদি মধ্য জলাশয়ে গিয়া হাঁফ লাগে, তবে মৃত্যু ঘটনা অসম্ভব নয়। এই ব্যাপারে কৃতকার্য্য হইলে সামান্য প্রশংসা মাত্র লাভ হয়। তদ্ভিন্ন আর কিছুই উপকার নাই। কিন্তু অকৃতকার্য্য হইলে অমূল্য জীবনরত্ন পর্য্যন্ত ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। যাহাতে সামান্য লাভ অথচ অধিক লোক্‌সান বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা তাহাতে কদাচই প্রবৃত্ত হননা।

স্নান করিয়া অনেকক্ষণ আর্দ্রবস্ত্রে থাকা উচিত নয়। স্নানের পর গাত্রমার্জ্জনী দ্বারা মস্তক ও গাত্র মুছিয়া ফেলিতে হয়। তার পর, শুষ্কবস্ত্র পরিধান করিয়া একখানি তোয়ালে বা স্থূল বস্ত্র খণ্ডে সর্ব্বাঙ্গ মোছা কর্ত্তব্য।

রৌদ্র উঠিলেই স্নান করা বিধেয়। যদি সে সময়ে সুবিধা না হয়, তবে বেলা দশ দণ্ডের পূর্ব্বে যে কোন সময়ে স্নান করিলেই চলিতে পারে। প্রতিদিন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে স্নান করিতে পারিলে শরীর বিলক্ষণ স্বচ্ছন্দ থাকে। আর তাহাতে নানাবিধ কাজকর্ম্মের সুবিধা হয়।

আহার করিবার প্রাক্‌কালে যাহাতে স্নানকৃত্য সমাধা হয়, তাহাতে মনোযোগ থাকা উচিত। স্নানের পূর্ব্বে মস্তকে ও দেহে তৈল মাখিতে হয়। সেই তৈল যাহাতে শরীরে ভাল করিয়া বসে, তাহার উপায় বিধান করাও কর্ত্তব্য। স্নানকালে মস্তকে তিল তৈল মর্দ্দন করিলে মস্তিষ্ক বিলক্ষণ শীতল থাকে।

অবগাহনার্থ জলে নামিবার পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ জল তুলিয়া মস্তকে দিতে হয়। পরে জলমধ্যে মগ্ন হইয়া গাত্র মার্জ্জনী দ্বারা রগড়াইয়া শরীরের তৈল উঠাইতে হইবে। স্নানের পর শরীরে তৈল থাকিলে সমস্ত রোম বিবরের মুখ বন্ধ হইয়া যায়। তাহাতে দেহের অভ্যন্তরস্থ ক্লেদ নির্গমের ব্যাঘাত জন্মে। সুতরাং নানাবিধ পীড়া হইবার সম্ভব। গাত্র রগ্‌ড়ান শেষ হইলে গামছাখানি থাবাইয়া থাবাইয়া উত্তমরূপে কাচিতে হয়। পরে পরিধেয় বস্ত্র খানিও ধৌত করিয়া শুষ্ক হইবার জন্য বাটীর নির্দ্দিষ্ট স্থানে মেলিয়া দেওয়া বিধেয়।

দূষিত জলে স্নান করিতে নাই। জলের দোষ নিবারণ করা কঠিন নয়। যে জল দোষ দুষ্ট হইয়াছে, তাহা প্রায় দেখিলেই জানা যায়। সেই জল আনিয়া হয় অগ্নি সংযোগে আর নয় অগ্নিবৎ উত্তপ্ত লৌহ ফলক ডুবাইয়া উষ্ণ করিতে হইবে। পরে শীতল হইলেই তাহাতে স্নান করা যাইতে পারে। সেই জল পানার্থ পরিষ্কার করিতে হইলে উপর্য্যুপরি চারিটী কলসী সন্নিবেশিত হইতে পারে কাষ্ঠ বা বংশ খণ্ড দ্বারা এরূপ একটী আধার প্রস্তুত করিতে হইবে। সেই আধারের উপরিভাগে একটীর উর্দ্ধে অন্যটী এইরূপ তিনটী

সচ্ছিদ্র কলসী ও সর্ব্বনিম্নে একটী ছিদ্র হীন পাত্র বসাইয়া দিবে। মধ্যের কলসী দুইটীর একটীতে অঙ্গার ও অপরটীতে বালুকা পূর্ণ করিয়া রাখিবে। সর্ব্বোপরির সচ্ছিদ্র কলসীতে জল দিলে তাহা বিন্দু বিন্দু রূপে ক্ষরিত হইয়া প্রথমে অঙ্গার পূর্ণ কলসীতে পতিত হইবে, তথা হইতে সেইরূপে বালুকাপূর্ণ ঘটে পড়িবে, তথা হইতে সর্ব্বনিম্নস্থ ছিদ্রহীন ভাজনে পতিত হইয়া সঞ্চয় হইবে। সেই জল পান করিলে কোন পীড়াই হইবেনা, জল পরিষ্কার করিবার এই সামান্য কৌশল অবগত হইলেই আর দূষিত বারি পান করিয়া পীড়িত হইতে হয় না, দুষ্ট জলই সকল প্রকার পীড়ার নিদান। ফলতঃও যেস্থানে পরিস্কৃত বায়ু প্রবাহিত ও দোষ সম্পর্ক শূন্য পানীয় সুখলভ্য সেখানে স্বাস্থ্য যে চিরবিরাজমান থাকে, তাহার আর অনুমাত্রও সন্দেহ নাই।

স্নানকালে, সর্ষপ কল্ক, বেশন অথবা কার্ব্বলিক সাবান দ্বারা মধ্যে মধ্যে দেহ পরিষ্কার করিলে চর্ম্মরোগ হইতে পারে না। দদ্রু, চুলকনা ও পাচড়া প্রভৃতিকে চর্ম্ম রোগ বলে। দেহ অপরিষ্কার থাকিলেই চর্ম্ম রোগ জন্মে।

অনেকে অপরের গাত্র মার্জ্জনী পরিধেয় বস্ত্র ও শয্যা ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা নিতান্ত অন্যায়। কেননা একের চর্ম্মরোগ প্রভৃতি কোন সংক্রামক পীড়া থাকিলে এই সূত্রে তাহা অপরের শরীরে সংক্রামিত হইবার সম্ভাবনা। অতএব পরের ব্যবহৃত গাত্র মার্জ্জনী, পরিধেয় বসন ও শয্যা ব্যবহার করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য কর্ম্ম।

পরিশ্রম কি ব্যায়ামের পর, পানাবগাহন করা কোন

ক্রমেই কর্ত্তব্য নয়। তাহাতে প্রাণান্তকর সর্দ্দিগর্ম্মি রোগ হইবার আটক নাই। ব্যায়াম বা পরিশ্রমের পর কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া শরীর সুস্থ হইলে জলপান ও স্নান করিলে কোন হানি হয় না।

আহার।

জীব মাত্রেই আহার গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকে, ভুক্ত বস্তুর সারভাগ পাকস্থলীর প্রক্রিয়া বিশেষ দ্বারা রক্তরূপে পরিণত হইয়া শরীরের সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হয়। তাহাতে দেহ বর্দ্ধিত হইয়া সজীব থাকে।

প্রাণী মাত্রই নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। তাহারা সর্ব্বদা শারীরিক ও মানসিক কার্য্যকলাপে ব্যাপৃত থাকে, সেই জন্য দেহবর্দ্ধনকারী বস্তু ক্ষয় হয়। সেই ক্ষয় ক্ষুধারূপে জীবগণকে পুনরায় খাদ্য গ্রহণে নিযুক্ত ও উত্তেজিত করে। ভুক্ত পদার্থ পুনর্ব্বার রক্ত হইয়া শরীরের ক্ষয়াংশ পূরণ করিয়া দেয়, নিরন্তরই এইরূপ ব্যাপার চলিতেছে। আহার গ্রহণে বিমুখ হইলে বা খাদ্য দ্রব্যের অপ্রতুল ঘটিলে কেহই জীবিত থাকিতে পারে না।

পর্য্যাপ্ত আহার না করিলে অথবা অনুপযুক্ত ও অসার বস্তু ভোজন করিলে শরীর ক্রমেই নিস্তেজ, ক্ষীণ এবং দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। দেহ ও জীবন রক্ষার নিমিত্ত পুষ্টিকর দ্রব্য আহার করা আবশ্যক। যে যে খাদ্যে শর্করা, শিতসার ও তৈল প্রভৃতি পদার্থ বিদ্যমান আছে, তাহাই পুষ্টিকর।

জীবজ ও উদ্ভিজ্জ এই দুইপ্রকার দ্রব্যই দেহ পোষক। দুগ্ধ, মাংস, মৎস্য, ও ডিম্ব জীবজ খাদ্যের উদাহরণ; আর ফল, মূল ও শাক শবজি, উদ্ভিজ্জ খাদ্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

কতকগুলি সুপক্ক ফলমূল ভিন্ন, আর প্রায় সমস্ত দ্রব্যই রন্ধন করিয়া আহার করে। মনুষ্যের পাকস্থলীতে আমদ্রব্য পরিপাক হয় না। অগ্নি সংযোগে পাক করিলে সমস্ত দ্রব্যই কোমল, সুস্বাদু ও সুপচ হইয়া উঠে।

খাদ্যদ্রব্য সর্ব্বপ্রথম অগ্নিতে পাককরে, তারপর মুখমধ্যে চর্ব্বণকালে দন্তমূল হইতে এক প্রকার লালা নির্গত হইয়া চর্ব্বিত বস্তুকে আরও কোমল করিয়া তোলে। পরে গলনালি যোগে তাহা জঠরস্থ হইলে পিত্তরস ও আমাশয়িক প্রভৃতি রসের সহিত সংযুক্ত হইয়া পরিপাক ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতে থাকে।

এতদ্দেশে ইক্ষু ও খর্জ্জুর রসে গুড় প্রস্তুত হয়, গুড় হইতে চিনি, মিছরি ও ওলা প্রভৃতি তাবৎ প্রকারের মিষ্ট দ্রব্য জন্মে। ফলতঃ যত প্রকার মিষ্ট সামগ্রী আছে, সে সমস্তই পাক বিশেষে বা প্রক্রিয়া বিশেষে অথবা প্রকার ভেদে, গুড় হইতেই প্রস্তুত হইয়া থাকে।

দুগ্ধ হইতে ছানা, মাখন, দধি, ঘোল, ঘৃত, ক্ষীর, সর, চাঁচি প্রভৃতি উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত হয়। এই সকল দ্রব্যের সাধারণ নাম গব্য। গব্য যেমন পুষ্টিকর সেইরূপ সুখাদ্য। বোধ হয়, জগতে গব্যের ন্যায় সুস্বাদু ও শরীর পোষক পদার্থ আর কিছুই নাই। এই জন্যই লোকে গব্য দ্রব্যকে দেবদুর্লভ ও অমৃত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকে।

শসাচূর্ণ; তিল, নারিকেল, গুড়, চিনি ও গব্য সহযোগে মিঠাই ও পিষ্টক প্রস্তুত হয়। পিষ্টক মুখরোচক বটে, কিন্তু পীড়াদায়ক। বাজারের মিঠাই ব্যবহার করা বড় ভাল নয়। কেননা ব্যবসাদার লোকেরা লাভ করিবার জন্য মিঠাই সকল অতি জঘন্য উপাদান দ্বারা প্রস্তুত করিয়া থাকে। গৃহজাত মিঠাই অতি উত্তম। তাহা মধ্যে মধ্যে আহার করিলে দেহের পুষ্টি সাধন হয়।

ক্ষুধা নিবৃত্তিই আহারের উদ্দেশ্য। কিন্তু কেহ কেহ অধিক করিয়া খাইতে ভাল বাসে, অতি ভোজন সমস্ত রোগের নিদান এবং আয়ুঃক্ষয় কর। এজন্য অতি ভোজন করা কোন ক্রমেই উচিত নয়। বহুভুক্‌দিগকে লোকে উদরপরায়ণ বা পেটুক বলে। ঔদরিকেরা আহারের দোষে সুস্থকায় ও সবল শরীর হইতে পারে না। তাহারা আকণ্ঠ আহার করিয়া নিরন্তর রোগভোগ করে। সুতরাং উদরপরায়ণ লোকেরা দীর্ঘজীবী হয় না। পেটের জন্য অল্প আয়ুঃ হওয়া বড় নির্ব্বোধের কর্ম্ম।

খই, চিড়া, মুড়ি, মুড়কি প্রভৃতি কেবল অগ্নিপক্ক দ্রব্য অতিশয় অপকৃষ্ট খাদ্য। তাহা আহার করিলে শরীরের পক্ষে বড়ই অপকার করে, তবে কোন কোন সময়ে অল্প পরিমাণে আহার করিলে তত হানি হয় না। এই সকল দ্রব্য বাসী হইলে বিষতুল্য হইয়া উঠে। সময় বিশেষে ভাজা পোড়া খাইতে হইলে টাট্‌কা প্রস্তুত করাইয়া লওয়াই পরামর্শ।

অনেকে অধিক মাত্রায় মিষ্ট খাইতে ভালবাসে, তাহারা ইচ্ছামত মিষ্ট দ্রব্য না পাইলে বড়ই দুঃখিত হয়, এবং মিষ্ট দ্রব্য পাইবার জন্য বাটীর লোকের সহিত বচসা করে। অধিক মিষ্ট

খাওয়া ভাল নয়। তাহাতে কৃমি ও দন্ত রোগ জন্মে। প্রতি দিন সম্ভবমত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মিষ্ট দ্রব্য খাইলে শরীরের উপকার হয়। বালকেরা গুড় প্রিয়। কিন্তু গুড়ও অধিক খাইতে নাই। গুড় বিলক্ষণ কোষ্ঠ শোধক। এজন্য সপ্তাহে দুই তিনবার বালকদিগকে অল্প অল্প গুড় খাইতে দিলে বড় একটা অপকার হয় না।

কটু, কষায়, তিক্ত, লবণ, অম্ল, মধুর এই ছয় রস। দ্রব্য বিশেষে বিশেষ বিশেষ রস থাকাতে সুস্বাদু, তৃপ্তিকর, ধাতু পোষক ও মুখ রোচক হয়। শুঠ, পিপুল, মরিচ, আদা, লঙ্কা, জীরক, লবঙ্গ ও চই প্রভৃতি দ্রব্য ঝাল বা কটু। হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া প্রভৃতি কষায়। নিম, চিরতা, পলতা, শুক্তা হিঞ্চে প্রভৃতি তিক্ত। লবণ, সৈন্ধব প্রভৃতি লবণ রসের উদাহরণ। তেতুল, লেবু, টকপালঙ প্রভৃতি অম্ল; এবং মধু ও গুড় প্রভৃতি মধুব রস বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। দ্রব্য বিশেষে বস্তু বিশেষ যোগ করিলে বিশেষ বিশেষ রস যুক্ত হইতে পারে, অম্লের ন্যায় মুখপ্রিয় ও রসনা শোধক সামগ্রী জগতে আর দ্বিতীয় নাই। কিন্তু অধিক মাত্রায় অম্ল ব্যবহার করিলে শীঘ্র দন্ত নষ্ট হয়, এবং নানা প্রকার পীড়া জন্মে। অম্ল দ্বারা অরুচি নাশক নানাবিধ আচার প্রস্তুত হইয়া থাকে। ভোজনকালে ঈষৎ অম্ল যুক্ত দ্রব্য ব্যবহারের রীতি আছে। তিক্ত রস যোগে ভোজন আরম্ভ করিয়া মধুর রসে সমাপন করাই প্রসিদ্ধ পদ্ধতি।

অম্ল ও মধুর রসযুক্ত ফলই অতি উত্তম। কেবল অম্ল বা কেবল মধুর ফলের কেহই বড় একটা আদর করে না।

কাঁচা ফল খাইলে জীর্ণ হয় না। গাছ পাকা ফলই সুখাদ্য। এজন্য সুপক্ক-ফল আহার করাই উচিত।

পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে মধ্যাহ্নে ও রাত্রিতে দুইবার পর্য্যাপ্ত আহার ও বৈকালে কিঞ্চিৎ জল খাবার হইলেই চলে। কিন্তু বালকদিগের সেরূপ আহারে শরীর পুষ্ট হয় না। তাহাদিগকে প্রাতে, মধ্যাহ্নে, বৈকালে ও রাত্রিতে এই চারি বার উপযুক্ত আহার্য্য দেওয়া কর্ত্তব্য। পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিরা অল্প দুগ্ধ পান করিয়াই পরিতৃপ্ত হয়। বালকদিগকে অধিক পরিমাণে দুগ্ধ পান করাইতে হয়।

অনেকে বিবেচনা করেন, যতক্ষণ উদর স্ফীত হইয়া না উঠে, বালকদিগকে ততক্ষণ আহার করাইতেই হইবে। অনেক শিশু সেইরূপে খাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে জননীরা তাহাদিগকে বল পূর্ব্বক ও প্রহার পর্য্যন্ত করিয়াও খাওয়াইয়া থাকেন। তাঁহারা যে এরূপ কার্য্য করিয়া সন্তানগণের উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার করেন, তাহা ভ্রমেও বুঝিতে পারেন না, গণ্ডে পিণ্ডে আহার করাইলে শিশুগণের যে অজীর্ণ দোষ ঘটে, ও মন্দাগ্নিজনিত নানা প্রকার পীড়া জন্মে, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা অতীব কর্ত্তব্য।

ক্ষুধা রাখিয়া পরিমিতাহার করাই উত্তম। এইরূপে ভোজন করিলে নির্ব্যাধিশরীরে অনেকদিন জীবিত থাকা যায়।

কেহ কেহ বাহাদুরী দেখাইবার জন্য অপরিমিতভোজন করে। আর কেহবা লজ্জাপ্রযুক্ত যৎ কিঞ্চিৎ ভোজন করিয়াই নিরস্ত হয়। ইহার একটী কার্য্যও সঙ্গত নয়, সেরূপ করিলে ভোক্তারই অপকার হয়। বাহাদুরী কিম্বা লজ্জা সে

অপকারের দায়ী হয় না। সময়ে শাকান্নও ভাল, অসময়ে ষোড়শোপচারও কিছু নয়। তৃপ্তিকর আহারেই দেহ পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। অসময়ে অধিক সামগ্রী আহার করিলে অজীর্ণ দোষে নানা প্রকার পীড়া জন্মে, অথবা ভুক্তদ্রব্য বমন হইয়া পড়ে।

পর্য্যুষিতঅন্নব্যঞ্জন বিষবৎপদার্থ। কেহ কেহ সাধ করিয়া তাহা আহার করেন। বাসীজিনিষ ভোজনকরা নিষিদ্ধ, তাহাতে নানা প্রকার পীড়া জন্মে।

আহারের পূর্ব্বে বা পরে অন্ততঃ অর্দ্ধঘণ্টাকাল কোন শ্রম-সাধ্য কর্ম্ম করিতে নাই। ধীরে ধীরে উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিয়া খাদ্যসামগ্রী খাইতে হয়। শীঘ্র শীঘ্র অধিকদ্রব্য গলাধঃকরণ করা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ফল নাই। প্রত্যুত ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হওয়া বিষয়ে অনেক অপকারের সম্ভাবনা। অনেকে তাড়াতাড়ি কতকগুলি গিলিয়া আপন আপন কর্ম্ম স্থানে চলিয়া যান। তাহাতে অনেক অপকার হইয়া থাকে। আহারের পর অন্ততঃ অর্দ্ধঘণ্টা বিশ্রাম করিয়া স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াই কর্ত্তব্য।

আহার বিষয়ে যে ব্যবস্থা করা গেল, তাহা কেবল সুস্থকায় ব্যক্তিদিগের পক্ষে, পীড়িতলোকেরা চিকিৎসকের সহিত পরামর্শ করিয়া স্বীয় স্বীয় পথ্যের ব্যবস্থা করিলে রোগমুক্ত হইতে পারিবেন।

পান।

পিপাসা পাইলেই জল পান করিতে হয়। আহার না করিয়া তিন চারি দিন থাকা যায়। কিন্তু জল পান ব্যতিরেকে এক দিন যাপন করাও সমূহ ক্লেশকর হয়। নির্ম্মল জল পান করা কর্ত্তব্য। চিনি বা মিছরির সরবৎ, নারীকেলের জল, খর্জ্জূর, ইক্ষু ও তালের রস এবং দুগ্ধও পেয় দ্রব্য। জলের ভাগ অধিক আছে বলিয়া এই সকল দ্রব্য পান করিলেও পিপাসা নিবৃত্তি পায়।

অনেকে মদ্য পান করিয়া থাকে। সুরাপান নিতান্ত নিষিদ্ধ, সুরাপায়ীকে লোকে মাতাল বলিয়া ঘৃণা করে। মদ্যপানে বুদ্ধিবৃত্তি কলুষিত হয়। এজন্য মাতালেরা নানা অসম্বন্ধ কথা কয়, ও বহুবিধ বিগর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করে। শেষে মত্ততা অপগত হইলেই আত্মকৃত আচরণের জন্য অনু-তাপানলে দগ্ধ হইয়া থাকে।

সুরাপানে কেবল যে বুদ্ধির বিপর্য্যয় ঘটে, তাহাও নয়। তাহাতে শরীর এবং মন নিস্তেজ হয়, এবং নানা রূপ সাংঘা-তিক পীড়া জন্মে। সুতরাং সুরাপায়ীরা বিবিধ রোগ ভোগ করিয়া অকালে কালকবলে নিপতিত হয়।

কেহ কেহ কহেন, পরিমিত রূপে সুরাপান করিলে শারী-রিক উপকার আছে। সে কথা ভ্রম মাত্র। অল্প পায়ীর আপাততঃ মেদবৃদ্ধি হওয়াতে শরীর সুস্থ দেখা যায় বটে, কিন্তু মদ্যের যে সকল দোষ আছে, ক্রমে ক্রমে তাহা প্রকাশ পাইতে থাকে। চিকিৎসকেরা কহেন, যে, ঔষধের জন্য সুরা

ব্যবহারের প্রয়োজন হয়, তদ্ব্যতীত তাহা আর কোন কার্য্যেই লাগে না। মদ্যের ন্যায় কুৎসিতপদার্থ আর কিছুই নাই। সুরা রূপ কালকূট শরীরস্থ হইলেই স্বাস্থ্য নষ্ট হয় ও নানা প্রকার পীড়া জন্মে; অতএব সুরা স্পর্শ করাও নিতান্ত নিষিদ্ধ কর্ম্ম।

মদ্যের বিশেষ দোষ এই যে, তাহা একবার মাত্র পান করিলেই অভ্যাস পাইয়া যায়। তার পর সে অভ্যাস পরিত্যাগ করা বড় সহজ হয় না। কত লোক যে সুরাপান জন্য সর্ব্বস্বান্ত হয়, এবং শেষে নানা প্রকার কষ্ট পাইয়া বেড়ায়, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। মাতালের বুদ্ধি ও বিবেচনা-শক্তি স্থির থাকে না বলিয়া সে সকল প্রকারের দুষ্কর্ম্মই করে; আত্মঘাত, নরহত্যা, বিবাদ, কলহ, এই সমস্ত মাতালের দ্বারাই অধিক অনুষ্ঠিত হয়। এজন্য মদমত্তব্যক্তিকে কেহই বিশ্বাস করে না। সুরাপান আরম্ভ আর দুঃখ দারিদ্র্যের সহিত চিরসখ্য স্থাপন, একই কথা। অতএব যাহার বুদ্ধিবৃত্তি ও বিবেচনাশক্তি আছে, তাহার কখনই সুরাপানে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নয়।

পরিচ্ছন্নতা।

মলিনবস্ত্র পরিধান, অপরিষ্কৃত শয্যায় শয়ন, ও আবর্জ্জনাময় গৃহে বাস করিলে, শরীর অসুস্থ হয়।

মনুষ্যের শরীর চর্ম্মে আচ্ছাদিত। সেই চর্ম্মের সর্ব্বত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে। তাহাকে লোম বিবর কহে। শরীরের অভ্যন্তরস্থ দূষিত পদার্থসকল কতক ঘর্ম্মরূপে আর কতক

বাষ্পাকারে সেই সকল ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়া যায়। সভ্যতার অনুরোধে বা বাহ্যশীতাতপ নিবারণার্থ, বস্ত্রদ্বারা দেহ আবরণ করার রীতি হইয়াছে। দেহবিনির্গত ঘর্ম্মাদি দুষিতপদার্থে ও বাহিরের ধুলিপটলে সেই পরিধেয় প্রভৃতি নিরন্তর মলিন হয়। এজন্য ব্যবহৃত বস্ত্রগুলি প্রতিদিন প্রক্ষালন করা, ও অন্ততঃ সপ্তাহে একবার রজকদ্বারা ধৌত করিয়া আনা কর্ত্তব্য, তাহা না হইলে ঘর্ম্মাদি দ্বারা বস্ত্রগুলি অপরিষ্কার ও দুর্গন্ধময় হইয়া উঠে। সেই দুর্গন্ধ বিশিষ্ট মলিন পরিচ্ছদ পরিধান করিলে চুলকনা, পাচড়া ও দক্র প্রভৃতি নানাবিধ বিরক্তিকর এবং সংক্রামক চর্ম্মরোগ হইয়া থাকে।

শয়ন করিবার শয্যাস্তরণ ও উপধানগুলি প্রতি দিন রৌদ্রে শুষ্ক করা কর্ত্তব্য। বালিশ, তোষক ও লেপের আবরণ আর শয্যাস্তরণ সময়ে সময়ে রজকগৃহে পাঠাইয়া পরিষ্কার করিয়া আনিতে হয়। তাহা না করিলে নাসিকার বিরক্তিকর দুর্গন্ধ বিশিষ্ট হয় ও ছারপোকাদির আশ্রয় স্থান হইয়া নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মায়।

যাহার চর্ম্মরোগ আছে, তাহার ব্যবহৃত শয্যা, বস্ত্র ও গাত্রমার্জ্জনী অপরের ব্যবহার করিতে নাই। কেননা, চর্ম্মরোগমাত্রই সংক্রামক ব্যাধি। সেই রোগগ্রস্তের শয্যাদিতে ক্লেদ, পূয় প্রভৃতি দূষিত পদার্থ লাগিয়া থাকে। তাহাই রোগের বীজ। সেই সমস্ত যাহার দেহে সংক্রান্ত হয়, তাহারই চর্ম্মরোগ জন্মে।

ঋতুভেদে বস্ত্রপরিবর্ত্তনের আবশ্যক। গ্রীষ্মকালে কার্পাস নির্ম্মিতসূক্ষ্মবস্ত্রব্যবহার করিতে হয়। বর্ষার সময় স্থূল বস্ত্রের প্রয়োজন, আর শীত ঋতুতে লোমজাতবস্ত্রাদি ব্যবহার

করিলে বিলক্ষণ আরামে থাকা যায়। বর্ষা ও শীতকালে স্থূল বস্ত্র দ্বারা শরীর আবরণ করিয়া শয়ন করিতে হয়। অধিক শীত হইলে লেপ বা কম্বল গায়ে না দিলে চলে না। দরিদ্র লোকেরা লেপাদির অভাবে কাঁথা গায়ে দিয়া অগ্নিকুণ্ডের নিকট শয়ন পূর্ব্বক কথঞ্চিৎরূপে কালযাপন করে।

মূল্যবান্ উৎকৃষ্ট বস্ত্র কেবল ধনীলোকেরাই সর্ব্বদা ব্যবহার করিতে পারে। বস্ত্র স্থূল হউক বা সূক্ষ্ম হউক, অধিক মূল্যের বা অল্পমূল্যের হউক, তাহাতে কিছু আইসে যায় না। অবস্থানুসারে পুরাতন ও ছিন্নবস্ত্রও পরিধান করিতে হয়। যেরূপ বস্ত্রই হউক না কেন, তাহা পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন হওয়া চাই। তাহাই সভ্যতার লক্ষণ। যাহারা নিরন্তর গৃহে বসিয়া থাকে, তাহাদিগেরও একপ্রস্থ পরিচ্ছদে চলে না। যাহাদিগকে সর্ব্বদা নানাস্থানে ও নানাসমাজে যাতায়াত করিতে হয়, তাহাদিগের অন্ততঃ তিন চারি প্রস্ত পরিচ্ছদের প্রয়োজন হয়। অবস্থাহীন হইলে অল্প মূল্যের বস্ত্রসকল ক্রয় করিয়া রাখিলেই চলিতে পারে। এক্ষণে কার্পাসের সহিত পাট মিশ্রিত করিয়া বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে। ছোটবড় তাবৎলোকেই প্রায় তাহা ব্যবহার করিয়া থাকে। সেই বস্ত্রের মূল্যও বিলক্ষণ অল্প। ধোপে ধোপে সেই বস্ত্রের সৌন্দর্য্যও বৃদ্ধি হয়। অল্পমূল্যের বস্ত্রে যে প্রয়োজন সাধিত হয়, বিবেচনা করিয়া দেখিলে বহুমূল্যের বস্ত্রে তাহা হইতে অধিক আর কিছুই হইতে পারে না। তবে বহুমূল্যবস্ত্র দেখিতে সুশ্রী, পরিধানে অপেক্ষাকৃত আরাম বোধ হয়, আর সাধারণ্যে সম্ভ্রমের পরিচায়ক এই মাত্র প্রভেদ। যাহার যেমন অবস্থা তাহার পক্ষে সেইরূপ

পরিচ্ছদ পরিধান করাই যুক্তি সঙ্গত। অন্যথাচরণ করিলে লোকের গ্লানি সহ্য করিতে হয়। নিঃস্ব ব্যক্তি বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করিলে যেমন লোকসমাজে হাস্যাস্পদ হয়, ধনবানের পক্ষে সেইরূপ অল্প মূল্যের বস্ত্র ব্যবহার করাও উপহাসের বিষয়। মলিনবস্ত্র পরিধানে নীচতা ও হীনতা প্রকাশ পায়, তাহাতে শরীর ও মন অপ্রসন্ন এবং অসুস্থ হয়। পাতলাকাপড় পরিধান করা অসভ্যতার লক্ষণ। বস্ত্রপরিধান শরীর আবরণের জন্য। যদি বস্ত্র পরিলেও সর্ব্বাঙ্গ পরিদৃষ্ট হইল, তবে আর উলঙ্গভাব ও পরিচ্ছদ পরিধানে বিভেদ কি ?

আহার ও ভ্রমণের পর, হস্ত, পদ, মুখ ও চক্ষু শীতল জলে ধৌত করা আবশ্যক। দিবা রাত্রির মধ্যে অন্ততঃ চারিবার চক্ষু ধৌত করিলে তাহার মলা বিদুরিত হইয়া বিলক্ষণ সতেজ হয়। বৈকালিক ভ্রমণের ও শয়নের পূর্ব্বে তোয়ালে বা স্থূল বস্ত্র খণ্ডে শরীর মার্জ্জন করা কর্ত্তব্য। শয়নের পূর্ব্বে এরূপ করিলে শীঘ্র সুনিদ্রা হয়।

স্নানের পর ও আপরাহ্নিক ভ্রমণের পূর্ব্বে দিনের মধ্যে দুইবার কেশ সংস্কার করিতে হয়। তাহাতে কেশকলাপ কোমল ও চাকচিক্যশালী হইয়া উঠে। আর কেশমধ্যে উকুন প্রভৃতি কীট সকল থাকিতে পারে না। সেইরূপ কীট দুই একটী থাকিলেও সংস্কারকালে দূরীভূত হয়। কেশের মধ্যে ধুলার রেণু ও কুটার অণু, বায়ুসহকারে অথবা যদৃচ্ছভাবে নিরন্তর পতিত হইতেছে। কেশের মূলস্থ ছিদ্র দিয়াও মস্তকের অভ্যন্তর হইতে এক প্রকার তৈলবৎপদার্থ ও মলা

বাহির হইয়া সমস্ত শিরোরুহে পরিব্যাপ্ত হয়। তদ্ভিন্ন কেশে তৈল মাখিবারও রীতি আছে। এই সকল পদার্থ একত্র হইয়া আঠা হয়। সেই আঠায় জড়াইয়া চুল গুলিতে জটা ধরে। সংস্কার করিলে ঐ আঠা দূরীভূত হইয়া কেশ সকল পৃথক পৃথক হইয়া পড়ে। সুতরাং জটা ধরিতে পায় না।

সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ব্যক্তির মন প্রফুল্ল থাকে। মনের সহিত দেহের যেমন নৈকট্যসম্বন্ধ, তাহাতে একের প্রসন্নতায় অপরের স্ফূর্ত্তি হইবার কথা। ভালদ্রব্যের প্রতি লোকের যেরূপ আদর, মন্দের প্রতি কখনই সেরূপ সম্ভবে না। পরিষ্কারপরিচ্ছন্নব্যক্তিকে লোকে যেরূপ প্রীতিচক্ষে ঈক্ষণ করে, মলিনবেশধারীর ভাগ্যে কখনই সেরূপ ঘটে না।

বস্ত্রের ন্যায় ছত্র পাদুকাও উচিত মত পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য। অবস্থানুসারে যান ও বাহনেরও প্রয়োজন আছে। সে সকলও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে রাখিতে হয়। গৃহসজ্জা ও অন্যান্য আসবাব এরূপভাবে রাখিতে হয়, যেন সেগুলি দেখিয়া সকলের মনেই প্রীতির সঞ্চার হইতে পারে। পদব্রজে ভ্রমণ কালে একখানি সুদৃঢ় ও কঠিন সুদৃশ্য যষ্ঠি হস্তে রাখা কর্ত্তব্য। যষ্ঠির তুল্য দোসর বা সহায় আর নাই। কুক্কুরাদির আক্রমণ ও উদ্‌ঘাতিনী ভূমি হইতে যষ্টির সহায়তাতেই উদ্ধার হওয়া যায়।

আবাসগৃহে বা গৃহ-প্রাঙ্গণে আবর্জ্জনা রাশীকৃত হইয়া থাকিলে তাহা হইতে দুর্গন্ধ নিঃসৃত হইয়া বায়ু দূষিত হয়। দূষিত বায়ু সেবন করিলে নানাবিধ পীড়া জন্মে। অতএব বাসভবন অট্টালিকাই হউক বা পর্ণশালাই হউক, তন্মধ্যে কোথাও

আবর্জ্জনা না থাকে তদ্বিষয়ে নিয়ত দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। প্রস্তর বা ইষ্টক নির্ম্মিত হইলে গৃহতল সম্মার্জনী দ্বারা পরিষ্কৃত ও মধ্যে মধ্যে জল দ্বারা ধৌত করিতে হয়, মৃণ্ময় হইলে তদ্ভিন্ন মধ্যে মধ্যে তাহাতে লেপ দেওয়াও উচিত। গৃহমধ্যে আমাদের অধিকাংশ সময়ই যাপন করিতে হয় অতএব গৃহ-সঞ্চারিত বায়ু-প্রবাহ যাহাতে কোন রূপে দূষিত হইতে না পায় তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা সাবধান থাকা কর্ত্তব্য।

ব্যায়াম।

মনুষ্যের মন সর্ব্বদা সচেষ্ট, তাহা কোন ক্রমেই চেষ্টাহীন হইয়া থাকিতে পারে না। গাঢ় নিদ্রার সময় কেবল চেষ্টাহীন হয়। অল্পনিদ্রাকালে যে স্বপ্ন দেখা যায়, তাহাও মনের সার্ব্বদায়িক বিষয়ান্তরব্যাসক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

মনকে না চালাইলেও তাহা নিরন্তর আপনাআপনি বিষয়-বিশেষে সঞ্চালিত হইয়া থাকে, ইহাই মনের স্বভাবসিদ্ধ প্রকৃতি। যখন ভয়ানক পীড়া উপস্থিত হওয়াতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিচালন করিতে অনিচ্ছা জন্মে, তখনও মনের বিষয়ান্তর চেষ্টা অব্যাহত থাকিয়া যায়।

মনের ন্যায় শরীরের সঞ্চালনাও আবশ্যক। আলস্য করিয়া বসিয়া থাকিলে দেহ জড় ও অকর্ম্মণ্য হয়। এজন্য নিয়ত শরীর পরিচালনা করার প্রয়োজন। সংসারের অধি-কাংশ লোকেই পরিশ্রম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। তাহা-তেই তাহাদের শরীরসঞ্চালনের কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। যাহা-

দিগকে সেরূপ শ্রমসাধ্য কার্য্য করিতে হয় না, তাহারা কৃত্রিম উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক দেহসঞ্চালন করিয়া থাকে। এইরূপ অঙ্গচালনাকেই ব্যায়াম কহে। ব্যায়ামে বিস্তর দৈহিক উপকার সংসাধন হয়। তাহাতে শরীরের স্থূলতা ও জড়তা দূর হইয়া যায়, ক্ষুধার উদ্রেক হয়, ভুক্তদ্রব্য অনায়াসে পরিপাক পায়। সুতরাং আহারে রুচি জন্মে। হস্তপদাদির স্নায়ু ও পেশী সকলও সবল সতেজ ও দৃঢ় হইয়া উঠে।

আমাদিগের অনেকসময়ে অনেকপ্রকারকার্য্যে দৈহিক বলপ্রয়োগের প্রয়োজন আছে। শরীরে শক্তিসামর্থ্য না থাকিলে তত্তৎকালে তাহা কদাচই সম্ভবে না। যদি আমরা প্রান্তরে কোন দস্যুর অথবা গহনকাননে কোন হিংস্রজন্তুর হস্তে পতিত হই, তখন দৈহিকবলপ্রয়োগ ও শরীরচালনার ভিন্ন ভিন্ন কৌশল ব্যতিরেকে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার উপায়ান্তর নাই।

নিয়ত অঙ্গবিশেষের পরিচালনায় তাহার বৃদ্ধি, পরিপুষ্টতা ও দৃঢ়তা হইয়া থাকে, তাহাতে অস্থিগুলি দৃঢ়, কঠিন ও ভারসহ হওয়াতে গুরুভারবহনের ক্ষমতা জন্মে। শ্রমসাধ্য কোন কর্ম্ম করিতে গেলে শ্রান্তি ও ক্লেশবোধ হয় না। ব্যায়ামে শারীরিক লাবণ্য ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিপায়। মন সর্ব্বদা উৎসাহে পরিপূর্ণ ও প্রফুল্ল থাকে, আহারে রুচি ও রাত্রিকালে বিলক্ষণ সুনিদ্রা হয়।

নিয়ত পরিশ্রম করিলে কেবল যে শারীরিক বলবীর্য্য বৃদ্ধি পায়, তাহাও নয়। তাহাতে মনোবৃত্তিগুলিও বিলক্ষণ তেজস্বিনী হইয়া উঠে। ব্যায়াম, সুখ স্বচ্ছন্দতার আকর বটে,

কিন্তু, অতিশয় ব্যায়ামে আবার নানাবিধ অনিষ্টও ঘটে। এজন্য সম্ভবমত ব্যায়াম করাই উপযুক্ত। প্রাতঃকাল ও অপরাহ্নই ব্যায়ামের প্রকৃতসময়। প্রখররৌদ্রকালে বা অসচ্ছন্দমনে ব্যায়ামে প্রবৃত্ত হইলে অনিষ্টভিন্ন ইষ্ট সাধন হয় না।

পদব্রজে ভ্রমণই ব্যায়ামের সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায়, সকালে বিকালে দুই চারি জন সচ্চরিত্র ও সুশীলবন্ধুবান্ধবের সহিত ভ্রমণ করিতে পারিলে বিলক্ষণ উপকার দর্শে, কথায় বার্ত্তায় অনেকদূর ভ্রমণকরিলেও শ্রান্তিবোধ হয় না। ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রমবোধ হইলেই ব্যায়ামের কার্য্য-সম্পন্ন হইয়া উঠে।

অস্ত্র শস্ত্র পরিচালনাশিক্ষাও অন্য প্রকারের ব্যায়াম। তাহাতে যেমন সর্ব্বশরীর সঞ্চালিত হয়, এমন আর কিছুতেই নয়। অস্ত্র শস্ত্র চালনার সময় উল্লম্ফন, প্রোল্লম্ফন দ্বারা দ্রুত, প্লুত ও তীর্য্যক্ প্রভৃতি নানা গতিতে ও নানাকৌশলে দেহকে আকুঞ্চিত ও প্রসারিত করিতে হয়। তাহাতে শরীর উত্তম রূপে পরিচালিত হইয়া থাকে। এই কার্য্যের উপকারিতাও যথেষ্ট; সময়বিশেষে এতদ্দ্বারা বিপদবিশেষ হইতে আপনারও উদ্ধার হয়, এবং অপরকেও উদ্ধার করা যাইতে পারে।

জলসন্তরণও এক প্রকারের ব্যায়াম। ইহাতেও সর্ব্ব শরীর বিলক্ষণরূপে সঞ্চালিত হইয়া থাকে। সন্তরণে ক্ষমতা জন্মিলে বড় একটা ডুবিয়া মরিবার ভয় হয় না। প্রস্তরাদি কঠিনবস্তুর উপর ক্রমে ক্রমে মুষ্টিপ্রহার, তলপ্রহার, চপেটা-ঘাত, এবং পদাঘাত করা অভ্যাস করিলে হস্তপদ বিলক্ষণ শক্ত ও সবল হয়। কোন শত্রুর সহিত যুদ্ধকালে তাহাতে বড়

উপকার দর্শে। ভারিবস্তু উত্তোলন করিতে অভ্যাস করাও কর্ত্তব্য। তাহাতে বাহুদ্বয় দৃঢ়, কঠিন ও মাংসল হইয়া উঠে।

শিশুগণ দৌড়াদৌড়ি করিতে বড় ভাল বাসে। তাহাতে বিলক্ষণ রূপে সর্ব্বাঙ্গ সঞ্চালিত হয় বটে, কিন্তু ঐ কার্য্যের দোষও বিস্তর। দৌড়াদৌড়ি করিলে অতি শীঘ্র পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িতে হয়। সুতরাং শ্বাসাধিক্য বশতঃ হৃদ্‌রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা। দৌড়িবার সময় কখন কখন পদস্খলন নিবন্ধন ভূতলে পতিত হইয়া হয় প্রাণবিয়োগ, নয় অঙ্গভঙ্গ হইবার আটক নাই। বৃক্ষাদি উচ্চস্থানে আরোহণ ও অতি-বেগে দৌড়াদৌড়ি করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নয়। অতএব যাহাতে প্রাণহানি ও অঙ্গভঙ্গ হইতে পারে, তাহা করিতে যাওয়া বড় নির্ব্বোধের কর্ম্ম।

কোন কোন শিশু বৃক্ষশাখায় বা অন্য কোন উচ্চস্থানে রজ্জু বাঁধিয়া তাহা অবলম্বনপূর্ব্বক দুলিয়া থাকে। যদি দৈবাৎ সেই রজ্জু ছিঁড়িয়া যায়, তবে তাহাতে যে কি বিপৎ-পাত হইতে পারে, তাহা বলা যায় না। এরূপে খেলা করিতে হইলে বিলক্ষণ সাবধানতার আবশ্যক।

অবস্থাবিশেষে অশ্বারোহণও প্রকার বিশেষের ব্যায়াম। তাহা বিলক্ষণ বীরত্বের কার্য্য। সময়ানুসারে এতদ্দ্বারা বিলক্ষণ লাভ ও উপকার হইতে পারে। অশ্বে আরোহণ করা অল্পে অল্পে শিখিতে হয়। অতিবেগে অশ্বচালনা করিতে নাই। আবার মন্দমন্থর ভাবে অশ্বচালনাও দোষ। সম্ভাবিত বেগে চালাইয়া গেলেই উপকার দর্শে। তাহাতে বড় একটা বিপদ হইবারও সম্ভাবনা থাকে না, এবং উত্তম রূপে সর্ব্ব-শরীর

পরিচালিত হওয়াতে ব্যায়ামের কার্য্যও সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

ব্যায়ামবিমুখ আলস্যের দাসদিগকে বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহাদিগের দেহে বলের অত্যন্তাভাব হইয়া থাকে। তাহারা পিত্তলের অস্ত্র সদৃশ দেখিতে সুন্দর, অথচ ধার ও ভার মাত্রই নাই। ভোগবিলাসী লোকেরা কোন শ্রমসাধ্য কর্ম্ম করিতেই সমর্থ হয় না। শরীরে সূর্য্য-কিরণ লাগিলে তাহারা ক্লেশানুভব করিয়া থাকে। তাহা-দিগের অস্থিসকল কোমল বলিয়া সামান্য ভারি বস্তুও তুলিতে পারে না। সেই সকল অলসেরা বালিসে ঠেস দিয়া বসিয়া সামান্য সামান্য কার্য্যের জন্যও পরিচারকের মুখাপেক্ষা করে। শ্রমসাধ্যকর্ম্ম না করাতে তাহাদিগের সর্ব্বাঙ্গের পেশীগুলি শিথিল হইয়া যায়। এজন্য তাহারা দীর্ঘসূত্রী, অলসপ্রকৃতি ও ভয়ব্যাকুল এবং ক্রোধনস্বভাব হইয়া উঠে। অপরের সহায়তা ভিন্ন সামান্য সামান্য আবশ্যকীয় কর্ম্মপর্য্যন্তও করিতে পারে না। তাহাদিগের যন্ত্রবৎ অকর্ম্মণ্য দেহ অন্য ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়। যাহারা অব্যাহত অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট শরীর ধারণ করিয়া সামান্য কার্য্যের জন্যও পরের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকে, তাদৃশ দুর্ভাগ্যদিগের জন্মই বৃথা।

পরিশ্রম।

সংসারযাত্রা নির্ব্বাহার্থ যে সকল দ্রব্যাদির প্রয়োজন সে সমস্তই পরিশ্রমলভ্য। সকল সামগ্রীই স্বভাবতঃ পৃথিবীতে সমুৎপন্ন হয়। শ্রম ব্যতিরেকে সেই সমস্ত দ্রব্য কখনই মনুষ্যের ব্যবহারযোগ্য হইতে পারে না।

পরিশ্রম সহকারে আকর খনন করিলে নানাপ্রকার ধাতু পাওয়া যায়। আকরিক ধাতু নানা পদার্থের সহযোগে বিমিশ্র অবস্থায় থাকে, পুনরায় পরিশ্রম না করিলে তাহা বিশুদ্ধ হয় না। তার পর পরিশ্রম করিয়া তদ্দ্বারা অস্ত্র শস্ত্র, অলঙ্কার ও মুদ্রা প্রভৃতি প্রস্তুত করিলে তবে তাহা সাধারণের ব্যবহারে আইসে।

পরিশ্রম পূর্ব্বক ক্ষেত্রকর্ষণ ও বীজবপন করিলে ধান্য উৎপন্ন হয়। শ্রমসহকারে তাহা কাটিয়া মাড়িয়া সংগ্রহ করে। পরে শ্রম করিয়া যন্ত্রাদি দ্বারা তুষ ছাড়াইয়া তণ্ডুল করিতে হয়, তারপর পরিশ্রম সহকারে রন্ধন করিলে তবে তাহা মনুষ্যের ব্যবহারে লাগে। ফলকথা, শ্রম না করিলে কিছুই হয় না। ইহা বলিলেই সকল বলা হইল।

রাজপ্রাসাদ, পর্ণকুটীর, উদ্যান, জলাশয়, গ্রাম, নগর, জলযান, স্থলযান, সেতু, সরণী, দুর্গ, গৃহসজ্জা, পণ্যশালা ও নানাবিধ যন্ত্রাদি যত কিছু দ্রব্য আছে, সকলই পরিশ্রমের ফল।

সর্ব্বদেশীয় লোকেরা কিছু পরস্পর পরামর্শ পূর্ব্বক পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্ত হয় না। এজন্য কেহ কেহ পূর্ব্বপক্ষ করিতে পারেন, যে সকলেই যদি এক প্রকার দ্রব্য উৎপন্ন

ও সাধারণের ব্যবহারোপযোগী করিবার জন্য পরিশ্রম করে, তবে সেই সামগ্রী ভিন্ন আর কিছুই পাইবার সম্ভাবনা থাকে না। এই প্রশ্ন উত্থাপন করাও যেমন সহজ, তাহার উত্তর দানও তেমনই বড় একটা কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়। সংসারের প্রত্যেক ব্যক্তিরই বিভিন্ন প্রকৃতি ও ভিন্ন ভিন্ন রুচি। সুতরাং যাহার যে বিষয়ে বিশেষ পারগতা থাকে, আর যে যাহা ভাল রূপে বুঝিতে পারে, সে ব্যক্তি সেই বিষয়ে পরিশ্রম করিয়া কৃতকার্য্য হইতে চেষ্টা পায়। তাহাতেই সকলে এক বিষয়ে পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্ত হয় না।

বিশেষতঃ আবহমান কাল হইতেই সর্ব্বত্র শ্রম বিভাগের নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। তাহাতেও সংসারের ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি সংসাধিত হইতেছে। যদি প্রত্যেক ব্যক্তিকে যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া লইতে হইত, তাহা হইলে, এক্ষণে একটী সামান্য গৃহস্থের ঘরে যত প্রকার দ্রব্য দেখা যায়, দশপুরুষে তাহার এক চতুর্থাংশ হইতে পারিত কি না সন্দেহ স্থল।

কার্য্যের সুবিধার জন্য শ্রমবিভাগের নিয়ম হইয়াছে; শ্রম বিভাগ দ্বারা অল্পসময় মধ্যে অনেক কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয়। একটী সামান্য সূচিনির্ম্মাণের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলেই শ্রমবিভাগের উপকারিতা উপলব্ধি হইবে। একব্যক্তি লৌহ পিটিয়া সূচির উপযুক্ত সুদীর্ঘশলাকা প্রস্তুত করে। অন্যে তাহা কাটিয়া সূচিতুল্য খণ্ড খণ্ড করিতে থাকে। আর একব্যক্তি সেই খণ্ডসকলের একদিগে সূত্র পরাইবার মত ছিদ্র প্রস্তুত করে। অপরে তাহার অগ্রভাগ সূচাল ও

পরিষ্কার করাতে সূচি প্রস্তুত হয়, শ্রমবিভাগপূর্ব্বক কার্য্য করে বলিয়া অল্পসময়ের মধ্যে অধিক পরিমাণে সূচি প্রস্তুত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি যে কার্য্য করে, সে স্বীয় বুদ্ধি পরিচালনা করিয়া সেই সেই কার্য্যের সুগম উপায় উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু এক ব্যক্তির অনেক কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইলে সে কোন বিষয়েরই সহজ উপায় আবিস্কার করিতে পারে না। যদি এক ব্যক্তিকে সমস্ত অবান্তর কার্য্যগুলি করিয়া সূচি প্রস্তুত করিতে হইত, তবে সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রম করিয়াও সে ব্যক্তি চারি পাঁচটী সূচি প্রস্তুত করিতে পারিত কিনা সন্দেহ স্থল।

কৃষক শস্য উৎপাদন করে, তন্তুবায় বস্ত্র বয়নে নিযুক্ত থাকে, কর্ম্মকার অস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করে, তাহারা নিজ নিজ উৎপাদিত দ্রব্য স্বীয় ব্যবহারোপযোগী রাখিয়া অবশিষ্টাংশ বিক্রয় পূর্ব্বক সেই মূল্যে অন্যের শ্রমোৎপাদিত আবশ্যক মত দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া লয়। এইরূপে পরস্পরের পরিশ্রমে পরস্পরের উপকার সংসাধিত হইয়া থাকে।

শ্রম বিমুখ ব্যক্তির দুর্দ্দশার ইয়ত্তা নাই। পরিশ্রমে কাতর বলিয়া সে কিছুই করিতে বা পাইতে পারে না। তাহাকে অন্ন বস্ত্রের জন্য, হয় পরের গলগ্রহ হইতে হয়, আর নয় সে ভিক্ষা বা অন্যবিধ গর্হিত উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করে। হস্ত পদাদি বিশিষ্ট সুস্থকায় ব্যক্তিকে যদি অশন বসনের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়, তবে তাহার জীবন বিলক্ষণ বিড়ম্বনার বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

পরিশ্রম করা আবশ্যক বলিয়া যে অপরিমিত শ্রম করিতে হইবে, ইহা যুক্তিসিদ্ধ নয়। অত্যন্ত পরিশ্রমে স্বাস্থ্য বিনষ্ট হয়। অসুস্থতা নানা রোগের নিদান।

একজন চিন্তাশীল বিজ্ঞানবিৎ গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন, যে যদি পৃথিবীর প্রত্যেক ব্যক্তি বিষয় বিশেষে প্রতি দিন তিন ঘণ্টা করিয়া পরিশ্রম করে, তবে সংসারের অবস্থা সমধিক উন্নত হয়, এক্ষণে যে বস্তু যত পরিমাণে উৎপন্ন ও লোকব্যবহার্য্য হইতেছে, তাহার চতুর্গুণ সমুৎপাদিত ও ব্যবহারযোগ্য হইতে পারে, এবং বর্ত্তমান নিয়মে যাহারা সারাদিন খাটিয়া মরিতেছে, তাহাদিগকেও যৎ কিঞ্চিৎ পরিশ্রম করিয়া আর প্রায় সমস্ত দিন বসিয়াই কাটাইতে হয়।

শারীরিক পরিশ্রমের ন্যায় মানসিক শ্রমেরও নিতান্ত আবশ্যক। মানসিক শ্রম করিলে বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত ও প্রখর হয়। আমাদিগের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী আহরণার্থ যেমন শারীরিক শ্রমের আবশ্যক, আবার সেই দ্রব্যজাত সহজে পাইবার ও সহজে ব্যবহারোপযোগী করিবার জন্য ও সেইরূপ মানসিক পরিশ্রমের প্রয়োজন। শুদ্ধ তাহাও নয়। মানসিক শ্রমে যে জগতের কতমতে শ্রীবৃদ্ধি সংসাধিত হইতেছে, ও ভবিষ্যতে হইবে, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। বিজ্ঞান শাস্ত্র মানসিক শ্রমজাত কল্পতরু বিশেষ, আর সেই কল্প বৃক্ষের অনেক গুলি শাখা প্রশাখাও আছে, নানাবিধ যন্ত্র, নানাবিধ অভাবনীয় আবিষ্কার নানা প্রকার শিল্পরচিত কারুকার্য্য তাহার পত্র, পুষ্প ও ফল স্বরূপ।

বাষ্পীয় যন্ত্র, বৈদ্যুতিকবার্ত্তাবহ, তাড়িত এবং গ্যাসের

আলোক, ঘটিকা যন্ত্র প্রভৃতি এক্ষণে মানসিক শ্রমের চরম ফল বলিয়া মনে হইতেছে বটে, কিন্তু কালে চিন্তাশীলবিজ্ঞানবিদেরা আরও যে আশ্চর্য্য বিষয়পরম্পরা আবিষ্কার করিয়া জগতের মহীয়সী শ্রীবৃদ্ধি করিয়া তুলিবেন, তাহার আর সন্দেহ মাত্র নাই।

মানসিক পরিশ্রমেরও শ্রম বিভাগ আছে। এক ব্যক্তির গবেষণায় কোন একটী তত্ত্বমাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, অন্যে তাহার উপর আরও কিছু নূতন ভাব সন্নিবেশিত করিলেন। আর একজন পূর্ব্ব পণ্ডিতদিগের উদ্‌ভাবিত অপরিপুষ্ট বিষয় হইতে একটী নূতন সামগ্রী রচনা করিয়া তুলিলেন। তাহাতে সংসারের অনেক উপকার হইতেছে।

এক ব্যক্তি রন্ধনকালে পাকস্থালীর মুখাবরণ কম্পিত হইতে দেখিয়া বাষ্পের শক্তি আবিষ্কার করিয়া তুলিলেন। অন্য এক জন তত্ত্বজ্ঞ জল তুলিবার জন্য বাষ্পশক্তি পরিচালিত সামান্য একটী বোমাকল প্রস্তুত করিলেন। তার পর ব্যক্তিবিশেষের মানসিক শ্রমসহকৃত গবেষণায় বাষ্পপরিচালিতযন্ত্রদ্বারা এক্ষণে প্রায় সমস্ত প্রকারের শ্রমসাধ্য কার্য্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে।

অপরিমিত মানসিক পরিশ্রম পীড়ার আকর, তাহাতে বুদ্ধিবৃত্তি এবং বিবেচনাশক্তি নিস্তেজ, কলুষিত ও জটিল হইয়া পড়ে। অতএব অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম করা কখনই কর্ত্তব্য নয়। এজন্য তিন চারি ঘণ্টা মানসিকপরিশ্রমের পর দুইএকঘণ্টা বিশ্রামের আবশ্যক, এই বিশ্রাম কাল নির্দোষ

আমোদপ্রমোদে বা গীতাদি শ্রবণে অতিবাহিত হইলে শরীর ও মনের পক্ষে বিলক্ষণ হিতসাধন হয়।

ক্রীড়া।

আবালবৃদ্ধ যুবক সকলেই খেলা করিতে ভাল বাসে। বিশেষতঃ বালকেরা অবসর পাইলেই ক্রীড়ায় আসক্ত হয়। সময়ে সময়ে খেলা করা মন্দ নয়। তাহাতে মন প্রসন্ন ও প্রফুল্ল থাকে। কিন্তু খেলায় অত্যন্ত আসক্ত হইতে নাই। তাহাতে কর্ম্মকাজের বড়ই ক্ষতি হয়, আর ক্রমে ক্রমে খেলার বাই বৃদ্ধি পায়। প্রয়োজনীয় কার্য্য বন্ধ রাখিয়া খেলা করা নিতান্ত নির্ব্বোধের কর্ম্ম। হাতে কোন কাজ না থাঁকিলে খেলা করিয়া কাল বর্ত্তন করা লোকের স্বভাব বটে; কিন্তু তাহা না করিয়া বিশেষ হিতকর বিষয়ে ব্যাপৃত হইয়া সময় যাপন করাই কর্ত্তব্য। নিতান্ত অলস প্রকৃতি লোকেরাই ক্রীড়াশীল হইয়া থাকে।

খেলা নানা প্রকার। তাহার কতক গুলি শারীরিক পরিশ্রম সহকারে নিষ্পন্ন করিতে হয়। আর কতকগুলি মানসিক শ্রমে সম্পাদিত হইয়া থাকে।

ক্রীড়াকারী ও তদ্দর্শনার্থী কতক গুলি লোক সমবেত হইয়া খেলা আরম্ভ করে। দর্শকদিগের মধ্যে পক্ষাবলম্বনের রীতি আছে। কয়েক জন এক পক্ষের আর জনকতক অপর দলের পক্ষপাত করে। এরূপ পক্ষাবলম্বনে দর্শকদিগের মধ্যে কথন কথন জয়পরাজয় লইয়া পরস্পর বচসা ও বিবাদ বিসম্বাদও ঘটিয়া উঠে। সেরূপ হওয়া বড়ই দুঃখের বিষয়।

আমোদ করিতে গিয়া শত্রুতা সংঘটন নিতান্ত অমানুষ ও অসভ্যের কর্ম্ম।

চন্দ্রকোট, ডাণ্ডাগুলি, লুকোচুরি, ডু ডু প্রভৃতি কতক-গুলি খেলা শারীরিক পরিশ্রমসাধ্য। তাহাতে ব্যায়ামের কার্য্য নিষ্পন্ন হয় বটে, কিন্তু সেই সকল ক্রীড়ার দোষও বিস্তর। অসাবধানতাপ্রযুক্ত এই সকল খেলায় অঙ্গ ভঙ্গ প্রভৃতি আপদ ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

তাস, পাশা ও সতরঞ্চি প্রভৃতি ক্রীড়া কেবল মানসিক শ্রমে সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই সমস্ত খেলার গুণ ও যেমন আবার দোষও সেই প্রকার। গুণের মধ্যে উদ্যমশীলতা প্রফুল্লতা, প্রসন্নতা, সমীক্ষ্যকারিতা ও বিবেচনাপটুতা অভ্যাস হয়, দোষের মধ্যে অমূল্য সময় তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর খেলায় নষ্ট হইয়া যায়। আর অপরিমিত বৃথা মানসিকশ্রমে তৎ-ক্ষণাৎ শিরঃপীড়া এবং আরও নানাপ্রকার অসুখ হয়।

পণ ধরিয়া যে ক্রীড়ার অনুষ্ঠান হয়, তাহাকে দ্যূতক্রীড়া বা জুয়া খেলা বলে। জুয়া খেলার বহুবিধ দোষ। তাহাতে রত হইলে ভদ্রোচিত প্রকৃতির অন্যথা হয়। কতশত লোক যে দুরো-দর মুখে সর্ব্বস্ব আহুতি দিয়া দীন হীন হইয়াছে ও হইতেছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। জুয়া খেলায় শঠতা, কপটতা ও প্রবঞ্চকতা, অভ্যস্তবিদ্যার ন্যায় শিক্ষা হইয়া থাকে। দুরোদর ব্যবসায়ীরা অতিশয় অসৎ প্রকৃতি হয়। খেলার অনুরোধে তাহারা না করিতে পারে, এমন গর্হিত কর্ম্মই অপ্রসিদ্ধ। দ্যূতাসক্তেরা অন্যায়াচরণে কুণ্ঠিত, ভীত বা লজ্জিত হয় না। তাহারা সময়ে আহার করিতে ও নিদ্রা যাইতে অবসর পায়

না, বিবেচনা সত্ত্বে ব্যসনাসক্ত হওয়া নিতান্ত অকর্ত্তব্য, ও অতিশয় পরিতাপের বিষয়।

স্বাস্থ্যরক্ষা।

জগতে কাহারও রোগ ভোগ করিবার ইচ্ছা নাই। সকলেই সর্ব্বদা সুস্থ শরীরে থাকিতে অভিলাষ করে। কিন্তু যে প্রকার আচরণ করিলে শরীর সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ থাকে, কেহ সহজে সেরূপে চলিতে চায় না। প্রত্যুত যাহাতে বহুবিধ ব্যামোহ হইবার সম্ভব, সকলেই প্রায় সেই সমস্ত কার্য্যে অনুরক্ত হইয়া উঠে।

মাদক সেবনে মত্ততা জন্মে, লোকে নেশাখোর বলিয়া ঘৃণা করে, শারীরিক পীড়া ও আয়ুঃক্ষয় হয়। এই সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও অনেকেই তাহাতে আসক্ত। তামাক, গাঁজা, আফিঙ, চরস, ভাঙ ও সুরা প্রভৃতি সকলই মাদক-দ্রব্য। মাদকের তুল্য অসুস্থতাসম্পাদক সামগ্রী আর কিছুই নাই, ইহা অবগত হইয়াও যে লোকে দুঃখার্জ্জিত অর্থব্যয় করিয়া নেশাখোর হয়, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় বটে।

অতিভোজন, কদর্য্যদ্রব্যভক্ষণ, অপরিষ্কৃতগৃহে বাস, দূষিত জলপান, অধিকরাত্রিজাগরণ, আলস্যে কালহরণ, শোকে তাপে ও চিত্তোদ্বেগে অধীর হওয়া, মলিনবসন পরিধান, মলিনশয্যায় শয়ন, অতিরিক্ত শীত, বাত, হিম ও আতপ সেবন, আর্দ্রবস্ত্রে অনেকক্ষণ অবস্থান প্রভৃতি সমস্তই যে অসুস্থতার নিদান, তাহা সকলেই অবগত আছে। অথচ

লোকে এই সমুদায় অত্যাচারে ক্ষান্ত হয় না। মনে মুখে সুস্থশরীরে থাকিবার ইচ্ছা, আর কার্য্যে তাহার বিপরীত আচরণ, তাহাতে কি সুস্থতা আপনা আপনি আসিয়া উপস্থিত হইবে?

নিষিদ্ধ কার্য্যে লোকের যত আসক্তি, এত আর কিছুতেই দেখা যায় না। "এ কার্য্য এক বার বা এক দিন করিলে আর কি অপকার হইবে" এই কথা বলিয়া লোকে অবৈধ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়। তার পর তাহা ক্রমে ক্রমে অভ্যাস পাইয়া তদ্বিষয়ে পরিপক্কতা জন্মে।

নিষিদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান মাত্রেই যদি অপকার হইত, তবে কেহই সাহস করিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হইত না। কোন নিষিদ্ধকার্য্য করিলে তাহা পীড়ার কারণ রূপেঅলক্ষিত ভাবে দেহের অপকার করিতে থাকে, অথবা সেই কারণ হইতেই কার্য্যের উৎপত্তি হয়, অনন্তর তাহা বাহ্য লক্ষণ সহ দুশ্চিকিৎস্য উৎকট ব্যাধিরূপে প্রকাশিত হইয়া উঠে। তখন লোকে পীড়া হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারে।

ঊর্দ্ধ হইতে পতিত হইলে যেমন তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটনা বা অঙ্গ ভঙ্গ হয়, আর বিষাক্ত দ্রব্য ভোজন করিলে যেরূপ শীঘ্রই পঞ্চত্ব প্রাপ্তির সম্ভাবনা, পীড়ার সময় কুপথ্য সেবন করিলে সেরূপ তৎক্ষণাৎ তাহার ফল প্রাপ্তি হয় না। কিন্তু সেই কুপথ্যসেবন যে রোগবৃদ্ধির হেতু আর কুপথ্যসেবন জনিত পীড়াবৃদ্ধিই যে মৃত্যুর সমবায়ী কারণ, তাহাতে অনু-মাত্রও সন্দেহ নাই।

ব্যক্তিমাত্রেরই পীড়া হইলে তাহারা মনে মনে আরোগ্য লাভ

করিবার জন্য বিলক্ষণ ইচ্ছা করে। অথচ যাহাতে রোগ উপশম হইবার সম্ভাবনা, সেই কুপথ্যত্যাগ ও ঔষধসেবন করিতে প্রাণান্তেও স্বীকৃত হয় না। তাহাতে কিরূপে রোগশান্তি হইতে পারে? বালকদিগের মধ্যে এইরূপ ব্যবহার সর্ব্বদা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, যে তাহারা জিদ্ করিয়া কুপথ্য আহার, করে, অথচ প্রাণান্তেও ঔষধ স্পর্শ করিতে চায় না। আবার রোগ শান্তির জন্যও ব্যগ্র হইয়া উঠে।

সুস্থতা সমস্ত সুখের নিদান। সর্ব্বদা সুস্থশরীরে থাকা প্রার্থনীয় বটে, কিন্তু সকলের ভাগ্যে তাহা ঘটিয়া উঠে না। অসুস্থব্যক্তি, বিদ্যাশিক্ষা বা ধনোপার্জ্জন করিতে পারে না। তাহার পক্ষে সমস্ত কার্য্যই দুরূহ হইয়া উঠে। অসুস্থতা জীবনযাত্রানির্ব্বাহের প্রত্যূহ স্বরূপ। যে সকল অত্যাচারে শরীর অসুস্থ হয়, তাহা না করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

অনেকে লোকনিন্দা ভয়ে গোপনে নানা প্রকার অত্যাচার করিয়া থাকে। লোকের নিকট গোপন করা বড় একটা কঠিন নয়। কিন্তু প্রকাশ্যেই হউক আর গোপনেই হউক, অত্যাচার করিলে তাহার ফল স্বরূপ অসুস্থতা হইবেই হইবে। কথায় বলে, ইচ্ছা সত্বেই হউক, আর অনিচ্ছা ক্রমেই হউক আগুণে হাত দিলে তাহা নিশ্চয় দগ্ধ হইয়া যায়।

পুস্তকপাঠে স্বাস্থ্যরক্ষার সকল নিয়ম শিখিতে পারা যায় না। সে সমস্ত আপনাআপনি বুঝিয়া সমজিয়া চলিতে হয়। সকল লোকের ধাতু সমান নয়। সুতরাং কি নিয়মে চলিলে শরীর ভাল বা মন্দ থাকে, তাহা অনেক সময়ে আপনি বুঝিয়া লইতে হইবে। যেরূপ ব্যবহার শরীরে সহ্য পায় না,

তাহা তৎক্ষণাৎ পরিবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। আপাততঃ তাহাতে কোন বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে না বলিয়া নিজের পক্ষে শ্রেয়স্কর মনে করিতে নাই। যৌবনাবস্থায় রক্ত সতেজ থাকে, তখন কোন অত্যাচারের ফল হঠাৎ বুঝিতে পারা যায় না, কিন্তু রক্তের জোর কমিলে বৃদ্ধাবস্থায় এককালে নানা ব্যাধি উপস্থিত হয়। আহারের সময় ও সামগ্রী পরিবর্ত্তন করিতে নাই। যদি কখন সেরূপ করার প্রয়োজন হইয়া উঠে, তবে অন্যান্য বিষয়েও সেইরূপ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক সামঞ্জস্য করিয়া লইতে হইবে।

আহার, নিদ্রা ও শ্রম প্রভৃতির বর্ত্তমান ব্যবস্থায় যদি কোন অসুবিধা বোধ হয়, তবে ক্রমে ক্রমে তাহা পরিবর্ত্তন করা ভাল। আবার সেই পরিবর্ত্তনের জন্য যদি কোন প্রকার অসুখ জন্মে, তাহা হইলে পূর্ব্বব্যবহার মতেই চলা কর্ত্তব্য। আপন শরীরে যাহা সহ্য বা অসহ্য হয়, অন্যে তাহা কোন ক্রমেই বুঝিতে পারে না।

আহার, নিদ্রা ও ব্যায়ামকালে প্রফুল্ল ও প্রসন্নচিত্ত হইয়া থাকা প্রয়োজন। অতিশয় ভয়, উদ্বেগ, হিংসা, অসূয়া, ক্রোধ, চিন্তা, প্রভৃতি যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করা বিধেয়। এক প্রকার আমোদে মত্ত হওয়া উচিত নয়, নানাবিধ দোষ-সম্পর্ক-শূন্য আমোদ প্রমোদ করিতে হয়। এককালে ঔষধ পরিত্যাগ করিতে নাই। আবার ঔষধ সেবন অভ্যাস করাও দোষ। কেননা, পীড়ার সময় আর তাহাতে কোন উপকার দর্শে না। ঔষধ সেবন অভ্যাস না করিয়া শরীর বুঝিয়া আহারের ব্যবস্থা করিলেই ভাল হয়। সাবধান হইয়া

উপযুক্ত পথ্য আহার করিলেই প্রাচীন রোগ উপশম হইতে পারে। শরীরে কোন আকস্মিক বৈগুণ্য দেখিলে তুচ্ছজ্ঞান করিতে নাই, তদ্বিষয়ে বিচক্ষণ ব্যক্তির মত লইয়া চলিতে হইবে।

পীড়িত হইলে আরোগ্য লাভই পরমার্থ জ্ঞান করিতে হয়। তখন ক্ষণিক সুখের জন্য কুপথ্য সেবন করা একান্ত অনুচিত। সুস্থ দেহে শ্রমবিমুখ হইতে নাই। নিয়ত উপযুক্ত পরিশ্রম করিতে পারিলে প্রায়ই কোন রোগ ভোগ করিতে হয় না।

রজনীযোগে যেমন নিদ্রা যাইবার প্রয়োজন, সেইরূপ রাত্রিজাগরণ অভ্যাস রাখাও উচিত, পর্য্যাপ্ত আহার করিতে হইবে, অথচ উপবাস করার অভ্যাসও চাই। নিয়ত শ্রম করা আবশ্যক, অথচ মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম করাও বিহিত, এইরূপ আচরণেই দীর্ঘজীবী ও সুস্থশরীর হইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা যাইতে পারে। অনেক চিকিৎসক পীড়াশান্তির প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া রোগীর ছন্দানুবর্ত্তন করিয়া থাকেন। আর কেহ কেহ পীড়িত ব্যক্তির ধাতু ও প্রকৃতি বিশেষের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া চিকিৎসাশাস্ত্রের ঠিক নিয়মমতে চলেন, এই উভয়বিধ চিকিৎসকই কোন কার্য্যের নয়। পীড়া হইলে একজন মধ্যবিধ চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করানই বিধি। যাহার হাতযশ আছে, তাহার গৌরব করা বৃথা। রোগের নিদান বুঝিতে অসমর্থ হইলে শিবের অসাধ্য ব্যাধি বলিয়া সকল চিকিৎসকই স্বীয় অপারগতা ঢাকিবার চেষ্টা পাইয়া থাকেন।

বীরত্ব।

যে ব্যক্তি সাহস সহকারে উপস্থিত বিপদের সম্মুখীন হইতে সমর্থ, তাহাকেই বীরপুরুষ বলে। কোন সদভিপ্রায় সংসাধন জন্য বিপদের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া অন্যায় কার্য্য নয়। ব্যক্তিবিশেষের প্রাণবিনাশের আশঙ্কা বা তাদৃশ ভয়ঙ্কর ব্যাপার হইতে নিষ্কৃতি, দস্যুতস্করের আক্রমণ হইতে জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা, শত্রুহস্ত হইতে স্বদেশ উদ্ধার, এই রূপ ব্যাপার সকলে প্রবৃত্ত হওয়াই বীরত্বের কার্য্য। অসদভি-প্রায় সাধন জন্য সাহস প্রকাশ করিলে তাহাতে কোন গৌরব নাই। একজন দস্যু কোন গৃহস্থের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনে সাহস করিতে পারে। কোন পরাক্রান্ত জাতি অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল জনপদবাসীদিগের ক্ষতিসাধনপূর্ব্বক তাহাদিগকে পদানত করিয়া রাখে। এরূপ সাহসিক কার্য্যকলাপকে বীরত্ব বলে না। অনেক সময় বিজেতা সেনাপতি লোক সমাজে বীর পুরুষ বলিয়া খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাঁহারা কোন ক্রমেই সেরূপ গৌরবান্বিত উপাধির উপযুক্ত হইতে পারেন না। তাঁহাদিগকে সমরকুশল বলিতে আপত্তি নাই, যদি তাঁহারা মহৎ উদ্দেশ্য সাধনার্থ যুদ্ধ না করিয়া থাকেন, তবে তাঁহা-দিগকে প্রকৃত বীর পুরুষ বলিয়া পরিগণিত করিতে পারা যায় না।

নিদ্রা।

নিরন্তর পরিশ্রম নিবন্ধন সর্ব্ব শরীর অবশ ও অবসন্ন হয়, এবং দৈহিক যন্ত্র সকল দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, এজন্য কিয়ৎকাল তাহাদিগের বিশ্রাম আবশ্যক। পরিশ্রম দ্বারা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবশ হইয়া উঠে, শরীর সঞ্চালনে অনিচ্ছা জন্মে, পরে ক্রমে ক্রমে অন্যান্য মনোবৃত্তি সকল নিস্তেজ হইয়া আইসে। তখন শ্রান্তিহারিণী নিদ্রার আবির্ভাব হওয়াতে বাহ্য জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়।

নিদ্রার উদ্রেক হইলেই শয়ন করা কর্ত্তব্য। যে শয্যায় শয়ন করিতে হয়, তাহা পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিত। পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির শয্যা অতি কঠিন বা অতি কোমল করিতে নাই। বালক ও বৃদ্ধের শয্যা অপেক্ষাকৃত কোমল হওয়া আবশ্যক। নিদ্রার সময় মৎকুণ ও মশক বড় বিরক্ত করে, মশারি খাটাইলে মশার উৎপাত নিবারণ হয়, আর প্রতিদিন শয্যা রৌদ্রে দিলে তাহাতে ছারপোকা থাকিতে পারে না, লেপ, তোষক, বালিশের খোল এবং শয্যাস্তরণ গুলি সপ্তাহে একবার রজক গৃহে দিয়া ধৌত করিয়া আনা কর্ত্তব্য। খট্বার ছিদ্রে উষ্ণজল প্রক্ষেপ না করিলে মৎকুণেরা তন্মধ্যে বাসা করিয়া স্বীয় বংশ পরিবর্দ্ধন করিতে থাকে, বাসা ভাঙ্গিয়া না দিয়া কেবল মারিয়া ছারপোকা কমান যায় না। সন্ধ্যার সময় ও প্রাতঃকালে শয়ন গৃহে ধূপের ধোঁয়া দিলে বড়ই উপকার দর্শে। তাহাতে সেই গৃহের দূষিত বাষ্প সকল বিনষ্ট হইয়া যায়। আর সমস্ত গৃহ সুগন্ধে আমোদিত করিয়া তুলে।

শয্যাগৃহে বায়ু সঞ্চালনের উপায় করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। শয্যার কিঞ্চিৎ দূরস্থ সমসূত্রে বাতায়নদ্বয় উন্মুক্ত করিয়া রাখা উচিত। তাহাতে গৃহমধ্যে নির্ম্মল বায়ুর সঞ্চার হইতে পারে। অনেক লোকে একত্র শয়ন করিতে নাই। প্রত্যেক ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন শয্যা নির্দ্দিষ্ট থাকা উচিত। একাকী এক গৃহে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাওয়া নিতান্ত নিষিদ্ধ। তাই বলিয়া অনেক ব্যক্তিও একগৃহে শয়ন করা কর্ত্তব্য নয়। এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিলে প্রশ্বসিত বায়ুতে সমস্ত গৃহ বিষবৎ দূষিত বাষ্পে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। শয্যাগৃহে পানীয় জল সঞ্চয় করিয়া রাখিতে হয়। অন্ধকারে শীঘ্র সুনিদ্রা হইতে পারে, এজন্য শয়নের পূর্ব্বে দীপ নির্ব্বাণ করিয়া ফেলা বিধেয়।

শীতকালে যাহাতে শীত নিবারণ হয়, তদুপযোগী লেপ ও কম্বল প্রভৃতিদ্বারা দেহাবরণ করিয়া শয়ন করা কর্ত্তব্য। মুখ ও নাসিকা আবরণ করিয়া শয়ন করিতে নাই। তাহাতে প্রশ্বাসের দূষিত বাষ্প নিঃশ্বাস দ্বারা শরীরস্থ হইয়া নানা প্রকার পীড়ার সঞ্চার হয়। তদ্দ্বারা অকালে মৃত্যু ঘটনার সোপান হইয়া উঠে।

দিবা নিদ্রা নানা রোগের নিদান, রাত্রি কালই নিদ্রার প্রকৃত সময়। দিবসে পরিশ্রম করিয়া শরীর ক্লান্ত হইলে রাত্রে পরম সুখে নিদ্রা যাওয়া যায়। শ্রমবিমুখ ব্যক্তিদিগের কখনই সুনিদ্রা হয় না। আর যাহারা দিনের বেলায় পড়িয়া নিদ্রা যায়, রাত্রিকালে তাহাদিগের আর কোন ক্রমেই ঘুম আইসে না। এজন্য তাহারা নানাবিধ কল্পিত উপায় অবলম্বন করিয়া নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করে।

অজীর্ণ দোষে নিদ্রাকালে নানা প্রকার স্বপ্ন দেখা যায়, স্বপ্ন সকল অমূলক চিন্তা মাত্র। সময়ে সময়ে কোন কোন স্বপ্ন সফল হইবার প্রমাণও পাওয়া গিয়া থাকে। নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে গুরুতর আহার করা কর্ত্তব্য নয়, শয়ন করিবার কিঞ্চিৎ অগ্রে হস্ত, পদ, মুখ, ও চক্ষু উত্তমরূপে ধৌত করিয়া একখানা শুষ্ক তোয়ালে বা স্থূলবস্ত্র খণ্ড দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ মর্দ্দন করিলে শীঘ্র সুনিদ্রা হয়। দস্তানা, মোজা ও শিরস্ত্রাণ পরিধান করিয়া শয়ন করিতে নাই। তাহা করিলে নিদ্রার ব্যাঘাত হয়।

ক্রোধ, দ্বেষ অথবা কোন বিরক্তিকর কার্য্যের অনুষ্ঠান থাকিলে নিদ্রা আইসে না। নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদ ও বিষয়বিশেষে মনের একাগ্রতা সম্পাদন করিতে পারিলেই শীঘ্র সুনিদ্রা হয়। ভূতলে শয্যা বিন্যস্ত করিয়া শয়ন করিলে নানারূপ পীড়া জন্মিতে পারে। এজন্য কাষ্ঠাদি রচিত খট্টা ও মঞ্চ প্রভৃতির উপর শয্যা প্রস্তুত করাই পরামর্শ।

শীত ঋতুতে রাত্রি দীর্ঘ হয়, এজন্য তখন সাত বা আট ঘণ্টা আর গ্রীষ্মকালে ছয় বা সাত ঘণ্টা ঘুমাইলেই যথেষ্ট হয়। বালক ও বৃদ্ধের নিদ্রাকালের নিয়ম নাই। তাহারা স্বভাবতই অধিকক্ষণ ঘুমাইয়া থাকে। এদেশে পশুলোমজাত আস্তরণাদি অপেক্ষা কার্পাস নির্ম্মিত বস্ত্রাদিরই সমধিক উপযোগিতা দেখা যায়। শয়ন কালে সেইরূপ বস্ত্র ব্যবহার করিলেই নিদ্রার ব্যাঘাত হয় না। তবে অভ্যাসের শক্তি স্বতন্ত্র, তাহার উপর কোন প্রকার নিয়মই খাটিতে পারে না।

পরিশ্রান্ত ও শোকার্ত্ত ব্যক্তির পক্ষে নিদ্রাই মহৌষধ।

নিদ্রা হইতে উঠিলে শরীরে নূতন বল ও সজীবতার সঞ্চার হয়। নিদ্রার প্রসাদে শোকেরও অনেক লাঘব হইয়া থাকে, যাহার সুনিদ্রা হয় না, সে দুর্ভাগ্যের যে কতক্লেশ তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। নিদ্রাসুখে বঞ্চিত হইলেই লোক উন্মত্ত হইয়া উঠে।

নীতি-শিক্ষা।

মানসিক কার্য্যাধ্যায়।

অধ্যয়ন বা শাস্ত্র-চর্চ্চা।

কিছু কিছু লিখিতে ও পড়িতে চেষ্টা করা সকলেরই কর্ত্তব্য, সংসারের সমস্ত কার্য্য ও সকল জ্ঞানই লেখা পড়া সাপেক্ষ গৃহস্থলীর যে সকল ব্যাপার প্রতিদিন ঘটিতেছে, তাহা মনে করিয়া রাখা অতিশয় কঠিন। সেই সকল লিখিয়া রাখিলে অনায়াসে ঠিক থাকিয়া যায়।

এক ব্যক্তিকে কোন কার্য্যের জন্য কিছু টাকা দেওয়া হইয়াছে, তাহা অমুক দিন এই পরিমাণে দেওয়া গিয়াছে, বলিয়া মনেও আছে। সংসারের সকল ব্যক্তিই কিছু সৎ নয়, বিশেষতঃ সকলের সকল সময়ে সকল কথা স্মরণ থাকিবারও সম্ভাবনা নাই। যে সেই টাকা পাইয়াছে, সে যদি অস্বীকার করে, বা পুনরায় লইবার জন্য দাবীদার হয়, তবে কি করা কর্ত্তব্য? হয় তাহাকে আবার সেই পরিমাণে টাকা দাও, আর নয়, দিয়াছি, বলিয়া বিশিষ্টরূপে প্রমাণ কর। ইহার অন্যতর কার্য্য ভিন্ন সেই দাবী হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায়ান্তর নাই। লেখা পড়া থাকিলে কোন দিন, কাহার সাক্ষাতে, কোন ব্যক্তির হস্তে, কত টাকা দেওয়া হইয়াছে, তাহা সুন্দররূপে প্রমাণ করা যাইতে পারে।

দূরদেশস্থ কোন আত্মীয়কে কোন গোপনীয় সংবাদ

দিতে হইবে। লেখা পড়া প্রচলিত না থাকিলে স্বয়ং সেই দেশে গিয়া সেই সমাচার দিয়া আসিতে হইত। লেখা পড়া প্রচলিত থাকাতে যে কোন বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতে পারে। আর যে কোন বিষয় হউক না কেন, লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলে উত্তর-কালজাতলোকেরা তাহা পাঠ করিয়া অবগত হয়। এই রূপ নানা কার্য্যের শৃঙ্খলা ও সুবিধার জন্য লেখা পড়ার সৃষ্টি হইয়াছে। লেখা পড়ার ব্যবহার না থাকিলে বিদ্যা, ব্যবসায়, সভ্যতা ও রাজশাসনাদি দ্বারা মনুষ্য মণ্ডলীর দিন দিন যে সুখস্বচ্ছন্দ বৃদ্ধি হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার কিছুই হইতে পারিত না।

শিক্ষকের নিকট উপদেশ না পাইলে কেহই লেখা পড়া শিখিতে পারে না। আর প্রত্যেক ব্যক্তিই সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ শিক্ষক রাখিয়া স্বীয় স্বীয় সন্তান সন্ততিকে শিক্ষা দিতে সমর্থ নয়। এজন্য সাধারণের ব্যয়ে রাজকীয় তত্ত্বাধীনে বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়া থাকে। শিক্ষার্থীদিগকে নির্দ্দিষ্টসময়ে সেই স্থানে গিয়া তত্রত্য অধ্যাপকদিগের নিকট উপদেশ লইয়া বিদ্যা-শিক্ষা করিতে হয়।

বিদ্যালয়ে গমনকালে পথিমধ্যে গোল মাল করিতে নাই। পাঠশালায় গিয়া মনোযোগপূর্ব্বক শিক্ষকের উপদেশ শ্রবণ করিতে হয়। যাহাতে অধ্যাপক বিরক্ত না হন, এবং সমপাঠী বালকেরা সন্তুষ্ট থাকে, সর্ব্বতোভাবে সেইরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। অসৎস্বভাব ও দুষ্টপ্রকৃতি হইলে কেহই ভালবাসে না। যাহাতে লোকে সুশীল ও শান্তস্বভাব

বলিয়া প্রশংসা ও সমাদর করে, সকলেরই সেইরূপ চেষ্টা করা বিধেয়।

অনেকের স্বভাব প্রতিদিন বিদ্যালয়ে গিয়া অধ্যাপকের উপদেশ শ্রবণ কালে অনবধান থাকে। আর অসৎস্বভাব সমবয়স্ক শিশুদিগের সহিত খেলা করিয়া সময় নষ্ট করে। আবার বিদ্যালয় হইতে বাটী প্রত্যাগমন কালে পথিমধ্যে গোলযোগ করিতে করিতে যায়। তাহারা সংবৎসরকাল এইরূপে কাটাইয়া পরীক্ষার সমসম কালে দুই এক মাস প্রাণ-পণ পরিশ্রম করিয়া পঠিত বিষয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়। তাহাতে রাত্রি জাগরণের অতিরিক্ত পরিশ্রমে পীড়িত হইয়া হয়ত, সে বৎসর পরীক্ষা দিতেই পারে না, আর না হয়, কেহ কেহ পরীক্ষা দিয়াও অকৃতকার্য্য হইয়া থাকে।

অধিক পরিশ্রমে আভ্যাসিকীশক্তি, বিবেচনাশক্তি, স্মরণ-শক্তি ও ধারণাশক্তি প্রভৃতি মনোবৃত্তিগুলি নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া পড়ে। সুতরাং সেইরূপ প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়াও পাঠ্য বিষয়ে ব্যুৎপত্তিলাভ কঠিন হইয়া উঠে। শুক পক্ষীর ন্যায় কেহ কেহ কিছু কিছু কণ্ঠস্থ করিতে পারে বটে, কিন্তু তাহার অর্থবোধ ও তাৎপর্য্যগ্রহ না হওয়াতে পরীক্ষা দিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারে না।

প্রতিদিন প্রাতঃকালে দুই ঘণ্টা ও সন্ধ্যার পর দুই ঘণ্টা নিয়মিত রূপে মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠাভ্যাস করিলে পঠিত বিষয় গুলি নিশ্চয় কণ্ঠস্থ, হৃদয়ঙ্গম ও আয়ত্ত হইতে পারে। সুতরাং পরীক্ষার পূর্ব্বে অতিরিক্ত পরিশ্রম ও অধিক রাত্রি জাগরণ করিয়া আর পীড়িত হইতে হয় না। আর পরীক্ষা

স্থিয়াও সহজে উত্তীর্ণ হইতে পারা যায়। পুনঃ পুনঃ আলোচনায় কঠিন বিষয় গুলিও বুদ্ধিগম্য ও প্রাঞ্জল হইয়া আইসে।

বিশেষ মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন ও আলোচনা করিলে সকল বিষয়ই সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। সকল ব্যক্তির বুদ্ধি ও বিবেচনাশক্তি সমান নয়। কেহ শীঘ্র আর কেহ বা বিলম্বে বুঝিতে পারে। বিশেষতঃ সকলেই কিছু প্রতিভাশালী লোক হইয়া উঠে না। চেষ্টা ও মনোযোগসহকারে অধ্যয়ন করিলে সমস্ত বিষয়েই সুন্দর ব্যুৎপত্তি লাভ করা যায়। শান্ত ও সুশীল ব্যক্তি সামান্য ব্যুৎপত্তিশালী হইয়াও দেশমান্য হইয়া থাকে।

কতকগুলি পুস্তকের পাতা উলটাইয়া গেলে বিদ্বান্ হয় না। নানাবিষয়িনী বক্তৃতা করিতে পারিলেও কেহ বিদ্যাবান্ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিতে পারে না। যাহারা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সাধুশীল, নিরহঙ্কার, বিনয়ী এবং স্বদেশ ও স্বজাতির হিতৈষী হন, এরূপ কর্ত্তব্যপরায়ণ সচ্চরিত্র লোকেরাই যথার্থ রূপে বিদ্বান্ ও পণ্ডিতপদবাচ্য হইয়া থাকেন।

আপন চেষ্টা, উদ্যোগ ও মনোযোগ ভিন্ন কেহই বিদ্যালাভ করিতে পারে না। অমনোযোগী ব্যক্তি সুদীর্ঘ উপাধিধারী অধ্যাপকের নিকট অধ্যয়ন করিয়াও হত বর্ব্বরের ন্যায় হইয়া থাকে, পক্ষান্তরে নিজের চেষ্টায় আপনাআপনি নানা গ্রন্থ পাঠ করিয়া অনেক লোক প্রধানপদবাচ্য হইয়া উঠিয়াছে।

শিশুগণ পাঁচ বৎসর বয়সের মধ্যে পিতা, মাতা, আত্মীয়, স্বজন, প্রতিবেশবাসী ও দাস দাসীর মুখে শুনিয়া যত শিক্ষা করে, তার পর, সমস্ত জীবন কাল মধ্যেও তাহার অর্দ্ধেক শিখিতে পারে কি না সন্দেহ স্থল।

শিশুদিগের বয়স পাঁচ বৎসরের অধিক না হইলে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে বা চেষ্টা করিয়া কোন বিষয় শিক্ষা দিতে নাই। কোমল বুদ্ধি ও কোমল হৃদয় বালকদিগের কোমল মনোবৃত্তি চালনা করাইলে তাহা এককালে নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভব, এজন্য নিতান্ত অল্পবয়স্ক বালকদিগকে চেষ্টা করিয়া কোন বিষয় শিক্ষা দেওয়া অতি অকর্ত্তব্য।

অনেকে ভাষাবিশেষের বর্ণমালা শিখিয়া বা সেই ভাষায় দুই একখানি উপন্যাস পাঠ করিয়া এবং কষ্টে সৃষ্টে সেই ভাষাভাষীদিগের সহিত কথোপকথন করিয়া আপনাকে বিদ্বান্ বলিয়া অভিমান করেন। লিখন, পঠন, কথোপকথন ও উপন্যাস পাঠ বিদ্যা বলিয়াই পরিগণিত নয়। বিদ্যা স্বতন্ত্র পদার্থ। জগতে অল্পসংখ্য ব্যক্তিই বিদ্বান্ বলিয়া অভিহিত হইবার উপযুক্ত।

অনেকে সুবুদ্ধি বলিয়া পরিচিত হইবার মানসে নানা প্রকার কূট প্রশ্ন উদ্ভাবন পূর্ব্বক শিক্ষক ও ছাত্রদিগকে সর্ব্বদা বিরক্ত করে। এরূপ শিশুদিগকে কেহই ভাল বাসে না; প্রত্যুত জেঠা বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া থাকে। যে অল্পবয়সে জেঠা হয়, সে নিজেই নিজের পরকাল খায়, জেঠা ছেলের প্রতি কেহই সন্তুষ্ট থাকে না। আর তাহার ব্যবহারদোষে লেখা পড়াও শিক্ষা হয় না। সুতরাং সে যাবজ্জীবন মূর্খ হইয়া থাকে, তাহাকে সকলেই অবজ্ঞা ও উপহাস করে।

একেবারে অনেক শিখিতে গেলে কিছুই মনে থাকে না। অল্প অল্প করিয়া শিখিলে তাহা সুন্দর রূপে আয়ত্ত ও বোধগম্য হইয়া কালে অনেক হইয়া উঠে। ইন্দুরে প্রতিদিন মুষ্টিমিত

মৃত্তিকা তুলিয়া থাকে, কিন্তু দুই তিন মাসে তাহা রাশীকৃত দেখায়। সেই রূপ অল্প অল্প পাঠের সমষ্টি কালক্রমে অনেক হয়।

পাঠশালায় বা গৃহে বসিয়া প্রতিদিন কিছু কিছু হস্তলিপি অভ্যাস করাও কর্ত্তব্য, স্বহস্তে লিখিয়া ও হস্তলিপি পাঠ করিয়া সংসারের অনেক কার্য্য সম্পাদন করিতে হয়। যাঁহার হস্ত-লিপি উত্তম, তাঁহাদ্বারা একখানি আদর্শ লেখাইয়া লিখিতে শিখা বিধেয়। যদি কেহ হাতের লেখা পড়িতে না পারে, তবে লেখা আর না লেখা উভয়ই তুল্য। যাহার হাতের লেখা সুন্দর ও সুস্পষ্ট, পরীক্ষাপ্রদানকালে সেই ছাত্র অপেক্ষাকৃত উচ্চ সংখ্যা পাইয়া থাকে।

নিরূপিত সময়ে পাঠশালায় যাইতে হয়। বিলম্ব করিয়া গেলে অধ্যাপকের সমস্ত উপদেশ শুনিতে পাওয়া যায় না। তাহাতে পাঠ্য বিষয় বুঝিবার বিস্তর ব্যাঘাত জন্মে। ছুটীর পর পথিমধ্যে শান্তভাব অবলম্বন পূর্ব্বক বাটীতে আসিয়া উপযুক্ত স্থানে পুস্তকাদি রাখিতে হয়। তাহা যদৃচ্ছ ভাবে যেখানে সেখানে ফেলিয়া রাখিলে হয় নষ্ট হইয়া যায়, নয় পর-দিন পাঠশালায় যাইবার সময় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, পুস্তকাদি রাখিয়া পরিধেয় পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক হস্ত পদ মুখ ধৌত করিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করিতে হয়। তারপর, নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদের সহিত বায়ু সেবন করিয়া বেড়াইলে শরীর ও মন সুস্থ এবং প্রফুল্ল থাকে। আবার সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে পুরাতন পাঠ আলোচনা করিতে হয়।

শাস্ত্র চর্চ্চার ন্যায় নির্দ্দোষ আমোদ আর কিছুতেই নাই।

নির্জনে উপবেশন করিয়া শাস্ত্রালোচনায় কাল যাপন করা বিলক্ষণ সন্তোষের বিষয়। শাস্ত্রানুশীলনে বাক্পটুতা ও বক্তৃতাশক্তি জন্মে, নানা বিষয় আয়ত্ত থাকিলে যুক্তি প্রদর্শন-পূর্ব্বক বক্তৃতাদ্বারা শ্রোতৃবর্গের হৃদয় দ্রব করিয়া তাহা-দিগকে যে কোন বিষয়ে প্রবর্ত্তিত, উত্তেজিত ও প্রণোদিত করা যাইতে পারে।

শাস্ত্রজ্ঞানে বিচারশক্তিও পরিবর্দ্ধিত হয়। সুবোধ ব্যক্তি বিশেষ বিশেষ গ্রন্থ দেখিয়া শুনিয়া পাণ্ডিত্য লাভ করে। কিন্তু সম্যক্ জ্ঞানবান ও বিবেচনাপটু হইতে হইলে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞান ও বুদ্ধির সংস্কার এবং পরিবর্দ্ধন করা চাই। দিবারাত্রি গ্রন্থ পাঠ করা অলসের কর্ম্ম। বক্তৃতা কালে প্রস্তাব্য বিষয় অতিরঞ্জিত করিয়া বর্ণনা আর তাহা রূপক উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি অলঙ্কারে সুসজ্জিত করা পাণ্ডিত্য প্রকাশ মাত্র। বিচারকালে কথায় কথায় শাস্ত্রীয় উদাহরণ প্রদর্শন অবিজ্ঞের কার্য্য।

মনুষ্য মাত্রেরই সহজ জ্ঞান আছে। শাস্ত্রানুশীলনে তাহা সংস্কৃত ও পরিমার্জ্জিত হয়। ধূর্ত্ত, মূর্খ ও নাস্তিকেরা শাস্ত্রে দ্বেষ ও অশ্রদ্ধা করে। সরল চিত্ত লোকেরা তাহাতে ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ত্রুটি করে না। আর বিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাহা কাজে লাগাইয়া শাস্ত্রের যথার্থ গৌরব রক্ষা করিয়া থাকেন।

শুদ্ধ পুস্তক পাঠে বিজ্ঞতা জন্মে না। সাংসারিক কার্য্য কলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বিজ্ঞ হইতে হয়। শাস্ত্রচর্চ্চাদ্বারা সেই বিজ্ঞতা সংস্কৃত, মার্জ্জিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে। জিগীষাবৃত্তির চরিতার্থতা, পাণ্ডিত্যপ্রকাশ ও অর্থোপার্জ্জনের জন্য

বিদ্যাশিক্ষা নয়। বুদ্ধিবৃত্তি ও বিবেচনাশক্তি পরিমার্জ্জিত করাই বিদ্যালোচনার প্রকৃত এবং প্রধান উদ্দেশ্য।

বিদ্যানুশীলনের নিয়ম এই যে, কতকগুলি গ্রন্থ আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া তাহার প্রয়োজন, অভিধেয়, ও সম্বন্ধ মাত্র হৃদয়ে ধারণা করিতে পারিলেই চলে। আর কতকগুলি পুস্তক আম্রেড়নপূর্ব্বক অর্থবোধ ও তাৎপর্য্যগ্রহ করিয়া রাখিতে হয়। উপদেশকের মুখে শুনিয়া বা সংগ্রহ দেখিয়া অনেক বিষয় শিখিতে ও আয়ত্ত করিতে পারা যায় বটে কিন্তু উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন হইলে মূলগ্রন্থ পাঠ করাই আবশ্যক। শুষ্ক নীরস ও স্বাদ হীন সংগ্রহ পাঠে তাদৃশ ব্যুৎপত্তি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই।

নানাশাস্ত্র পাঠ করিলে বহুদর্শী হওয়া যায়। দুই তিন ব্যক্তি একত্র হইয়া বিষয় বিশেষ আলোচনা করিলে বিজ্ঞতা ও রচনা শক্তি পরিপক্ক হয়। রচনা শক্তি না থাকিলে অসাধারণ মেধাবী হওয়া চাই। পরস্পরের সহিত আলোচনায় অক্ষম হইলে প্রতিভা থাকার প্রয়োজন। আর যদি বহুগ্রন্থ পাঠে ত্রুটি থাকে তবে বাক্‌কৌশলে তাহা সারিয়া চলিতে হয়। তদ্ভিন্ন সম্ভ্রম রক্ষার আর অন্য উপায় নাই।

পুরাবৃত্ত পাঠে বিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতা জন্মে। সাহিত্যে বচনচাতুর্য্য ও রচনানৈপুণ্য লাভ হয়। বিজ্ঞান শাস্ত্রপাঠে গাম্ভীর্য্য, নীতিশাস্ত্রে সুশীলতা ও ধীরতা জন্মে। তর্কশাস্ত্রে বিচারশক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। চঞ্চলচিত্তব্যক্তির গণিত শাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত। গণিতের প্রক্রিয়ায় একটি মাত্র সামান্য ভ্রান্তি জন্মিলে আর প্রতিজ্ঞা উপপাদনের

সম্ভাবনা থাকে না, সুতরাং পুনরায় প্রথম হইতে আরম্ভ করিতে হয়। এইরূপে পুনঃ পুনঃ ভ্রম ঘটিলে চিত্তচাঞ্চল্য দূর হইয়া একাগ্রতা সংসাধিত হয়। স্থূল বুদ্ধি ব্যক্তির ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নের প্রয়োজন। আন্বিক্ষিকী বিদ্যা অধ্যয়ন করিতে হইলে সূক্ষ্মানুসন্ধান নিবন্ধন বুদ্ধির স্থূলতা ও জড়তা পরিহার হয়। ব্যবহার শাস্ত্র অধ্যয়নেরও নিতান্ত আবশ্যক। নানাব্যাপারে তাহার বিশেষ উপযোগিতা আছে। তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক বহু ব্যাপার প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। এইরূপ সকল শাস্ত্র পাঠেই বিশেষ ফল হইবার সম্ভাবনা।

উপচিকীর্ষা বা দয়া।

কাহারও কোন দুঃখ দেখিলে তাহা দূর করিবার জন্য স্বভাবতঃই মন সচেষ্ট হয়। অন্তঃকরণের সেই চেষ্টাকেই দয়া বলে। যাহার হৃদয়ে দয়া মায়া নাই, সে কোন ক্রমেই মনুষ্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। নির্দ্দয় লোক পশুর সমান।

আমাদিগের বিবেচনার দোষে বা দেবগতিকে, অথবা অন্য কোন কারণে নানাবিধ অভাব ঘটিবার সম্ভাবনা। কেবল অন্যদীয় অনুগ্রহেই সেই সকল আপদ হইতে উদ্ধার পাইয়া থাকি। অদৃষ্টের বিপাকে সঞ্চিত অর্থ নষ্ট হইতে পারে, পীড়িত হইয়া থাকিলেও উপার্জ্জনের ব্যাঘাত হয়। সে সময়ে অন্যদীয় সহায়তা ব্যতিরেকে, সেই অবস্থা হইতে উদ্ধার পাইবার উপায়ান্তর নাই। "যাহার যে বিষয়ে অভাব ঘটে, সাধ্যানুসারে

তাহার উপকার ও আনুকুল্য করা সকলেরই কর্ত্তব্য। যাহাকে সাহায্য করা যায়, সে উপস্থিত দুর্দ্দশা হইতে অব্যাহতি পায়। আনুকুল্যকারীও মনে মনে বিমল আনন্দ লাভ করিয়া থাকে।

অনেকে ক্ষমতা সত্ত্বেও অন্যের সহায়তা করিতে চায় না। বিপন্ন ব্যক্তিকে বিপদ হইতে উদ্ধার করার ক্ষমতা যে পরম সৌভাগ্যের বিষয়, তাহাদিগের কর্ণকুহরে একথা কখনই প্রবিষ্ট হয় নাই। আপদ বিনির্মুক্তের কৃতজ্ঞতাসূচক অশ্রুবিন্দু যে কিরূপ প্রীতিকর পদার্থ, তাহা তাহারা স্বপ্নেও অনুভব করিতে পারেনা।

অনেকে পরের উপকার করিতে নিষেধ করে, এবং সাধ্য হইলে বাধা দিয়া থাকে। সংসারে এরূপ নরাধম যে কতশত আছে, তাহার সংখ্যা করা দুষ্কর। এই জঘন্য আচরণ অতিশয় অশ্রদ্ধেয়। আপনি কাহারও উপকার কি আনুকুল্য করিবে না, এবং অন্যকেও তাহা করিতে দিবে না। পৃথিবী যে কি জন্য এমন নরকপ্রেতদিগের ভার বহন করেন তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

ঘনবসতির অনেক দোষ। অন্যের গৃহ দাহকালে নিজের ঘর পুড়িয়া যায়। অপর বাটীর দুর্গন্ধে কষ্ট পাইতে হয়। প্রতিবেশীর বাটীর আবর্জ্জনা ও জঞ্জাল কিয়ৎ পরিমাণে আপন বাটীতে আসিয়া পড়ে। তদ্ভিন্ন স্থানের অল্পতায় সঙ্কীর্ণ গৃহে বাস করিতে হয়! অন্যের বাটীতে রৌদ্র ও বায়ু অবরোধ করিয়া থাকে। ইত্যাদি নানা প্রকার অ-সুবিধা সত্ত্বেও কেবল আনুকুল্যের লোভেই সকলে পরস্পর নিকটবর্ত্তী স্থানে ঘর বাঁধিয়া বাস করে। এরূপ বসতির

লাভ এই, অপরের সহায়তা ও আনুকূল্য জন্য কোন প্রকার অপ্রতুলের ক্লেশানুভব করিতে হয় না।

বলবান্ দুর্ব্বলের সহায়তা করিতেছে, ধনশালী কর্ত্তৃক দরিদ্রের আনুকূল্য হইতেছে। পণ্ডিতের সহায়তায় নিরক্ষর ব্যক্তি বিদ্বান, এবং সাধুর সাহায্যে অসৎলোক সৎস্বভাব হইয়া উঠিতেছে, দয়ালু মহানুভব ব্যক্তিগণ যে কতমতে বিপন্নের বিপদুদ্ধার ও দুঃখিতের দুঃখ মোচন করিয়া দয়াধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন, তাহার সংখ্যাই হয় না।

এইরূপ একের সহায়তায় অপরের সর্ব্ব প্রকার অভাব মোচনই দয়ার প্রকৃত কার্য্য। দয়া মানব মণ্ডলীর স্বভাব সিদ্ধ ধর্ম্ম না হইলে অভাবকালে কেহ কাহারও সাহায্য লাভে সমর্থ হইত না। সুতরাং মনুষ্যদিগকে চিরকাল নানাবিষয়ে নানা প্রকার অভাবগ্রস্ত হইয়া বহু কষ্টে জীবন ধারণ করিতে হইত।

দয়াবৃত্তির উদ্রেক হইলে স্বার্থ চিন্তা তিরোহিত হইয়া যায়। সেই জন্য দহ্যমান গৃহস্থিত, জলমগ্ন ও হিংস্রজন্তু বা দস্যুহস্তে পতিত ব্যক্তিকে উদ্ধার করিতে গিয়া কত সদয় স্বভাব মহানুভব লোক স্বয়ং বিপন্ন হইয়া পড়েন। কাহারও বিপদ দেখিলে দয়াশীল ব্যক্তির মন স্বভাবতই কারুণ্য রসে অভিষিক্ত হইয়া উঠে, তাহাতেই ভবিষ্যৎ চিন্তা মনোমধ্যে কোনরূপে স্থান প্রাপ্ত হইতে পারে না। কেবল বিপন্নের বিপদুদ্ধারই এক মাত্র লক্ষ্য স্থল হয়, সুতরাং তৎসাধন কালে নিজের বিপৎপাত ব্যগ্রতার অনুরোধে হৃদয়ঙ্গম না হওয়া বড় বিচিত্র নয়।

দয়ালু লোক দুঃখীর দুঃখ দূর না করিয়া স্থির থাকিতে পারেন না। যদি তিনি সেরূপ সঙ্গতিশালী না হন, তবে দ্বারে দ্বারে ভ্রমণপূর্ব্বক অন্যদীয় সহায়তা সংগ্রহ করিয়া দয়ার কার্য্য সম্পাদন করেন।

কেবল ধন দান দ্বারা দয়া প্রকাশ হয়, অন্য কোন রূপে হইতে পারে না এরূপ নয়, ফলতঃ দয়া করিবার নানা উপায় বিদ্যমান রহিয়াছে। ধনদানেও দয়া করা হয় বটে কিন্তু সেই দান পাত্রবিশেষে করাই কর্ত্তব্য। ফলতঃ সকল লোকই দানের পাত্র নয়। শ্রমাক্ষম ব্যক্তি আলস্য পরতন্ত্র হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে বা অন্যদীয় সহায়তার উপর নির্ভর করিয়া থাকে, তাহাকে যৎকিঞ্চিৎ বা উপযুক্ত আনুকুল্য করিয়া তাহার পরকাল খাওয়া বড় অন্যায় কর্ম্ম। সে যদি সহজে ভিক্ষা বা আনুকুল্য না পায়, তবে আর পরের গলগ্রহ হইয়া থাকে না। প্রত্যুত তাহাকে বাধ্য হইয়া পরিশ্রম-দ্বারা জীবিকার সংস্থান করিতে হয়। পরিশ্রমকাতর ব্যক্তিকে দান করিলে তাহা দয়ার কার্য্য না বলিয়া শত্রুতা বলাই যুক্তি সঙ্গত। কাহাকেও অলস হইয়া কাল যাপন করিতে উৎসাহ দেওয়া অপেক্ষা শ্রম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহার্থ শিক্ষা দিলে তাহার প্রতি যথার্থ রূপে দয়ার কার্য্য করা হয়।

যাহারা দান প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা মাদক সেবন প্রভৃতি অপ-কর্ম্ম করে, তাহাদিগকেও কিছু দিতে নাই, এরূপ স্থলে ধনদান করিলে তাহাকে কুকার্য্য করিতে উৎসাহ দেওয়া হয়।

অন্ধ, খঞ্জ প্রভৃতি বিকলাঙ্গ ব্যক্তি আর যাহারা কোন কর্ম্ম করিতে একান্ত অপারগ, এরূপ সামর্থ্যহীন বৃদ্ধ বা ব্যাধি

গ্রস্থ ব্যক্তিরাই প্রকৃত পক্ষে দানের পাত্র। যাহার বাস্তবিক অপ্রতুল ঘটিয়াছে, এমন নিরন্ন লোক দেখিয়া দান করাই কর্ত্তব্য। ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন, শীতার্ত্তকে বস্ত্র, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দান করাই বিধি, যে ব্যক্তি এই সকল বিষয়ে উদাসীন, সে গৃহস্থ বলিয়া পরিচয় দিবার নিতান্ত অযোগ্য।

যে ঋণ শোধ না করিয়া বা ঋণ গ্রস্ত হইয়া দানে প্রবৃত্ত হয়, সে একের অর্থ অপহরণ পূর্ব্বক অন্যসাৎ করে, বলিতে হইবে। অতএব এরূপ ব্যক্তিকে দয়ালু বা দাতা না বলিয়া দস্যু তস্কর শব্দে অভিহিত করাই উপযুক্ত।

অনেকে অনুচিত বা গর্হিত উপায়ে উপার্জিত অর্থ দান করিয়া কৃতার্থম্মন্য হয়। তাহাদিগের বিবেচনা এই যে, যে কোন উপায়েই অর্থ উপার্জিত হউক না কেন, তাহার কিয়দংশ দান করিলেই সকল পাপ দূর হইয়া যায়। বলা বাহুল্য যে এরূপ বদান্যতায় তাহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না।

ক্রোধ, সহিষ্ণুতা ও ক্ষমা।

বুদ্ধির দোষে বা স্বেচ্ছাক্রমে অনেক গর্হিত কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে পারে। এরূপ ঘটনাও অসম্ভব নয়, যে কোন সদভিপ্রায় মূলক ব্যাপার সাধন করিতে গিয়া অন্যের বিরাগ ভাজন হইতে হয়। দৈব প্রতিকূলতা বশতঃ বা হঠাৎ কোন অপ্রীতিকর বিষয় সংঘটিত হওয়ারও বিচিত্রতা নাই। ফলতঃ ভ্রম প্রমাদ সম্পন্ন মনুষ্যের পদে পদে দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা। যত দূর ইচ্ছা সাবধান হইয়া চলিলেও সময় বিশেষে বা বিষয় বিশেষে অন্যের ক্রোধের পাত্র হইতে হয়।

লোকে যেমন অপ্রীতিকর বা অন্যায় ও অসৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান দেখিলে বা শুনিলে স্বভাবতই রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে, সেই রূপ ন্যায়ানুমোদিত ও সাধুজন সম্মত কর্ম্ম করিতে দেখিয়া প্রীত ও প্রফুল্ল হয়।

ক্রোধ মনুষ্যের প্রকৃতিসিদ্ধ ধর্ম্ম, ক্রোধের বিলক্ষণ উপযোগিতাও আছে। ক্রোধ অন্যায় ও অত্যাচার নিবারণের অমোঘ অস্ত্র স্বরূপ। ক্রোধ হইলে নয়নদ্বয় উত্তান ও লোহিত বর্ণ, ভ্রুযুগল সংকুচিত, অধরোষ্ঠ সন্দষ্ট, শিরা সকল স্ফীত, স্বর বিকৃত, ও সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে থাকে। ক্রুদ্ধের এই সমস্ত লক্ষণ দেখিলেই চিত্তবিকার স্পষ্টরূপে উপলব্ধি হয়। স্থল বিশেষে উপকারিতা আছে বলিয়া ক্রোধে উন্মত্ত ও অন্ধ হওয়া উচিত নয়।

ক্রোধের উদয় হইলে চিত্তের স্থৈর্য্য ও হিতাহিত জ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায়। সুতরাং ক্রোধের সময় নানাবিধ অন্যায় ও অবিবেচনার কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ক্রোধের বশীভূত হইয়া চির শত্রুতা করা অতীব অকর্ত্তব্য।

সরল ব্যক্তির যেমন হঠাৎ ক্রোধের উদয় হয়, সেই রূপ তাহা ক্ষণকাল মাত্র থাকে। কুটিলমনার ক্রোধ হইলে তাহা বাহ্য লক্ষণদ্বারা বড় একটা প্রকাশ পায় না বটে. কিন্তু তাহারা সেই ক্রোধ মনোমধ্যে চিরকাল পুষিয়া রাখে। সময় উপস্থিত হইলেই তদ্দ্বারা বৈরসাধন করে। ক্রোধের বশীভূত হইলে অনেক প্রকার অপকারের সম্ভাবনা। এজন্য তাহা সর্ব্ব প্রযত্নে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ কল্প।

যাহার যেরূপ প্রকৃতি, ক্রোধ উপস্থিত হইলে সে তদনুরূপ

আচরণ করিয়া থাকে, কেহ তর্জ্জনগর্জনপূর্ব্বক কটু কাটব্য প্রয়োগ করে, আর কেহ বা প্রহার পর্য্যন্ত করিতেও ত্রুটি করে না। আবার কোন কোন নরাধম ক্রোধে অন্ধ, অধীর ও উন্মত্ত হইয়া আত্মহত্যা, নরহত্যা প্রভৃতি মহাপাপে প্রবৃত্ত হয়। মূর্খ ও ইতর লোকেরাই ক্রোধে এইরূপ কাণ্ডজ্ঞান-শূন্য হইয়া বিগর্হিত আচরণ করিয়া থাকে। ভদ্রলোক উষ্ণ-প্রকৃতি হইলে তাঁহারা মিষ্ট ভর্ৎসনা বা সামান্য রূপ তিরস্কার করিয়া উপস্থিত ক্রোধ চরিতার্থ করেন।

ক্রোধ প্রকাশের যেসকল উপায় নির্দ্দেশিত হইল, তাহাতে কোন বিশেষ ফল লাভ হয় না, প্রত্যুত আরও বহুবিধ অনিষ্ট ঘটনার সম্ভব; যাহাতে অপরাধীর দোষ সংশোধন হয়, অ-বিরক্ত চিত্তে সেইরূপ উপদেশ দানই ক্রোধ প্রকাশের যথার্থ ও ভদ্র রীতি।

সংসারে নিরন্তরই নানা প্রকার অপ্রিয় ঘটনা হইয়া থাকে। আমাদিগকে সেই প্রত্যেক বিষয়ের জন্য যদি রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হইতে হয়, তবে স্থির হইয়া আশ্রমে থাকা কঠিন হইয়া উঠে। এজন্য ক্রোধের উদ্রেক হইলে সহিষ্ণুতা অবলম্বন ও ক্ষমা প্রদর্শন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সহিষ্ণুতা অভ্যাস করিলে বিভিন্ন প্রকৃতি পরিবারবর্গ ও প্রতিবেশ বাসী দিগের অপ্রিয়ানুষ্ঠান নিবন্ধন বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইতে হয় না।

মনুষ্যের যত প্রকার মানসিক গুণ আছে, তন্মধ্যে সহিষ্ণুতা ও ক্ষমা সর্ব্ব প্রধান। সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল ব্যক্তি সংসারের ভূষণস্বরূপ। তাঁহারা যেমন দশ প্রকারের প্রকৃতি বিশিষ্ট

দশ জনের সহিত একত্র হইয়া সুখ স্বচ্ছন্দে কালযাপন করেন, অন্যেও তাঁহাদিগের দৃষ্টান্ত অনুসরণ পূর্ব্বক সেই রূপে বাস করিতে পারে। সহ্যশক্তি ও ক্ষমা গুণে শত্রুকেও মিত্রবৎ বশীভূত করিয়া রাখা যায়।

সকল লোকেরই নানা প্রকারে অপরাধী হইবার সম্ভাবনা আছে। এজন্য সকলেরই সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল হওয়া উচিত; সকলেই অনুকরণ প্রিয়। এক জনকে সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল দেখিলে অন্যেও সেইরূপ হইবার জন্য চেষ্টা পাইতে পারে। প্রত্যেক ব্যক্তি ক্ষমাশীল ও সহ্যশক্তি সম্পন্ন হইলে এই দুঃখ ক্লেশ সঙ্কুল ও শত্রুতার উৎপত্তিস্থান ভূলোক, সুখসাচ্ছন্দ্যের নিকেতন দ্যুলোক তুল্য হইয়া উঠে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

সকল প্রকারের অপরাধেই যে সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল হইতে হইবে, এরূপ নয়। সহিষ্ণুতা ও ক্ষমার একটী সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা অতিক্রম করিলে বিস্তর অনিষ্টপাতের আশঙ্কা, যেসমস্ত অপরাধে সমাজের অনিষ্ট ও শান্তিভঙ্গ হয়, তাহা সহ্য বা ক্ষমার যোগ্য হইতে পারে না, সেরূপ অপরাধীর দণ্ড ও শাসন হওয়াই উপযুক্ত। যাহাতে তাহার দোষ সপ্রমাণ হয়, তাহাতে উদাসীন থাকা কাহারও উচিত নয়। তাহা হইলে সেইরূপ অত্যাচার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া লোকস্থিতি ও শান্তির ব্যাঘাত জন্মিবার সম্ভাবনা।

সন্তোষ।

বিষয় বিশেষে আত্ম প্রসাদকে সন্তোষ কহে। যদি আমাদিগের আহার, বিহার ও বাসস্থান বিষয়ে কষ্ট উপস্থিত হয়, অথচ যদি আমরা সেই সেই অবস্থায় সন্তুষ্ট হইয়া থাকি, তবে সংসারে মানব মণ্ডলীর যে সুখ সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার কিছুই হইতে পারিত না, তৎতৎস্থলে সন্তুষ্ট না থাকিয়া যাহাতে সেই কষ্ট নিবারণ হয়, তাহার চেষ্টা, যত্ন ও উদ্যোগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যে অবস্থায় অবস্থিত হইলে নানা ক্লেশ ও নানা বিপদ্ পাত হইতে পারে, তাহা হইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টা করা উচিত। তেমন স্থলে সন্তুষ্ট হইয়া সেই সকল কষ্ট ভোগ করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। ক্ষমতা ও সাধ্যানুসারে আপন অবস্থা উন্নত করা এবং শ্রম ও যত্ন করিয়াও যে সকল অনিষ্টপাতের প্রতিবিধান হয় না, তাহা অবিরক্ত ও অবিচলিত চিত্তে সহ্য করাই বিজ্ঞের লক্ষণ।

যে ব্যক্তি স্বীয় যত্ন ও ক্ষমতার বিষয়ীভূত ইষ্ট লাভেও সন্তুষ্ট হয় না, তাহাকে দুরাকাঙ্ক্ষ কহে, দুরাকাঙ্ক্ষ ব্যক্তি কিছুতেই পরিতুষ্ট হইতে পারে না। সে যত ধন, যত ঐশ্বর্য্য, যত সম্ভ্রম ও যত সম্মান লাভ করুক না কেন, তাহার লালসারূপ অগ্নিশিখা উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে। একটী আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইলে আর একটী সমুত্থিত হয়। সে সর্ব্ব প্রকারের সুখ সমৃদ্ধি লাভেও সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। এই জন্য দুরাকাঙ্ক্ষ ব্যক্তির এবং উচ্চ পদস্থ ও ধনশালী লোকের সর্ব্বদা উৎকণ্ঠা ও সর্ব্বদা অসুখ। আর

যে অল্পলাভে সন্তুষ্ট হয়, সে স্বচ্ছন্দচিত্তে ও নিরুদ্বেগে কাল যাপন করিতে পারে। সকল বিষয়ে সন্তুষ্ট হইয়া থাকা কর্ত্তব্য; অথচ দুরবস্থায় পতিত হইয়া সাধ্যানুসারে সেই দুঃখের দশা হইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টা না করিয়া ক্লেশ পাওয়াও অনুচিত। সন্তোষরূপ অমৃতময় সলিলে যিনি বাসনাস্বরূপ অগ্নিনির্ব্বাণ করিতে সমর্থ, তিনিই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, আর তিনিই পরম সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন।

উৎপন্ন বুদ্ধি।

সংসার আপদসঙ্কুল, এখানে প্রাণীমাত্রেরই নানাবিধ আপদ বিপদ আছে। ইচ্ছা করিয়া কেহই আপদগ্রস্ত হইতে যায় না। আমরা যতই সাবধান ও সতর্ক হইয়া থাকি না কেন, কখনই যে আমাদিগের কোন আপদ বিপদ হইতে পারিবে না, এরূপ নয়। সময়ে সময়ে নানাপ্রকার আপদ বিপদ হইবার সম্ভাবনা। আপদ পতিত হইলে ভীত ও অভিভূত হওয়া নির্ব্বোধের কর্ম্ম। প্রত্যুত ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টা করা নিতান্ত আবশ্যক।

যে বিবেচনা দ্বারা আমরা উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে পারি, তাহাকেই উৎপন্নবুদ্ধি বলে। উৎপন্ন মতিমান্ লোকেরা সকল প্রকার বিপদকেই তৃণতুল্য জ্ঞান করিয়া থাকেন। অধিকাংশ লোকেই আপদ উপস্থিত হইলে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে। তাহাতে উপস্থিত আপদের প্রতিকার করা দূরে থাকুক বরং আপতিত বিপদ

পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে। তেমনতেমন ঘটিলে তাহাতে প্রাণ বিনাশের সম্ভাবনা। এজন্য উৎপন্ন বুদ্ধিবলে যাহাতে উপস্থিত আপদ হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়, তাহার উপায় উদ্ভাবন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। কথায় বলে "পতিতঃ পর্ব্বতোলঘুঃ" যখন আপদ উপস্থিত হয়, তখন আর ভয় করিলে চলিবে কেন? সে সময় উপস্থিত আপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টা করাই বিধেয়।

যদি কাহারও পরিহিত বস্ত্রে অগ্নি লাগে, অন্যের সহায়তা লাভের জন্য তাহার দৌড়িয়া যাওয়া উচিত নয়। কারণ সে সময় স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিলে বা দৌড়াদৌড়ি করিলে সেই বস্ত্র অতি শীঘ্র পুড়িয়া যায়, তাহাতে সর্ব্ব শরীর দগ্ধ হইতে পারে। সেই অবস্থায় ভূতলে গড়াগড়ি দিতে বা একখানা কম্বল, সতরঞ্চি ও গালিচা প্রভৃতি স্থূল আবরণ দ্বারা দেহ আবৃত করিতে পারিলে সেই বস্ত্রের অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া যায়।

যদি কেহ দহ্যমান গৃহ হইতে পলায়ন কালে দেখিতে পায়, যে সমস্ত গৃহ ধূমপূর্ণ হইয়াছে, তবে সোজা ভাবে যাইতে নাই। তাহাতে প্রাণ বিনাশের সম্ভাবনা। তৎকালে হামাগুড়ি দিয়া যাওয়াই উচিত। যেহেতু সে সময়ে গৃহতলে নির্ম্মল বায়ুর সঞ্চার থাকে।

কেহ হঠাৎ জলমগ্ন হইলে সে যদি সন্তরণে অনভ্যস্ত হয়, তবে ব্যস্ত সমস্ত ভাবে হস্তপদ প্রক্ষেপ করিতে নাই। সেরূপ করিলে শীঘ্র ডুবিয়া মরিবার সম্ভাবনা। সে সময়ে স্থিরভাবে থাকিয়া শ্বাসযন্ত্র বায়ুপূর্ণ করিয়া মুখখানি জলের উপর

ভাসাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে হয়। জীবশরীর জল অপেক্ষা লঘু, সুতরাং তাহা নিশ্চয় জলের উপর ভাসমান থাকিবে, কখনই মগ্ন হইতে পারিবে না।

শকটারোহণে গমন কালে যদি অশ্ব ভীত হইয়া দ্রুত-বেগে পলাইতে আরম্ভ করে, তবে সেই গাড়ি হইতে নামিবার চেষ্টা করিতে নাই। সে সময় স্থিরভাবে বসিয়া উদ্ধারের উপায় উদ্ভাবন করা কর্ত্তব্য। ইহা অসম্ভব নয়, যে অশ্ব আপনা আপনি স্থির হইতে পারে। যদি তাহা হয়, তবে আর কোন আপদ হইবে না। আর যদি সেই দ্রুতগামী শকট হইতে অবরোহণ করাই তৎকালে যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ হয়, তবে সেই শকটের পশ্চাৎভাগ হইতে আস্তে আস্তে নামা কর্ত্তব্য। ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে গমনশীল শকটারোহীর একটী স্বাভাবিক পুরোবেগ সমুদ্ভূত হয়, তাহা ইচ্ছা করিলেও নিবারণ করা যায় না। সেই জন্য শকট যে দিগে প্রধাবিত হয়, তাহার বিপরীত দিগেই নামা উচিত। কারণ, তাহা না হইলে পুরোবেগের বলে ভূতলে আছাড় খাইয়া পড়িতে হয়।

মহানুভাবতা।

সর্ব্বত্রই এরূপ ক্ষুদ্র মনা ব্যক্তি আছে, যে তাহারা সর্ব্বদা সামান্য সামান্য বিষয়ের দোষানুসন্ধান করিয়া বেড়ায়। যদি কেহ কাহারও অপকারের অভিপ্রায় ব্যতীত হঠাৎ সামান্য অপরাধ করে, তবে তাহারা তজ্জন্য মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইয়া

উঠে। এরূপ লোকেরা সমধর্ম্মী ও সমান ব্যবসায়ী ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষা করিয়া থাকে। তাহারা অন্যকে কোন বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে দেখিলে হিংসানলে দগ্ধ হয়। সেই সমস্ত পরশ্রীকাতর ক্ষুদ্রচেতা ব্যক্তিরা কাহাকর্ত্তৃক সামান্য রূপ অপকৃত হইলেও তাহা চিরকাল স্মরণ করিয়া রাখে, এবং সুযোগ পাইলে শতগুণে প্রত্যপকার করিয়া বৈরশোধন করে।

প্রশস্তহৃদয় ও উদারচরিত ব্যক্তিদিগের স্বভাব সেরূপ নয়। তাঁহারা যৎসামান্য কারণে বা সহজে অবমাননা জ্ঞান করিয়া কখনই কুপিত হন না। তাঁহাদিগের ক্রোধ হইলেও তাহা অল্পক্ষণ স্থায়ী হয়। এরূপ লোকেরা স্বয়ং কোন বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইলে তাহাতে অন্যের যত্নসাফল্য দেখিয়া পরম সন্তোষ প্রকাশ করেন, তাঁহারা প্রতিবেশবাসীর সমকক্ষ হইতে যত্ন ও চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু তাহাদিগের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া হিংসাপরতন্ত্র হন না। কেহ কোন বিশেষ অপকার করিলেও সহজে মার্জ্জনা করিয়া থাকেন। স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত চাতুরী বা প্রতারণা করিতে তাঁহাদিগের কোন ক্রমেই প্রবৃত্তি হয় না। তাঁহারা সামান্য ব্যক্তিকেও সুশীল, সচ্চরিত্র ও ধর্ম্মপরায়ণ জানিলে তাহার যথেষ্ট সমাদর করিয়া থাকেন, এবং অন্যের অনিষ্ট ঘটনা দেখিলে অতিশয় দুঃখিত হন। এরূপ উদার-চরিত মনুষ্যেরা সকলেরই হিতৈষী। তাঁহারা অপর ব্যক্তির দুর্নাম করিতে বা শুনিতে নিতান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই রূপ সৎস্বভাবসম্পন্ন লোকদিগকেই মহানুভব বলে। সকলেই একবাক্যে মহানুভবের প্রশংসা করে। মহানু-

ভব বলিয়া খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিতে হইলে, নীচাশয়তা ও সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ করিতে অভ্যাস করা কর্ত্তব্য।

স্বদেশানুরাগ।

ঘটনাক্রমে ভিন্নদেশে ভূমিষ্ঠ হইলেও পিতা পিতৃব্য প্রভৃতি সম্পর্কীয় লোক যে দেশের অধিবাসী, সেই দেশেই তাহার জন্ম ভূমি বলিয়া বিবেচিত হয়। জন্ম ভূমিকে স্বদেশ বলে। যাহারা ভারতবর্ষীয়, ঘটনা সূত্রে জনক জননীর বাস হেতু বিদেশে যদি তাহাদিগের জন্ম হয়, তবে সেই বিদেশজাত ব্যক্তিকে ভারতবর্ষীয় বলিয়াই পরিচয় দিতে হইবে।

স্বদেশের প্রতি অনুরাগ মনুষ্য মাত্রেরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম। প্রত্যেক ব্যক্তিরই স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করা, বিলক্ষণ প্রশংসার কার্য্য। ভিন্ন দেশীয়েরা অপর জাতির জন্মভূমিকে যতই সামান্য ও তত্রত্য অধিবাসীদিগকে যতই বর্ব্বর জ্ঞান করুক না কেন, কিন্তু সকলেই স্বদেশকে স্বর্গ-তুল্য আর তত্রত্য অধিবাসীদিগকে সুসভ্য বোধ করিয়া থাকে।

যিনি ভিন্নদেশীয় শত্রুর আক্রমণ হইতে স্বদেশ ও স্বজাতির উদ্ধার সাধন করিতে অগ্রসর হন, তিনি মাতৃভূমির প্রিয়পুত্র ও বীরশ্রেষ্ঠ বলিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি লাভ করেন। স্বদেশের ও স্বজাতির উন্নতি সাধনার্থ সকলেই যত্ন করিয়া থাকে। যাঁহারা স্বদেশের রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার, সংশোধন করিতে পরিসমর্থ, তাঁহারাই প্রতিভাশালী লোক বলিয়া খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়া থাকেন। যে দেশীয় লোকেরা জন্ম

ভূমির উন্নতি সাধনার্থ যত্ন ও চেষ্টা করে, ও সর্ব্বদা নানা প্রকারের নানা বিষয়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারে, তাহারা ভূমণ্ডলে প্রধান জাতি বলিয়া পরিগণিত হয়। অনেক জনপদবাসীরা কুলক্রমাগত কুসংস্কারে অন্ধ হইয়া স্বদেশীয় আচার ব্যবহারের রেখামাত্র অতিক্রম করিতে চায়না, এরূপ জাতির অবনতি ও অধোগতি হইয়া থাকে।

স্বদেশের প্রতি অন্যায় অনুরাগ প্রদর্শনপূর্ব্বক কুৎসিত ও নিন্দিত আচার সকলের বহুমান করিয়া সে গুলিকে স্থিরতর রাখিলে অনেক অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা। সকল দেশীয় লোকেরই অনেক বিষয়ে অনেক ত্রুটি আছে। বিশেষতঃ সমস্ত জাতিরই এত প্রকারের কুপ্রথা পরিলক্ষিত হয়, যে তাহা সংশোধন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু কোন কোন দেশীয় লোকেরা স্বদেশের প্রতি অত্যাদর নিবন্ধন সে সমস্ত ন্যূনতা পরিহার ও দোষ সংশোধন করিতে চায় না।

বিপক্ষের আক্রমণ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত। কিন্তু অন্যায় রূপে ভিন্ন দেশ আক্রমণ করা কদাচই কর্ত্তব্য নয়। যুদ্ধ মহামঙ্গলের নিদান হইলেও অকারণে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইতে নাই। নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতিরেকে শান্তির অবমাননা করিয়া সমরানল প্রজ্বলিত করিলে কোনক্রমেই মঙ্গল হইতে পারে না। স্বদেশের হিতার্থ অন্যান্য জনপদের অকুশল সাধন করা অতিশয় গর্হিত কর্ম্ম।

ব্যক্তির সমষ্টিকেই জাতি কহে। আবার জাতির ব্যষ্টিই ব্যক্তি। এক জনের যে যে নিয়ম প্রতিপালন করিয়া চলিতে হয়, জাতিসাধারণেরও সেই সেই নিয়ম অনুসারে চলা

উচিত। প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে যেমন আত্মোন্নতি ও প্রতিবেশীর শ্রীবৃদ্ধি কল্পে যত্ন করা বিধেয়, সেইরূপ জাতি সাধারণেরও সেই নিয়মানুসারে চলা উপযুক্ত। যে জাতি অচ্ছেদ্য একতাসূত্রে সম্বদ্ধ হইয়া থাকে, কেহই তাহাদিগের অনিষ্ট চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন না।

সমীক্ষ্যকারিতা।

সংসারের ইতস্ততঃ নানা ঘটনা ঘটিতেছে, সেই সমস্ত স্থিরচিত্তে পর্য্যবেক্ষণ করাই মনুষ্য সমাজের উন্নতির একটী প্রধান উপায়। লোকের যত বিষয় শিক্ষার প্রয়োজন, শিক্ষকের নিকট বা পুস্তক বিশেষ পাঠ করিয়া তাহা সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রতিবেশবাসীদিগের কার্য্য-কলাপ ও সাংসারিক রীতিবর্ত্ম এবং প্রত্যেক স্থানের বিশেষ ঘটনা, এই সমস্ত যখন যেরূপে আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখন তাহা মনোযোগ সহকারে পরিদর্শন পূর্ব্বক তত্তৎ বিষয় হৃদয়ের সহিত চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক। তাহাতে যে জ্ঞানোদয় হয় তাহাকেই সমীক্ষ্যকারিতা কহে।

মনুষ্যেরা ঘটনা বিশেষে বা অবস্থা বিশেষে পতিত হইলে তাহাদিগের মনের গতি কিরূপ হয়, আর তাহারা তৎকালে কিরূপ আচরণ করে, সেই সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কতকগুলি লোকের এরূপ অভিজ্ঞতা জন্মে, যে কোন উপদেশ বা পরামর্শ দিলে তাহা শুনিয়া সাধারণের বা ব্যক্তি বিশেষের মনে কিরূপ ভাবের উদয় হইবে, তাহা তাঁহারা পূর্ব্বেই বুঝিয়া স্থির করিতে পারেন। এইরূপ বিবেচনাশক্তিকে সাধারণ কথায় অনুমান-

সিদ্ধ সংস্কার বলে। সকল প্রকারের ব্যবহার কালেই এই সংস্কারের উপযোগিতা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এই গুণ ব্যতীত লোকসমাজে কেহই সম্যক্ রূপে শিষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

যখন আমরা কোন কষ্টকর বা ভয়ানক অবস্থায় নিপতিত হই, তখন সমীক্ষ্যকারিতা দ্বারাই বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে। এতৎ সম্বন্ধে এই প্রকার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতে পারে, যে যাহারা মেঘ ও বায়ুর প্রকার ভেদ বিশেষ রূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতে অভ্যাস করিয়াছে, তাহারা কতকগুলি কারণ দেখিয়া ঝড় বৃষ্টি ও করকা পাতের বিষয় অগ্রেই অনুমানসিদ্ধসংস্কার দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারে। এইরূপ কোন বিরক্তিকর কঠিন ব্যাপার উপস্থিত হইলে যদি আমরা তাহার অবস্থাগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে আলোচনা করিয়া দেখি, তবে নিরাপদে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার পথ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হই।

কতক গুলি লোক এরূপ আছে, যাহারা কোন ভয়ঙ্কর অবস্থায় নিপতিত হইলে অন্যের অপেক্ষায় কেবল যে শুদ্ধ ধৈর্য্যশালিতা এবং উৎপন্নমতিমত্তা প্রদর্শন করিতে পারে এরূপ নয়। তাহারা সেই আপতিত আপদ হইতে অবলীলা-ক্রমে উদ্ধার পাইবার উপায় উদ্ভাবন করিয়া লইতেও সমর্থ হয়। সেই সমস্ত ব্যক্তি যত উপায় আবিষ্কার করে, তন্মধ্যে যে সাধনটী সবিশেষ ফলোপধায়ক হইবে, তাহা তৎক্ষণাৎ ভাবিয়া স্থির করিতে পারে। কার্য্যকালে তাহার একটী উপায় ব্যর্থ হইয়া গেলে, যেটী অমোঘসাধন, সেইটীই নির্ব্বাচন করিয়া লয়। সংক্ষেপে এরূপ বলা যাইতে পারে, যে সেই সকল সমীক্ষ্যকারী-

লোকের হৃদয়ে উপায় সমষ্টি উদ্ভাবনের অক্ষয় প্রস্রবণ বিদ্যমান আছে। এইগুণটী কোন কোন লোকের স্বভাবতঃ প্রবল থাকে বটে, কিন্তু চেষ্টা করিলে সকলেই এই ক্ষমতা পরিবর্দ্ধন করিয়া লইতে সমর্থ হয়, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।

অসূয়া ও মাৎসর্য্য।

নিগুর্ণ লোকেরা অন্য ব্যক্তিকে বিশেষ গুণ সম্পন্ন দেখিলে অসূয়া করে। আপনার মঙ্গল ও পরের অনিষ্ট দেখিতে সকল ব্যক্তিরই অভিরুচি জন্মে। যাহাদিগের নিজের উন্নতির সম্ভাবনা নাই, তাহারাই পরের ভাল দেখিতে পারে না। সেরূপ ব্যক্তিরা অন্যের অনিষ্ট সাধনার্থ অসূয়া করিয়া থাকে। যাহাদিগের এক কালে আত্মানুসন্ধান নাই, এবং পরের সমস্ত বিষয় লইয়া অহোরাত্রি আলোচনা করিয়া বেড়ায়, তাহারাই অসূয়াশীল ব্যক্তি। যাহাদিগের পুরুষানুক্রমে কুলমর্য্যাদা আছে, তাহারা যদি একজন সামান্য ব্যক্তিকে সম্মানভাজন হইতে দেখে, তবে অসূয়ান্বিত হয়। তাহার কারণ এই যে তাহারা তাদৃশ লোকের অভ্যুদয় দেখিলে, আপনার অবনতি মনে করে।

বৃদ্ধ, বিকলদেহ, অনভিজাত, নিন্দাগ্রস্ত এবং ক্লীবেরাই সচরাচর অসূয়া পরতন্ত্র হয়। কেন না যাহারা স্বাভাবিক দোষ-দুষ্ট, তাহাদিগের আত্মোন্নতি আকাশকুসুমবৎ নিতান্ত অসম্ভব ও অলীক পদার্থ মধ্যে পরিগণিত, সুতরাং তাহারাই পরের অনিষ্ট করিয়া আত্ম মর্য্যাদা বাড়াইবার চেষ্টা পায়।

আর সেই কার্য্যে অভিনিবেশপূর্ব্বক মনকে কতক পরিমাণে সুস্থির করিয়া রাখে।

যাহারা কলে কৌশলে বা কষ্টে সৃষ্টে আপনার অবস্থার উন্নতি করিয়াছে, তাহারাও অসূয়ান্বিত হয়। কেহ অক্লেশে ধনার্জন করিলে সে রূপ লোকেরা তাহা দেখিয়া সহ্য করিতে পারে না, তাহারা অপর ব্যক্তিকে আপনার অনুভূতপূর্ব্ব ক্লেশ পাইতে দেখিলে বিলক্ষণ সন্তোষ লাভ করে।

যাহারা চপল স্বভাব নিবন্ধন এককালে নানা বিষয় শিখিতে চেষ্টা পায়, তাহারাও অসূয়াপরবশ হয়। কেন না যুগপৎ নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে কোন বিষয়েই সম্যক ব্যুৎপত্তিলাভ ঘটিয়া উঠে না। সুতরাং সমস্ত বিষয়েই অন্যাপেক্ষা অনেকাংশে ন্যূনতা থাকিয়া যায়। আপনার অপেক্ষা অপরকে বিশেষ কৃতী ও গুণবান্ দেখিলে অসূয়া প্রকাশ ব্যতীত তাহাদিগের আত্মাদর চরিতার্থ করিবার আর কি উপায় আছে?

সচরাচর দেখা যায়, যে, সতীর্থ, দায়াদ, ও সহযোগীর উন্নতি দেখিলে অসূয়া জন্মে। কেননা তাহাতে সর্ব্বত্র নিজের ন্যূনতা প্রকাশিত হয়। দশের মুখে যশের অল্পতা প্রখ্যাপিত হইলে স্বতই অসূয়া বৃদ্ধি পাইবার কথা। জ্ঞাতি-বিরোধেরও নিদান এই।

অসূয়া ও মাৎসর্য্যের সাধারণ বিবরণ কথিত হইল। এক্ষণে তাহার ন্যূনাধিক্য প্রদর্শিত হইতেছে।

উপযুক্ত ব্যক্তির উন্নতি দেখিয়া লোকে তত অসূয়া করে না। তাহাতে সাধারণে গজদন্ত সুবর্ণে মণ্ডিত বলিয়া মাৎসর্য্য

প্রকাশে উপেক্ষা করিয়া থাকে। পরস্পর সমতুল্য ব্যক্তি না হইলেও অসূয়া চলে না। রাজার উন্নতি দেখিলে প্রজারা অসূয়া করিবে কেন? বরং তদ্দৃষ্টে অন্য ভূপালের মাৎসর্য্য জন্মিবার সম্ভাবনা। আবার অযোগ্য ব্যক্তির অভ্যুদয়ে লোকে প্রথম প্রথম অসূয়া চক্ষে ঈক্ষণ করে। পরে, তাহাকে ভাগ্যবান্ পুরুষ বলিয়া ক্রমে ক্রমে অসূয়া করিতে নিরস্ত হয়। যদি কোন প্রাচীন গুণবান্ ব্যক্তি সহসা উন্নত হইয়া উঠেন, তবে তিনিও সাধারণের অসূয়া-দৃষ্টি হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন না। লোকে একজন সামান্য ব্যক্তির গুণবত্তায় অধিক পক্ষপাত প্রদর্শন পূর্ব্বক সেই গুণশালী বৃদ্ধকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে।

অল্পে অল্পে উন্নতি অপেক্ষা হঠাৎ অভ্যুদয় হইলে অধিকতর অসূয়াস্পদ হইবার কথা। যেহেতু সেরূপে বৃদ্ধি দেখিলে লোকের মনে অতিশয় বেদনা বোধ হয়। কিন্তু ক্রমোন্নতি দেখিতে দেখিতে সহ্য হইয়া আইসে। তাহা দেখিয়া কেহ বড় একটা ক্লেশানুভব করেনা। আবার যাহারা নানা প্রকার কষ্ট পাইয়া উন্নতি লাভ করে, তাহারাও সাধারণের অসূয়া দৃষ্টি হইতে নিষ্কৃতি পায়। বরং সেরূপ লোকের প্রতি প্রতিবেশীগণ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া থাকে। অনুকম্পা প্রকাশ অসূয়া রোগের অমোঘ ঔষধ স্বরূপ, বুদ্ধিমান্ লোকেরা উচ্চপদস্থ হইলে সাধারণের সম্মুখে নিজ কার্য্যের পরিশ্রম ও ক্লেশ প্রকাশ করিয়া লোকের অসূয়া দৃষ্টি হইতে অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন।

উন্নতির সময় গর্ব্বিতভাবে কাহারও প্রতি প্রভুত্ব প্রদর্শন

করিতে নাই। আত্মগৌরব বা আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করিলে সাধারণের অসূয়া ভাজন হইতে হয়। এজন্য বিজ্ঞ ব্যক্তিরা সকলের সমক্ষে সামান্য বিষয়ে পরাজয় স্বীকার করিয়া তাহাদিগের গৌরব বৃদ্ধি করেন। তাহাতে লোকে সন্তুষ্ট হইয়া অসূয়া প্রদর্শনে ক্ষান্ত হয়। আবার আত্মগৌরব প্রকাশ না করিলেও দোষ, তাহাতেও লোকে অযোগ্য ও মৃদু মনে করিয়া থাকে।

যে ব্যক্তি সাধারণের অসূয়া ভাজন হয়, তাহার আর নিস্তার নাই। সে ব্যক্তির অনুষ্ঠিত সমস্ত সৎকার্য্যই অসূয়া-পরবশ লোকে স্বার্থসম্বন্ধদূষিত ও দুরভিসন্ধিমূলক বলিয়া প্রচার করিয়া বেড়ায়। অসূয়া পরবশ হইলে নিজের কোন স্বার্থসম্পর্ক না থাকিলেও অনর্থক ও অন্যায়রূপে অনিষ্ট করিতে প্রবৃত্তি জন্মে, এই প্রবৃত্তিকে খলতা বলে। খলেরা অন্য কোন মহৎ অনিষ্ট করিতে না পারিলেও দুর্নাম ও অখ্যাতি প্রচারে ক্রটি করে না। সকল মনোবৃত্তিরই বিশ্রাম আছে। কিন্তু অসূয়া বৃত্তি নিবৃত্তি থাকিবার নয়। তাহা সর্ব্বদা জাগরূক থাকিয়া অন্তঃকরণ মলিন ও পরানিষ্ট সাধনব্যাপারে সঙ্কুক্ষিত করিয়া রাখে।

অসূয়া বৃত্তির বিলক্ষণ উপযোগিতাও পরিদৃষ্ট হয়। যখন কোন প্রবলপ্রতাপ দুর্দ্ধর্ষ ব্যক্তি অন্যায় রূপে লোকপীড়ন আরম্ভ করে, তখন অসূয়া পরবশ লোকদিগের আন্তরিক চেষ্টা ও অকৃত্রিম যত্নেই তাহার পতন সাধন হইয়া থাকে। তাহাতেই সংসারের অনেক অমঙ্গল তিরোহিত হয়।

সন্দেহ।

কোন বিষয়ে নিশ্চিত জ্ঞানের অভাবকে সন্দেহ কহে। অনেকেরই অনেক বিষয়ে সংশয় থাকে। আবার এমন লোকও দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহারা সকল বিষয়েই সন্দিহান, তাহাদিগের সন্দেহ কিছুতেই নিরাকৃত হয় না। তাহারা কাহারও কথায় বা কার্য্যে প্রত্যয় করে না। সামান্য সামান্য বিষয়ে ছল ধরিয়া লোকের দুরভিসন্ধি কল্পনা করিয়া থাকে। এরূপ স্বভাব পরিবর্ত্তন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। সন্দিগ্ধচিত্ত লোকের অন্তঃকরণ মলিন বলিয়া সর্ব্বদাই তাহাদিগের আত্মকলহ ও আত্মবিচ্ছেদ ঘটে। তাহারা কোন কার্য্যই সুশৃঙ্খল রূপে নিষ্পন্ন করিতে পারেনা। ভূপাল সন্দিগ্ধ-মনা হইলে প্রজা পীড়ন করেন। অমাত্য সন্দিগ্ধচেতা হইলে অব্যবস্থিতচিত্ত হইয়া থাকেন।

অশিক্ষিত ও অজ্ঞান লোকেরাই যে সন্দেহযুক্ত হইয়া থাকে, এরূপ নয়। বিদ্যা বুদ্ধি দ্বারা লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিরাও এই সন্দেহ রোগে আক্রান্ত হন। বিজ্ঞব্যক্তিদিগের কোন বিষয়ে বিচিকিৎসা জন্মিলে যাহাতে সেই সংশয়ের অপনোদন হইতে পারে, তাঁহারা তদনুরূপ চেষ্টা করিতে ত্রুটি করেন না। কিন্তু মূর্খেরা জাতসন্দেহকে চিরকালের জন্য হৃদয়ে প্রোথিত করিয়া রাখে।

অজ্ঞানতাই সন্দেহের নিদান। কোন বিষয় বিশেষ রূপে বুঝিতে না পারিলেই মনে মনে নানা প্রকার বিকল্পের উদয় হয়। সংশয় জন্মিলে তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া

দেখা কর্ত্তব্য। সন্দেহ উপস্থিত হইলে তাহা মনোমধ্যে পুষিয়া না রাখিয়া লোকের সাক্ষাতে প্রকাশ করা উচিত। হৃদয়ে নিহিত করিয়া রাখিয়া সংশয়কে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে দেওয়া অবিধেয়। তাহাতে হৃদয় মলিন হইয়া উঠে।

যাহা ভাবিয়া সন্দেহ করা যায়, তাহা যথার্থ হওয়া আশ্চর্য্য নয়। সংসারের অধিকাংশ লোকই লোভী এবং স্বার্থপর, নিরবচ্ছিন্ন ধর্ম্মপরায়ণ লোক অতিশয় বিরল। এজন্য সমস্ত বিষয়ে সংশয় করিয়া চলিলে প্রায়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। মনোমধ্যে সন্দেহের উদয় হইলে তাহা ব্যক্ত না করিয়া সকল বিষয়ে আত্মসাবধান হইয়া চলা উচিত।

খল প্রকৃতি লোকেরা অকারণে সাধুর প্রতি সন্দেহ জন্মাইয়া দেয়। কোন সৎলোকের কার্য্যে বা ব্যবহারে সংশয়ের আবির্ভাব হইলে তাহার নিকট মনের কথা ভাঙ্গিয়া বলা কর্ত্তব্য। তাহাতে হয় সকল বিষয় শুনিয়া সন্দেহ দূর হইবে, নয়, যাহাতে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে, সে ব্যক্তি আর কখনই তেমন কাজ করিবে না। কিন্তু নীচ প্রকৃতি ব্যক্তির পক্ষে এরূপ নিয়ম কার্য্যকারী হয় না। তাহারা এক বার এক ব্যক্তির সন্দেহের পাত্র হইয়াছে, এরূপ বুঝিতে পারিলে চিরকালের জন্য সাধু ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

নীতি-শিক্ষা।

সাংসারিক কার্য্যাধ্যায়।

ব্যবসায়।

সংসারে বাস করিতে হইলে নানাবিধ দ্রব্য সামগ্রীর প্রয়োজন, একের পরিশ্রমে তাহার কিছুই প্রস্তুত হইতে পারে না, শ্রমজীবী লোকেরা বহুবিধ বস্তুজাত প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে, গৃহস্থদিগকে নির্দ্দিষ্ট মূল্যদিয়া প্রয়োজনানুসারে সেই সকল ক্রয় করিয়া লইতে হয়। কোন দ্রব্য ক্রয় করিতে হইলে অর্থের আবশ্যক। বিনা পরিশ্রমে অর্থ প্রাপ্তি অতিশয় কঠিন। এজন্য যে যাহা সুন্দররূপে বুঝিতে ও নির্ব্বাহ করিতে পারে, সে সেই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়। ব্যবসায় করিলেই ধনাগম হইয়া থাকে।

অভিলষিত ধনলাভ বা উপজীবিকার সংস্থান জন্য যে সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে ব্যবসায় বলে। লোক-সমাজে বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প, পশুপালন, চিকিৎসা, ভূম্যধিকার ব্যবহারাজীব, দালালী, ধর্ম্ম, বিনোদ, ভৃতিগ্রহণ, হিংসা, অপহরণ ও ভিক্ষা এই চতুর্দ্দশ প্রকারের ব্যবসায় প্রচলিত আছে।

১। এক বস্তু অন্য সামগ্রীর সহিত পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়াকে বাণিজ্য বলে। বাণিজ্য মহোপকারী ব্যবসায়,

যাহারা বাণিজ্য কার্য্যে লিপ্ত থাকে, তাহারা স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া প্রভূত ধনোপার্জ্জনে সমর্থ হয়। মানব মণ্ডলী দ্বারা যে সকল অভূতপূর্ব্ব, অদৃষ্টপূর্ব্ব, ও অশ্রুতপূর্ব্ব মহৎব্যাপার সংসাধিত হইতেছে, সেসমস্তই বাণিজ্যের প্রসাদাৎ। এক্ষণে আমরা যে সমস্ত সুখ সম্ভোগ করিতেছি, বাণিজ্য ব্যবসায় প্রচলিত না থাকিলে তাহার কিছুই হইত না। পৃথিবীর যাবতীয় কল্যাণকর কর্ম্মই বণিকদিগের ধনব্যয়ে নিষ্পন্ন হইতেছে।

২। ক্ষেত্র কর্ষণ, বীজবপন, ও শস্যোৎপাদনকে কৃষি বলে, কৃষিকার্য্যের বিস্তর ফল। আমাদিগের খাদ্য ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যের মধ্যে অনেক সামগ্রীই কৃষিকর্ম্ম সম্ভূত। কৃষি ব্যবসায় প্রচলিত না থাকিলে আমরা কখনই সুখ স্বচ্ছন্দে জীবনকাল যাপন করিতে সমর্থ হইতাম না।

৩। নৈসর্গিক কোন পদার্থকে সাধারণের ব্যবহার্য্য করণাশয়ে তাহার রূপান্তরতা সম্পাদনের নাম শিল্প। যে সকল দ্রব্য-সামগ্রী আমাদিগের প্রয়োজনে লাগে, সে সমস্তই এই পৃথিবীতে স্বভাবতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে বটে কিন্তু শিল্পকর্ম্ম ব্যতীত তাহা সাধারণের ব্যবহার্য্য হইতে পারে না। তদ্ভিন্ন শিল্পকর্ম্মদ্বারা অদ্ভুত যন্ত্রাদি বিনির্ম্মিত হওয়াতে মনুষ্যদিগের পরিশ্রমের হ্রাস ও সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইয়াছে।

৪। পোষিত জন্তুদ্বারা জীবিকা সংস্থানকে পশুপালন ব্যবসায় বলে। এই ব্যবসায়ের কল্যাণে আমরা উত্তমোত্তম শীতবারক বস্ত্রাদি প্রাপ্ত হইতেছি, এবং কোন্ কোন পশুদ্বারা

নানা প্রকার কার্য্য করাইয়া পরিশ্রমের হ্রাস ও ভোগ সুখের চরিতার্থতা সম্পাদন করিয়া থাকি।

৫। ঔষধ প্রভৃতি প্রয়োগ দ্বারা শারীরিক ব্যাধি বিনাশ-ক্রিয়াকে চিকিৎসা ব্যবসায় বলে। আমাদিগের সর্ব্বদা নানা রোগ জন্মে। এই ব্যবসায় না থাকিলে আমাদিগকে রোগের যাতনা ভোগ করিতে ও অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইত। চিকিৎসা দুই প্রকার, ঔষধ ও অস্ত্র; উদ্ভিদও খনিজ পদার্থ হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ঔষধ প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা পীড়া শান্তিকরাকে ঔষধ চিকিৎসা, আর অস্ত্রদ্বারা ক্ষত ব্রণাদির ত্বক ভেদ করিয়া দূষিত পূয এবং রক্তাদি নিঃসারণ করাকে অস্ত্র চিকিৎসা কহে।

৬। যাঁহারা ভূমির উপস্বত্ব দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, তাঁহাদিগকে ভূম্যধিকারব্যবসায়ী বলা যাইতে পারে। রাজাই প্রকৃত ভূস্বামী; প্রত্যেক প্রজার নিকট কর আদায় করা রাজার পক্ষে সুবিধা হয় না বলিয়া তিনি তাঁহার অধিকৃত বিস্তৃত দেশগুলি খণ্ডে খণ্ডে বিভাগ করিয়া কোন কোন ব্যক্তির উপর তাহার এক এক খণ্ডের কর আদায় করিবার ভার অর্পণ করেন, ইহাঁরাই সামান্যতঃ জমিদার বলিয়া উক্ত হন। জমিদারেরা সংগৃহীত কর হইতে রাজার প্রাপ্য রাজস্ব রাজভাণ্ডারে প্রেরণ করিয়া অবশিষ্ট অংশ আপনাদের লভ্য স্বরূপ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

৭। ক্রয় বিক্রয় বা বিষয় বিশেষের যোজনা করাকে দালালী কহে। ঘটক, দালাল, মোক্তার প্রভৃতিকে দালালী ব্যবসায়ী বলে।

৮। বিচারকের নিকট তর্ক বিতর্ক করিয়া, অথবা যুক্তি ও ব্যবস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক অর্থী বা প্রত্যর্থীর আবেদন সমর্থন করাকে ব্যবহারাজীবব্যবসায় বলে।

চিরকালই প্রবলেরা দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করিয়া থাকে, দুর্ব্বল ব্যক্তি রাজদ্বারে অভিযোগ করিয়া সেই অত্যাচারীর দৌরাত্ম্য হইতে নিষ্কৃতি পায়। রাজদ্বারে অভিযোগ করিতে হইলে ব্যবস্থা শাস্ত্রে সম্পূর্ণ অধিকার থাকা চাই। তাহা না হইলে কদাচই ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত হওয়া যায় না।

পৃথিবীর অধিকাংশলোকেই লিখন পঠনে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। সুতরাং ব্যবস্থাশাস্ত্র অধ্যয়ন করা সাধারণের পক্ষে নিতান্ত দুর্ঘট। কেহ অধ্যয়ন করিলেও সর্ব্বদা আলোচনা ব্যতীত মনে করিয়া রাখিতে পারে না। বিশেষতঃ ব্যবস্থা শাস্ত্র চিরকাল একপ্রকার থাকে না। মধ্যে মধ্যে পরিবর্জ্জিত, পরিবর্দ্ধিত ও নূতন সংকলিত হয়। ব্যবস্থাশাস্ত্র অধ্যয়নের এত প্রতিবন্ধক। সকল কার্য্য ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা ব্যবস্থা শাস্ত্র লইয়া থাকিতে পারিলে কথঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি লাভ করা যাইতে পারে। এত পরিশ্রম সহকারে ব্যবস্থাজ্ঞ হইয়া অভিযোগ করা কদাচই সম্ভবে না। তজ্জন্য কতকগুলি লোক ব্যবস্থা শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া ব্যবহারাজীবের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়। তাহারাই বিবদমান লোকদিগের প্রতিনিধি হইয়া অভিযোগ উপস্থিত করিয়া দেয়। যাহারা অর্থী বা প্রত্যর্থী, তাহাদিগকে কেবল প্রয়োজন মত ব্যয় করিতে, ও বিবাদের আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত ব্যবহারাজীবকে অবগত করিয়া রাখিতে হয়, এতদ্ভিন্ন অর্থী বা প্রত্যর্থীকে আর কোন বিষয়েই চিন্তা করিতে হয় না।

৯। গীত, বাদ্য, ইন্দ্রজাল, নাটকাদির অভিনয় এবং চিত্তবিনোদক অপরবিধ যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া ধন গ্রহণ করাকে বিনোদ ব্যবসায় বলে। গায়ক, বাদক, বাজীকর, নর্ত্তকী প্রভৃতি এই বিনোদ ব্যবসায়ী।

১০। কোন ব্যক্তির পারমার্থিক ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ধন গ্রহণ করাকে ধর্ম্ম্য ব্যবসায় কহে। গুরু, পুরোহিত ও ধর্ম্মশাস্ত্র বক্তা ধর্ম্ম্যব্যবসায়ী।

১১। দৈনিক, মাসিক বা বাৎসরিক নিয়মে বেতন বা পারিশ্রমিক লইয়া অন্যের যে কোন কর্ম্ম সম্পাদন করাকে ভৃতি গ্রহণ ব্যবসায় বলে। আমাদিগকে যদি স্বয়ং বা স্বহস্তে সকল কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইত, তবে সুশৃঙ্খলা পূর্ব্বক কোন কার্য্যই নির্ব্বাহ হইতে পারিত না। প্রত্যুত তাবৎ কার্য্যই অসম্পূর্ণ থাকিত।

রাজ্যশাসন, প্রজাপালন, শান্তিরক্ষা, ন্যায় রক্ষা, রাজ্যের শুভানুষ্ঠান, বিপক্ষ দমন, ইত্যাদি অনেক বিষয়ে রাজাকে ব্যাপৃত থাকিতে হয়। এইরূপ, বণিকদিগকে পণ্য সংগ্রহ, নানা স্থানে পণ্যপ্রেরণ, ক্রয় বিক্রয় ইত্যাদি অনেক কার্য্য করিতে হয়। যদি রাজা বা বণিককে সকল কার্য্য স্বয়ং সম্পাদন করিতে হইত, তবে কখনই চলিত না। এই জন্য সেই সকল কার্য্য-নির্ব্বাহার্থ বেতন দিয়া লোক নিযুক্ত করিবার ব্যবহার হইয়াছে। রাজা বা বণিক প্রভৃতির আদেশমতে সেই সকল নিযুক্ত লোকেরা সমস্ত কার্য্য-নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ভৃতি-ভুক্ লোকেরা কর্ম্মচারী ও ভৃত্য এই দুই শ্রেণীতে নিবিষ্ট। যাহারা কোন বিশেষ কার্য্য সম্পাদনার্থ নিযুক্ত হয়, তাহারা

কর্ম্মচারী আর যাহারা কেবল প্রভুর সেবা শুশ্রূষা ও পরিচর্য্যার জন্য থাকে, তাহারা ভৃত্যপদবাচ্য।

১২। বসা চর্ম্ম বা মাংসের জন্য জীবহিংসা করিয়া উপজীবিকা সংস্থানকে হিংসা ব্যবসায় বলে। ব্যাধ, কসাই ও জালজীবীরা হিংসাব্যবসায়ী।

১৩। ছলে বলে বা কৌশলে অন্যের সম্পত্তি গ্রহণ করাকে অপহরণ ব্যবসায় বলে, দস্যু, তস্কর ও প্রবঞ্চক প্রভৃতি অপহরণ ব্যবসায়ী।

১৪। পুণ্য কামনায় যাহা প্রদত্ত হয়, তাহা গ্রহণ করিয়া স্বীয় অভাব মোচন করাকে ভিক্ষা ব্যবসায় বলে। ভিক্ষা দুই প্রকারে প্রদত্ত হয়। যাহারা দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ পূর্ব্বক যাচ্ঞা করিয়া কিছু গ্রহণ করে, তাহাদিগকে যাচক কহে। অধ্যাপক প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত লোকেরা এরূপে ভিক্ষা করেন না। তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে আনয়ন পূর্ব্বক সমাদর সহকারে ভিক্ষা দিতে হয়।

যে চতুর্দ্দশবিধ ব্যবসায়ের বিষয় লিখিত হইল, তাহা উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন শ্রেণীতে নিবিষ্ট। বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প ও পশুপালন, এই চারিটী উত্তম। চিকিৎসা, ভূম্যধিকার, দালালী, ব্যবহারাজীব, ধর্ম্ম্য, ও বিনোদ এই ছয়টী মধ্যম। ভৃতিগ্রহণ, হিংসা, অপহরণ, ও ভিক্ষা এই চারিটি ব্যবসায় অধমের মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে।

জীবমাত্রেই স্বাধীন থাকিতে ভালবাসে, অধীনতাশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া থাকিতে কাহারও প্রবৃত্তি হয় না। কোন ব্যক্তির অধীন হইয়া প্রভূত ধনার্জ্জন অপেক্ষা সর্ব্বস্বের বিনিময়ে স্বাধী-

নতা গ্রহণও সমধিক সুখকর, সুতরাং যে ব্যবসায়ে স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া ধনোপার্জ্জন করা যায়, তাহাই সমাদৃত ও অবলম্বিত হইয়া থাকে। বাণিজ্য, কৃষি ও শিল্প এই ব্যবসায় ত্রয় অনুষ্ঠান করিলে যেমন প্রচুর উপার্জ্জন হয়, সেই রূপ তাহাতে স্বাধীনতা রক্ষারও কোন ব্যাঘাত নাই। আদিমকালহইতে কতশত মনুষ্য ইহার অন্যতরবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক সুখস্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছে, এই বৃত্তি ত্রয়ের প্রসাদে নানা জনপদের, বিবিধ বিদ্যার ও বহুপ্রকার ব্যাপার বিশেষের মহীয়সী শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে।

কৃষি ও শিল্প এই ব্যাবসায় দ্বয় যদিও বাণিজ্যের ন্যায় লাভজনক বৃত্তি না হউক, কিন্তু এই দুইটি কার্য্য দ্বারা সংসারের অনেক উপকার হইতেছে। আমরা যেসকল সুস্বাদু পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রী আহার করিয়া জীবিত থাকি, আর যে সমস্ত বস্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া শীত, বাত, আতপ, ও বৃষ্টি প্রভৃতি আপদহইতে দেহ রক্ষা করি, সে সকলই কৃষি ও শিল্প রূপ কল্পবৃক্ষের মনোহর ফল স্বরূপ। কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবেক, যে কৃষি ও শিল্প বাণিজ্য হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ নয়। কৃষি ও শিল্প বৃক্ষ স্বরূপ আর বাণিজ্য তাহার ফল তুল্য। অথবা কৃষি ও শিল্পের অন্তঃসারই পরিণামে বাণিজ্য রূপে পরিণত হইয়া লোকের সুখ সৌভাগ্য পরিবর্দ্ধন করিয়া থাকে।

চিকিৎসা, ভূম্যধিকার দালালী, ব্যবহারাজীব, ধর্ম্ম্য ও বিনোদ এই ছয়টি ব্যবসায়কে মধ্যম বলিয়া কথিত হইয়াছে, কারণ, পূর্ব্বোক্ত ব্যবসায় অবলম্বন করিলে যেমন লাভ হয়,

এ বৃত্তি গুলিতে ততদূর আশা করা যাইতে পারে না, বিশেষতঃ যাহারা এই সকল ব্যবসায় করিয়া থাকে, তাহারা নিতান্ত পরভোগ্যোপজীবী। তবে ইহার মধ্যে চিকিৎসা ও ভূম্যধিকার অপেক্ষাকৃত উত্তম।

ভৃতিগ্রহণ, হিংসা, অপহরণ, ও ভিক্ষা এই চারিটি বৃত্তি অধমের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে, হিংসা ও অপহরণ অতি-নির্দ্দয় ও দুরাচারের কর্ম্ম। যাহাদিগের লেশমাত্রও ধর্ম্ম-জ্ঞান আছে, তাহারা এই বৃত্তি অবলম্বন করা দূরে থাকুক, প্রত্যুত ইহার নাম শুনিলেও কর্ণাবরণ করে। ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিলে তেজঃ বীর্য্য, মান সম্ভ্রম ও স্বাধীনতায় একেবারে জলাঞ্জলি দিতে হয়। ভিক্ষোপজীবীর বহুদ্বার ভ্রমণ ভিন্ন উদরান্নের সংস্থান হয় না। দ্বারে দ্বারে পর্য্যটনে যেরূপ পরিশ্রম হয়, লাভও তদনুরূপ নয়। ফলতঃ এই বৃত্তিটী নিতান্ত জঘন্য। সর্ব্বদা আঢ্য লোকের তোষামোদ, ধনীজন সমীপে স্বীয় লঘুত্ব স্বীকার, এ সমুদায় হস্ত পদাদি বিশিষ্ট শ্রমক্ষম ব্যক্তির কার্য্য নয়। তবে যাহারা পরিশ্রম সাধ্য-কার্য্য করিতে নিতান্ত অপারগ, এমন অন্ধ, খঞ্জ, আতুর ও বৃদ্ধ প্রভৃতি লোকেরা অগত্যা এই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়। শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন, বাণিজ্যে লক্ষ্মী বশীভূত থাকেন, কৃষিকার্য্যে বাণিজ্যের অর্দ্ধেক এবং রাজ সেবায় তাহার অর্দ্ধেক লাভ হয়, কিন্তু ভিক্ষা করিলে কিছুই হয় না।

এই অধম বৃত্তির মধ্যে ভৃতিগ্রহণ আবার সর্ব্বাপেক্ষা হেয়। নীতিজ্ঞেরা ইহাকে শ্ববৃত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভৃতিভুক্ যতবড় ইচ্ছা মর্য্যাদাশালী ও উচ্চ পদাভিষিক্ত হউন্ না কেন,

তিনি পরের দাস ভিন্ন আর কিছুই নন। ভৃতিজীবীদিগের মধ্যে কেহ কেহ পদানুসারে অধীন কর্ম্মচারীর প্রতি প্রভুত্ব-প্রদর্শন করিতে পারেন বটে, কিন্তু তিনি যে আপনি আপনার প্রভু নন, আর কেহ না কেহ যে তাঁহার উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বন্ধুতা।

কোন জীব জন্তুই একাকী থাকিতে ভাল বাসে না, সকলেই স্বজাতির সহিত দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। এইরূপ একত্র থাকিবার অভ্যাস ইতরজন্তু অপেক্ষা মনুষ্যের অনেক অধিক। এই স্বভাবকে আসঙ্গলিপ্সা বলে। দলবদ্ধ হইয়া থাকাতে পরস্পর আলাপ পরিচয়দ্বারা একতা জন্মে। একতার উপযোগিতাও বিস্তর। একতা থাকাতে সহসা শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে হয় না, কেহ আক্রমণ করিলেও একতার সাহায্যে তাহা হইতে উদ্ধার হওয়া যায়। দশ জনের সহায়তায় পরিশ্রমসাধ্য সুকঠিন ব্যাপার সকল অক্লেশে ও অনায়াসে সম্পন্ন হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত পরস্পরের উপকার ও আনুকূল্যদ্বারা সর্ব্ব প্রকার অভাব বিমোচিত হইতে পারে।

একতার আর একটী বিশেষ ফল আছে। ঐক্যসূত্রে আলাপ পরিচয় নিবন্ধন এক ব্যক্তির সহিত অপরের সর্ব্বতো-ভাবে আচার, ব্যবহার, স্বভাব, চরিত্র, মিলিয়া গেলে বন্ধুতা সঙ্ঘটন হয়। সমান বয়স, সমান অবস্থা, সমান ব্যবসায় ও সমান মনোবৃত্তি সেই বন্ধুতার নিদান। সচ্চরিত্র যুগলে সেই মিত্রতা স্থাপিত হইলে মণিকাঞ্চন যোগ সদৃশ হইয়া থাকে।

মিত্রতা স্থাপন যেমন কঠিন, তাহা স্থিরতর রাখাও সেইরূপ সহজ ব্যাপার নয়। কপট ব্যবহার সর্ব্বত্র গর্হিত। বিশেষতঃ বন্ধুর সহিত কপটতাচরণ করিলে মিত্রতা কোন ক্রমেই চিরস্থায়ী হইতে পারে না। মিত্রতাবন্ধন একবার ছিন্ন হইলে তাহা আর কিছুতেই যোড়া লাগে না। যোড়া-তাড়া দিয়া বন্ধুতা রাখিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

অকপট মিত্র দুর্লভ পদার্থ। তাহা সকলের অদৃষ্টে ঘটে না। যদি কোন পুণ্যফলে প্রণয় পবিত্র পরম মিত্রের সহিত মিলন হয়, তবে তাহা অতিশয় সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া মানিতে হইবে।

পিতা, ভ্রাতা, আত্মীয়, স্বজন প্রভৃতি পরম হিতৈষী মিত্র। সংসারে তাদৃশ অকারণ বন্ধু আর অনুসন্ধান করিয়া প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাঁহাদিগের সহিত সম্বন্ধানুসারে ব্যবহার করিতে হয়। সুতরাং সকল কথা, সকল বিষয় ও সকল প্রকারের মনোগত অভিপ্রায় তাঁহাদিগের নিকট প্রকাশ করা যায় না। এজন্য সমবয়স্ক, সমপ্রকৃতি ও সমান অবস্থাপন্ন সচ্চরিত্র সুহৃৎ নির্ব্বাচনের নিতান্ত প্রয়োজন।

হঠাৎ কাহারও সহিত মিত্রতা স্থাপন করিতে নাই। যাঁহার সঙ্গে বন্ধুতা করিতে ইচ্ছা জন্মে, কিছুকাল তাঁহার স্বভাব, চরিত্র, আচার, ব্যবহার, কর্ম্মকাজ, অনুসন্ধান পূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। যদি তাঁহাকে দোষ সম্পর্ক শূন্য বলিয়া প্রতীতি হয়, তবে তাঁহার সহিত মৈত্রী করণে কোন হানি হইতে পারে না।

অনেকে যেমন স্বীয় অভীষ্ট সাধনার্থ বন্ধুতা স্থাপন করে, সেইরূপ ইষ্টসিদ্ধির পর শত্রু হইয়া দাড়ায়, তখন বন্ধুর সমস্ত রহস্য প্রকাশ করিয়া দিয়া পদে পদে অবমামনা করিতে ত্রুটি করে না। অনেকে সম্পদের সময় স্বয়ং আসিয়া বন্ধু হয়। আবার বিপদ কাল উপস্থিত হইলেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। তাহার সহিত যে কোন দিন আলাপ পরিচয় ছিল, কোন প্রকারেই তাহা বোধ হয় না। পথে ঘাটে দেখা সাক্ষাৎ হইলে অগ্রে চিনে না বলিয়াই ভাণ করে, পরে বহু কষ্টে চিনিতে পারিলেও উদাসীন ব্যক্তির ন্যায় দুই চারি কথা কহিয়া চলিয়া যায়।

যে অনেকের সহিত বন্ধুতা করিতে চেষ্টা করে, একজনও তাহার প্রকৃত মিত্র হয় না। নিষ্প্রয়োজনে অনেক লোকের সহিত মিলিতে ও মিশিতে যাওয়া ভাল নয়, তাহাতে সময়ে সময়ে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। হয়ত কাহারও দোষে অকারণে দোষী হইতে অথবা বিচারালয়ে সাক্ষ্য দিয়া বেড়াইতে হয়।

অজ্ঞাত কুলশীলকে সহসা বিশ্বাস করা উচিত নয়। জগতে প্রকৃত পক্ষে সাধুশীল ব্যক্তি অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্য বিশেষ রূপে পরীক্ষা করিয়া বন্ধু নির্ব্বাচন করাই সৎ পরামর্শ।

প্রকৃত প্রণয়িমিত্র সুখসৌভাগ্যের আকর স্বরূপ। প্রকৃত বন্ধু সর্ব্বদা কায়মনোবাক্যে সুহৃদের মঙ্গল কামনা করেন। তিনি উৎসবে সমসুখ এবং ব্যসনে সম দুঃখ অনুভব করিয়া থাকেন। তিনি যেমন সম্পদের সখা, তেমনি বিপদের অব-

অবলম্বন ও অদ্বিতীয় সহায়, তিনি দুঃখ পারাবারের কর্ণধার, এবং সমস্ত কার্য্যের প্রিয় সহচর। তাঁহাকে ক্ষণকাল না দেখিলে মন প্রাণ আকুল ও অস্থির হইয়া উঠে। এরূপ সৌহৃদ্য ভেদ হইবার নয়। যদিও কোন কারণে তাঁহার সহিত বন্ধুতা সূত্র ছিন্ন হয়, তবে প্রাণান্তেও রহস্য প্রকাশের সম্ভাবনা নাই।

পণ্ডিতের সহিত শত্রুতাও শ্লাঘার বিষয়, কিন্তু মূর্খের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন নিতান্ত নিষিদ্ধ। যেরূপ লোকের সহবাসে থাকা যায়, নিজের প্রকৃতিও সেইরূপ হইয়া উঠে। সৎসংসর্গে অসৎলোকও সাধুস্বভাব হইতে পারে। আর অসৎ সহবাসে সচ্চরিত্র ব্যক্তিও অসৎপ্রকৃতি হইয়া যায়।

বন্ধুতা স্থাপনের বিস্তর গুণ। সুহৃদের নিকট মনোগত দুঃখ প্রকাশ করিতে পারিলে তাহার আবেগ ও ভার লাঘব হয়। প্রকৃত মিত্রের সৎ পরামর্শে বিস্তর উপকার দর্শিয়া থাকে। সুহৃদের সহিত রহস্যালাপ করিয়া মন যেমন প্রীত ও প্রফুল্ল হয়, অন্য আর কিছুতেই সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই; এই জন্যই নীতিজ্ঞেরা কহিয়াছেন, যে যাহার মিত্রের প্রতি প্রীতি স্থাপন হয়, সংসারে সেই ব্যক্তিই ধন্য, আর সেই ব্যক্তিই পুণ্যবান্।

রহস্য প্রকাশ, যাচ্ঞা, নিষ্ঠুরতা, চাঞ্চল্য, হিংসা, ক্রোধ, অনৃত ও দ্যূত এই সকল ব্যবহার প্রণয় ভঙ্গের নিদান। মিত্রের সহিত এই সমস্ত আচরণ সর্ব্বথা পরিবর্জনীয়।

আত্মাবলম্বন।

অন্যদীয় সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া আত্মবশে দিন যাপন করাকে আত্মাবলম্বন বলে। জন্ম গ্রহণ মাত্রেই আত্মাবলম্বনের উপায় নাই। যে বয়সে ভাল মন্দ বুঝিবার শক্তি না জন্মে, আর যত দিন কার্য্যক্ষম না হওয়া যায়, তত দিন পিতা মাতা প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনের অধীন হইয়া থাকার প্রয়োজন। বিবেচনা শক্তি পরিস্ফুট হইলে ও কার্য্য করিবার ক্ষমতা জন্মিলে অন্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকা বিড়ম্বনা মাত্র। এই জন্য শিশুকাল হইতেই ভবিষ্যৎ স্বাতন্ত্র্য লাভের উপায় স্বরূপ বিদ্যা-শিক্ষা ও সমস্ত প্রকারের কর্ম্মকাজ অভ্যাস করা উচিত।

বালকদিগকে স্বহস্তে আহার গ্রহণ ও বস্ত্র পরিধান করিতে শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। এই সমস্ত প্রয়োজনীয় কার্য্য অন্যদ্বারা সম্পন্ন হইবে বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকা কোনক্রমেই বিধেয় নয়।

সকলেই কিছু পৈতৃক স্থাপ্য ধনের অধিকারী হয় না, সংসারের অধিকাংশ লোকেই আপন পরিশ্রম লব্ধ অর্থদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। আত্মীয় স্বজনের গলগ্রহ না হইয়া স্বয়ং উপার্জ্জন পূর্ব্বক দিনযাপন করাই শ্রেয়ঃ কল্প। যে ব্যক্তি অন্যের আনুকুল্যের উপর নির্ভর না করিয়া স্বাধীনভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, সে লোক-সমাজে মাননীয় ও আদরণীয় হইয়া থাকে। নীতিজ্ঞেরা কহিয়াছেন, সকল প্রকারের পরবশই দুঃখের কারণ, আর আত্মবশ আনন্দ ও সুখের উৎস স্বরূপ।

দুঃখের দশায় পড়িলে আত্মীয়গণের প্রদত্ত অশন, বসনের

উপর নির্ভর না করিয়া নিজের শ্রমার্জ্জিত সামগ্রীদ্বারা দিন যাপন করা কর্ত্তব্য। সকল প্রকারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যই শ্রমলভ্য। পরিশ্রম না করিলে কিছুই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আত্মীয়গণ দায়ে ঠেকিয়া খাদ্য ও পরিধেয় দেয় বটে, কিন্তু মনে মনে বিরক্ত হইয়া আপদ বালাই জ্ঞান করে। অনেক দিন এক জনের স্কন্ধে ভর করিয়া থাকিলে মুখের উপর কটু কাটব্য প্রয়োগ করিতেও ক্রটি করে না। অক্ষম হইলে পিতা, মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতি পরিবারস্থ ব্যক্তিরাও বিরক্ত হইয়া যখন তখন তিরস্কার করে। তুচ্ছ খাদ্যদ্রব্য ও পরিধেয় বস্ত্রের জন্য কথায় কথায় মুখ খাওয়া ও অপমানসূচক ব্যবহার সহ্য করিয়া থাকা, নিতান্ত নির্ঘৃণের কার্য্য। যাহার ঘৃণা পিত্ত ও তেজ বীর্য্য আছে, সে কখনই এরূপ ব্যবহার সহ্য করিয়া থাকিতে পারে না।

অভিমান স্বাধীনতা লাভের মূল স্বরূপ। অথচ বিষয় বিশেষে ও সময় ক্রমে অভিমান দ্বারা অনিষ্ট ঘটনাও হয়। সাংসারিক ক্লেশ ও অর্থকৃচ্ছ্র উপস্থিত হইলে অভিমান পরবশ হওয়া অতিশয় মূর্খতার কর্ম্ম। তখন তাহা পরিত্যাগ করাই পরামর্শ। সে সময়ে পৈতৃক বা স্বোপার্জ্জিত মান সম্ভ্রমের অনুরোধে উচ্চপদ প্রাপ্তির জন্য কষ্টভোগ করা অপেক্ষা যাহা সহজে যুটিয়া উঠে, আপাততঃ এমন কর্ম্ম স্বীকার করিয়া দিনপাত করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। দুঃখের দশা উপস্থিত হইলে জঘন্য ও নীচ লোকের কার্য্য বা ব্যবসায় অবলম্বন করিতে হইবে, একথার এরূপ তাৎপর্য্য নয়। যে কোন ক্ষুদ্রকার্য্য করিলে ভদ্রতার ব্যাঘাত হয় না, তাহাই অবলম্বন করিয়া

স্বাধীনভাবে দুঃখের দশা অতিক্রম করাই শিষ্টসম্মত ও পরামর্শ সঙ্গত।

অনেকে স্বকার্য্য স্বহস্তে সম্পাদন করা অপমান বোধ করেন। তাঁহারা ধনবান্ হইলে ভৃত্য দ্বারা সমস্ত বিষয় সম্পাদন করিয়া থাকেন। আর মধ্যবিত্তেরা দৈনিক শ্রমজীবীদিগকে অর্থ দিয়া স্বকর্ম্মসাধন করেন। দরিদ্র ভদ্রদিগের বড়ই বিপদ, তাঁহারা অভিমান বা গর্ব্ব বশতঃ স্বহস্তেও কোন কার্য্য করিতে পারেন না। আবার অর্থাভাবে অন্য লোক দ্বারা কার্য্য করানও তাঁহাদিগের ঘটে না। তাঁহাদিগকে নীচ লোকের তোষামোদ করিয়া স্বকর্ম্ম সাধন করিতে হয়। তুচ্ছ সম্ভ্রম রক্ষার্থে সামান্য সামান্য কার্য্যের নিমিত্ত পরের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকা এবং নীচ লোকের চাটুকার হওয়া, হস্তপদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট মনুষ্যের পক্ষে বড়ই লজ্জার বিষয়। অক্ষম লোকের ন্যায় অন্যের মুখাপেক্ষা ও নীচ লোকের তোষামোদ যে মানভ্রংশকর, তাহা আর বলিবার অপেক্ষা কি? মান-ধনেরা ঐরূপ কার্য্য মনেও স্থান দেন না, বরং অন্ধ, পঙ্গু ও মূক প্রভৃতির এরূপ আচরণ একদিন শোভা পাইলেও পাইতে পারে।

যে কোন অবস্থার লোকই হউক না কেন, স্বকর্ম্ম স্বহস্তে সাধন করা সকলেরই কর্ত্তব্য। আপন কর্ম্ম আপনি করিলে যেমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়, অন্য কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইলে কথনই সেরূপ হইতে পারে না। হয়ত অসম্পূর্ণই থাকিয়া যায়। স্বকর্ম্ম স্বয়ং সম্পন্ন করাই শ্লাঘার বিষয়, তাহাতে স্বাধীনতা অব্যাহত থাকে। স্বাধীনতাই বিলক্ষণ সম্মানের সামগ্রী।

যাহারা শিশুকাল হইতেই স্বাধীনভাবে চলিবার অভ্যাস করে, তাহাদিগকে ভবিষ্যতে পরাধীন ও পরপ্রত্যাশী হইতে হয় না। যাহাকে অন্ন বস্ত্র বা অন্য কোন আবশ্যক কার্য্যের জন্য পরের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়, সে নিতান্ত কাপুরুষ। ফলতঃ স্বাধীনতা সুখে বঞ্চিত ব্যক্তির জীবনই বৃথা।

মিতব্যয়িতা।

পরিশ্রম পূর্ব্বক অর্থ উপার্জ্জন করিতে হয়। উপার্জ্জিত অর্থ বিবেচনা সহকারে ব্যয় করা কর্ত্তব্য। ব্যয় বিষয়ে যত সাবধান হওয়া যায়, ততই সাংসারিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি হইতে পারে। কেবল উপার্জ্জন করিলে হয় না। সতর্কভাবে ব্যয় করিতে না পারিলে সকল বিষয়েই অসুবিধা ঘটে।

আয় অনুসারে ব্যয় করা উচিত। যদি উপার্জ্জনের অধিক বা উপার্জ্জিত অর্থের সমস্ত ব্যয় হইয়া যায়, তবে ত্বরায় অর্থ কৃচ্ছ্র ও দরিদ্রতা উপস্থিত হয়। অর্থকৃচ্ছ্র অপ্রতুলের কারণ। অনির্বৃতির সংসার অতিশয় কষ্টপ্রদ।

কোন বস্তুই অসীম বা অপরিমিত নয়। জগতের সকল সামগ্রীরই এক একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা বা পরিমাণ আছে। যেরূপ আয়ের সীমা ও পরিমাণ আছে, সেইরূপ ব্যয়ের পক্ষেও তাহা থাকা চাই। যত বড় ধনী হউক না কেন, অজস্র ব্যয় করিলে রাজার ভাণ্ডারেও কুলায় না।

যেরূপ আয় হয়, তাহার কিয়দংশ সঞ্চয় করিয়া অবশিষ্ট

ভাগ নিতান্ত প্রয়োজনানুসারে ব্যয় করিতে হইবে। ধন সঞ্চয়ের অনেক গুণ। আপদকাল উপস্থিত হইলে সঞ্চিত অর্থ দ্বারা অনেক উপকার সংসাধিত হয়। আমরা যে চির-কাল সুস্থ শরীরে থাকিয়া শ্রম সহকারে অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিব, তাহা নিতান্ত অসম্ভব। কখন কখন পীড়িত হইয়া কিছু দিনের জন্য শয্যাশায়ী হওয়াও বড় বিচিত্র নয়, তদ্ভিন্ন জরা বা বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইলেও কোন প্রকারে শ্রমসাধ্য কর্ম্ম করিতে পারা যায় না। আর অগ্নিদাহ প্রভৃতি নানাবিধ-দৈব উৎপাতও অসম্ভব নয়। সঞ্চিত অর্থ থাকিলে তখন তদ্দ্বারা বিলক্ষণ উপকার দর্শিতে পারে। এই জন্য সর্ব্বদা সঞ্চয়শীল হওয়া আবশ্যক। যত কেন অল্প উপার্জ্জন হউক না, চেষ্টা করিলে তাহার মধ্য হইতে অবশ্যই কিছু না কিছু খরচ বাঁচাইয়া রাখা যাইতে পারে।

নিত্য সঞ্চয়ে অসময়ের সংস্থান হয় বলিয়া অতিসঞ্চয় কর্ত্তব্য নয়। অতি সঞ্চয়শীল ব্যক্তিকে কৃপণ বলে। কৃপ-ণেরা আত্মবঞ্চক, তাহারা ব্যয় বৃদ্ধির ভয়ে উদর পরিপূর্ণ করিয়া আহার করিতেও ভাল বাসে না, এবং প্রাণান্তেও এক কপর্দ্দক ব্যয় করিতে চায় না। ভূতগত পরিশ্রমে উপার্জ্জিত অর্থের কিয়দংশ যদি আপন ভোগেই না আসিল, তবে সে ধন থাকা আর না থাকা উভয়ই তুল্য। কৃপণেরা পরের দাস, তাহারা পরের নিমিত্ত অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখে। জীবিত কালে কৃপণ ব্যক্তি স্বোপার্জ্জিত অর্থ ব্যয় করিতে যেমন কষ্ট অনুভব করে, সেইরূপ তাহার মৃত্যুর পর দায়াদেরা উত্তরাধি-কারিত্ব ক্রমে তাহা প্রাপ্ত হইয়া নানা প্রকার অসৎ কার্য্যে

অতিশীঘ্র অপব্যয় করিয়া ফেলে। শ্রমার্জ্জিত অর্থের প্রতি যেরূপ মায়া মমতা জন্মে, অন্যদীয় বা অনায়াসলব্ধ অর্থের প্রতি সেরূপ যত্ন থাকে না। সুতরাং সেই অর্থের যে অপব্যয় হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই জন্য নীতিজ্ঞেরা কহেন, যে কৃপণের ধন "ন দেবায় ন ধর্ম্মায়," তাহা সংসারের কোন উপকারেই আইসে না।

যাহাতে নীচতা ও মূর্খতা প্রকাশ পায়, আর যে কার্য্যে সংসারের কোন উপকার দর্শে না, এরূপ কার্য্যে ও অনর্থক নিন্দিত আমোদ প্রমোদে, অর্থ ব্যয় করা ন্যায়ানুগত নয়। মিতব্যায়িতাই অর্থের উপযুক্ত ব্যবহার। মিতব্যয়ী ব্যক্তি সাংসারিক সুখ সম্ভোগ করিতে সমর্থ। তাঁহাকে অর্থকৃচ্ছ্র নিবন্ধন কুসীদগ্রাহী পামরদিগের নিকটে হস্ত প্রসারণ করিতে হয় না। মিতব্যয়ীর সংসার শৃঙ্খলার সহিত পরিপাট্যযুক্ত হয়।

সৎকার্য্যে ব্যয়িত হইলেই অর্থের সার্থকতা সম্পাদন হইতে পারে। কুকার্য্যে অপব্যয় করা আর অর্থ তোড়া বাঁধিয়া জলে ফেলিয়া দেওয়া উভয়ই তুল্য।

অর্থ ব্যয় করিয়া যদি দীন, হীন, অনাথ ও নিরাশ্রয় ব্যক্তির পরিপোষণ করা হয়, তবে তাহাই সার্থক বলিতে হইবে। অর্থের অপব্যবহার ও অপব্যয় করা অপেক্ষা সৎকার্য্যে ব্যয় করিলে জগতের অনেক উপকার হইয়া থাকে।

আয় ও ব্যয়।

সংসারে নানা প্রকার খরচ আছে, সেই জন্য ধনের প্রয়োজন। কোন প্রকার ব্যয় ভূষণ করিতে না হইলে কেহই পরিশ্রম পূর্ব্বক অর্থোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইত না। অভিমান প্রদর্শন বা আড়ম্বরের নিমিত্ত ঐশ্বর্য্য আকাঙ্ক্ষা করিতে নাই, ন্যায়োপার্জ্জিত অর্থে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। ব্যয় ও বিতরণ বিষয়ে কাতর হওয়া উচিত নয়। সংসারী হইয়া অর্থে অবহেলা করাও কর্ত্তব্য হয় না। নিজের ও অন্যের উপকারার্থ সৎপথে থাকিয়া উপার্জ্জন করিতে হইবে। রাতারাতি বড় মানুষ হইতে চেষ্টা করিতে নাই। অধর্ম্ম না করিলে বা পড়িয়া না পাইলে কেহই হঠাৎ ধনশালী হইতে পারে না।

কৃষি কার্য্যে ধনবান্ হওয়া যাইতে পারে। কিন্তু বাণিজ্য ব্যবসায় অবলম্বন অর্থোপার্জ্জনের সুপ্রশস্ত পদ্ধতি। সাধু ব্যবহার ও পরিশ্রম করিতে পারিলেই বাণিজ্যে বিশেষ লাভ হয়। কিন্তু এক চেটিয়া কারবার অতিশয় দোষের বিষয়। সম্ভূয়সমুত্থানেও অনেকে লাভ করে। সমবেত বণিকেরা যদি সকলে সাধু হয়, এবং পরস্পর প্রবঞ্চনা না করে, তবে এই ব্যবসায় অতি উত্তম। কুসীদ ব্যবহারে কোন প্রকার বিঘ্ন বিপত্তি নাই, বিবেচনা পূর্ব্বক ধন নিয়োগ করিতে পারিলে সম্পত্তি নাশের সম্ভাবনা নাই বটে, কিন্তু তাহাতে অতিসামান্য লাভ হইয়া থাকে।

উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া অভিনব কৌশল উদ্ভাবন করিতে পারিলেও ভাগ্যবান্ হওয়া যায়। যে ব্যবসায়ে নিশ্চয় লাভ হয়, তাহাতে একেকালে অধিক লাভের আশা করা যায় না।

যাহাতে একেকালে অধিক লাভের সম্ভাবনা, তাহাতে সর্ব্ব-নাশও হইতে পারে। অতএব, যে কার্য্যে লাভ লোকসান্ উভয়ই আছে, অথচ মূলধন নষ্ট হয় না, এমন ব্যবসায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। কেন না একবারকার ক্ষতি, অন্য বারের লাভে পূর্ণ হইতে পারে। যাহা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইতেছে, যদি কিছুদিন পরে তাহা দুর্ম্মূল্য হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে সেই দ্রব্য ক্রয় করিয়া রাখিলে লাভ হয়।

রাজ সেবাতেও অনেকে ধনবান্ হইয়া থাকে, কিন্তু সৎ-পথে থাকিয়া পরের ছন্দানুবর্ত্তন সহজ নয়, তেজীয়ান্ ব্যক্তি কখনই চাটুকার হইতে পারে না। কেহ কেহ আত্মীয় ধন-স্বামীর মৃত্যুর পর তাহার বিষয় বিভব পাইবার জন্য তোষা-মোদ করিয়া চলে। এরূপ স্বভাবাপন্ন লোকের প্রকৃতি যে অতিশয় নীচ, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিবার অপেক্ষা করে না। পর ভাগ্যোপজীবী হইবার জন্য পর প্রত্যাশায় থাকা নিতান্ত নিলর্জ্জ ও নির্ঘৃণের কার্য্য।

যাহারা মুখে অর্থের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে, তাহা-দিগের কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাহারা অর্থোপার্জ্জনের জন্য প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া বিফলমনোরথ হইয়াছে। সুতরাং এখন এইরূপ কথা কহিয়া আপন মনকে প্রবোধ দেয়।

কোন সৎকর্ম্মে কৃপণতা করিতে নাই। খরচ করিবার সময় কাতর হওয়া উচিত নয়। ধন চিরকাল থাকেনা। ধনের অনেক শত্রু। সময় ক্রমে অর্থ রাশি আপনা আপনিও উড়িয়া যায়। যে কয়দিন ঐশ্বর্য্য আছে, তাহা দান ও ভোগ করিয়া লওয়া উচিত। মৃত্যুকালে কিছুই সঙ্গে যাইবে না।

সমস্ত সম্পত্তি হয় দায়াদেরা লইবে, আর নয় পঞ্চপাত্রে লুটিয়া খাইবে। যদি উইল করিয়া কোন উত্তরাধিকারীকে বা সৎকর্ম্মে দান করিয়া যাও, তাহাও ঠিক থাকিবে না, কেন না, দায়াদ অল্প বয়স্ক হইলে কতকগুলি উৎশৃঙ্খল চাটুকার লোক তাহার সহিত যুটিয়া সমস্ত গ্রাস করিবে। সৎকার্য্যে ন্যাস করিয়া গেলেও ইচ্ছামত কার্য্য হইবে না, কেন না, উপযুক্ত তত্ত্বাবধান ব্যতিরেকে রক্ষকগণ ভক্ষক হইয়া তাহা উড়াইয়া দিবে।

সম্মান বর্দ্ধন ও সৎকার্য্যে ব্যয়ের জন্যই অর্থের প্রয়োজন। তদ্ভিন্ন ধনের আর কোন উপযোগিতাই নাই। এই নিমিত্ত ধর্ম্ম্যকার্য্যে কৃপণতা করা কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নয়। স্বদেশের ও স্বজাতির মঙ্গলোদ্দেশে সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া ফেলিলেও নিন্দিত হইতে হয় না। অথচ সাংসারিক কার্য্য কলাপে মিতব্যয়ী হওয়া উচিত। তাহা না হইলে নিঃস্ব ভাবাপন্ন হইতে হয়। অন্যে কিছু ঠকাইয়া না লইতে পারে, তদ্বিষয়ে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। এরূপ কৌশলে চলা আবশ্যক যে বাহিরের লোকে যত মনে করে, তাহা হইতে অনেক অল্পব্যয়ে নির্ব্বাহ হয়। কেবল স্বচ্ছন্দে সংসার নির্ব্বাহ করিতে ইচ্ছা থাকিলে আয়ের অর্দ্ধেক ব্যয় করা উচিত, আর যদি ধনবান্ হইবার অভিলাষ থাকে, তবে এক-তৃতীয়াংশ মাত্র ব্যয় করিতে হইবে।

গৃহস্থ যত বড় ইচ্ছা ধনশালী হউক না কেন, আপনার বিষয় আপনি তত্ত্বাবধান করা কর্ত্তব্য। ভগ্নাবস্থা দেখিয়া বিষাদ যুক্ত হইতে হইবে বলিয়া অনেকে আপন বিষয় বিভ-

বের তদারক করে না। তাহাতে উত্তরোত্তর ভগ্ন-দশাই ঘটিয়া থাকে। রোগ নির্ণয় না হইলে কিরূপে চিকিৎসা হইতে পারে? ক্ষতস্থান স্থির করিতে না পারিলে কোথায় ঔষধ প্রয়োগ করিবে? যাহারা স্বয়ং বিষয় কর্ম্ম না দেখে, তাহাদিগকে কর্ম্মচারী নিয়োগ কালে অনেক লোকের মধ্যে এক জনকে বাছিয়া লইতে হয়, আবার সময়ে সময়ে তাহাদিগকে পরিবর্ত্তন করিবারও প্রয়োজন হইয়া উঠে। তাহা না করিলে পূর্ব্ব কর্ম্মকর্ত্তারা রাশি বুঝিয়া প্রভুর সর্ব্বনাশ পূর্ব্বক স্বার্থ সাধন করিয়া লয়।

যদি আহারের পারিপাট্য করিতে চাও, তবে পরিচ্ছদের ব্যয় কমাইতে হইবে। বাসগৃহাদির আড়ম্বর করিলে যান বাহনের বিষয়ে মিতব্যয়ী হওয়া বিধেয়। নতুবা একেবারে চারিদিগে খরচ পত্রের বাড়াবাড়ি করিলে শীঘ্রই রিক্ত হস্ত হইতে হয়।

যদি ঋণ থাকে, তবে ক্রমে ক্রমে তাহা পরিশোধ করা কর্ত্তব্য। ঋণমুক্ত হইবার জন্য বিষয় বিভব বিক্রয় করিতে হইলে তাহার উপযুক্ত মূল্য পাওয়া যায় না। ক্রমে ক্রমে পরিশোধ করিবার আরও এক গুণ এই যে, তাহাতে মিতব্যয়িতা অভ্যাস হয়। আর এক কালে সকল বিক্রয় করিয়া পরিশোধ করিলে পুনরায় অপ্রতুল ঘটে, সুতরাং আবার ঋণ গ্রহণের আবশ্যক হইয়া উঠে।

যাহার ঋণশোধ করিতে হইবে, তাহার অল্প ব্যয়ে কুণ্ঠিত হওয়া অপ্রশংসার কাজ নয়। নিতান্ত অল্প হইলেও ব্যয় করিবার সময় ভালরূপে অনুসন্ধান করিতে হইবে। অল্প-

লাভার্থ ব্যস্ত হওয়া নীচতার কার্য্য। কিন্তু অল্প ব্যয়ের সময় বিশেষ অনুসন্ধান করিলে তাহাতে নিন্দা নাই। নিত্য কর্ম্মে বহু ব্যয় বিবেচনা সাপেক্ষ। নৈমিত্তিক কার্য্যে বিত্ত-শাঠ্য করিলে লোকে নিন্দা করে। অতুল ঐশ্বর্য্যের তত প্রয়োজন নাই। সৎকার্য্যে ব্যয় ভিন্ন তাহার বিশেষ আবশ্যকতা দেখা যায় না। বরং সেই অর্থ রাশি লইয়া নানা প্রকারে বিব্রত হইতে হয়। অর্থের প্রতি চিত্তবৃত্তি ব্যাসক্ত থাকাতে অনেক সময় অনেক গুরুতর বিষয় ভাবিবার অবসর পাওয়া যায় না। কিসে অর্থ রক্ষা হইবে, সর্ব্বদা সেই ভাবনায় ব্যাপৃত থাকিতে হয়। যে ঐশ্বর্য্য এত অধিক যে, তাহা কখনই একজনের ভোগে আসিতে পারে না, তাহার অধিকারী বলিয়া অভিমান করা অবিজ্ঞের কর্ম্ম। নীতিজ্ঞেরা কহেন, যে, আপদর্থে ধনরক্ষা করিবে।

মনুষ্যের এত আপদ বিপদ আছে যে, ভবিষ্যতের জন্য ধনের সংস্থান থাকা উচিত। কিন্তু অর্থের অভাবে কেহ বিপদে পতিত হইয়াছে, বা ধন থাকাতে কেহ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়াছে, তাহার তত অবিসম্বাদিত উদহারণ প্রদর্শন করা যাইতে পারে না।

পরদ্রব্যবিষয়িনীন্যায়পরতা।

প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকারেই নানা সামগ্রী দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সমস্ত দ্রব্যে তাহাদিগের মমতা আছে। তাহারা তাহা নিজ প্রয়োজনানুসারে ব্যবহার করিয়া থাকে। যে বস্তু যাহার অধিকৃত, সে ভিন্ন অপরে তাহা গ্রহণ বা ব্যবহার

করিতে পারে না। বালকেরা অভিভাবকের নিকট পড়িবার পুস্তক, খেলিবার দ্রব্য, ও খরচের টাকা পয়সা পায়। সেই সেই বস্তুতে তাহাদিগেরই অধিকার আছে। গৃহস্থ-দিগেরও টাকা কড়ি, গৃহসজ্জা, এবং ভূমি সম্পত্তি থাকে। সেই সমস্ত তাহারা ন্যায়ানুমোদিত পরিশ্রম করিয়া উপার্জন করে, অথবা উত্তরাধিকারিত্ব ক্রমে প্রাপ্ত হয়। ব্যবস্থানু-সারে তাহাতে অন্য কাহারও স্বত্ব সম্পর্ক নাই। যাহা আমাদিগের অধিকৃত নয়, তাহা গ্রহণ করা নিতান্ত অন্যায়; যে ব্যক্তি যে কোন দ্রব্য পরিশ্রম করিয়া উপার্জ্জন করে, বা উত্তারাধিকারিত্ব ক্রমে প্রাপ্ত হয়, তাহা তাহারই থাকা উচিত। যদি একজনের অধিকৃত বস্তু অপরে লইতে পারিত, তাহা হইলে লোকে আর পরিশ্রম করিয়া কোন দ্রব্য উৎপন্ন বা উপার্জ্জনার্থ চেষ্টা পাইত না। কেন না, যে ব্যক্তি কষ্টে কোন দ্রব্য প্রস্তুত বা অর্জ্জন করিয়াছে, তাহা তাহার ভোগে আসিল না, অথচ তদর্থে যাহার কোন পরিশ্রম বা যত্ন করিতে হয় নাই, সে তাহা অনায়াসে ও অবৈধ উপায়ে লইয়া ব্যবহার করিতে লাগিল, ইহার অপেক্ষা অন্যায় আর কি হইতে পারে? এইরূপ অন্যায় কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হইলে সকলেই সেই প্রকার ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইবে। তাহা হইলে কেহই আর পরিশ্রম করিয়া কিছু উৎপাদন ও উপার্জ্জন করিতে চেষ্টা পাইবেনা, সুতরাং সংসার শীঘ্রই বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিবে।

এই জন্য অন্যের অধিকৃত কোনদ্রব্য সামগ্রী তাহাদিগের অনুমতি ও অভিপ্রায় ব্যতীত গ্রহণ করা একান্ত অনুচিত।

লোকে পরিশ্রমে ক্ষান্ত হইলে ভোজ্য ও ব্যবহার্য্য কোন বস্তুই আর উৎপন্ন হইবে না, তাহা হইলে মনুষ্য সমাজ ভয়ানক অসুখের আস্পদ হইয়া শীঘ্রই অধঃপাতে যাইবে। অতএব, অধিকারীর অনুমতি ও অভিপ্রায় বিনা, পরের একগাছা তৃণও স্পর্শ করিতে নাই।

বালকেরা এই ন্যায় সঙ্গত উপদেশে অন্যথা জ্ঞান করিতে পারে, তাহারা পরের কোন সুন্দর বস্তু দেখিলে তাহা চুরি করিতে ইচ্ছা করে। সুবিধা ও সুযোগ পাইলে চুরি করিয়াও লয়। কিন্তু বিবেচনা করা উচিত, যে যদি কোন দুষ্ট বালক তাহাদিগের অধিকৃত কোন দ্রব্য লইয়া যায়, তবে কি তাহারা তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া থাকে? আপনার দ্রব্য চোরে লইলে মন যেরূপ হয়, অপরের সামগ্রী অপহৃত হইলেও তাহার অন্তঃকরণ সেই রূপ হইবার কথা। তাহারা চোরের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়, এবং চোরকে দুষ্কৃতকারী বলিয়া অতিশয় ঘৃণা করে। যাহারা অন্যায় রূপে পরের দ্রব্য গ্রহণ করে তাহারা চোর। ধরা পড়িলে চোর রাজদ্বারে দণ্ডিত হয়, আর প্রতিবেশীর নিকটেও ঘৃণিত ও নিন্দিত হইয়া থাকে।

চুরি করা বড় দোষ। চোরকে নানা প্রকার নিগ্রহ ভোগ করিতে হয়, তাহারা বহুকাল বা যাবজ্জীবন কারাগারে বদ্ধ হইয়া থাকে। কারাগারে যত যন্ত্রণা ও যত ক্লেশ ভোগ করিতে হয়, তাহা বর্ণনা করা যায় না। চোর, চুরি করিবার সময় মনে মনে ভাবে, যে সে কখনই ধরা পড়িবে না, ও তাহার কৃতকর্ম্ম গোপন থাকিবে। কিন্তু ধর্ম্মের এমনই কর্ম্ম যে পাপ করিয়া কেহই এড়াইয়া যাইতে পারে না।

চোর যতই কেন সতর্ক হইয়া থাকুক না, তাহাকে ধরিবার এত সুযোগ ও এতপথ আবিষ্কৃত হয়, যে তাহা তাহার কল্পনা পথেও উদয় হইবার সম্ভাবনা নাই।

যে ন্যায় অন্যায় বুঝিতে পারে না, সেই ব্যক্তিই পরের দ্রব্য অপহরণ করে। যদি কেহ বিস্মৃতি ক্রমে কোন সামগ্রী কোথায় ফেলিয়া যায়, তবে তাহাও লইতে নাই, সেরূপ কিছু প্রাপ্ত হইলে যাহার দ্রব্য, অনুসন্ধান পূর্ব্বক তাহাকে প্রত্যর্পণ করা কর্ত্তব্য। পরের দ্রব্য গ্রহণ করা দূরের কথা, ন্যায়বান্ লোকেরা তাহা স্পর্শ করিতেও সঙ্কুচিত হইয়া থাকেন।

পরকীয় খ্যাতিবিষয়িনী ন্যায়পরতা।

ধন ব্যতীত মনুষ্যের সম্মান, সম্ভ্রম ও সুখ্যাতি প্রভৃতি আরও কতক গুলি মহামূল্য সম্পত্তি আছে, লোকে সে সকলেরও বিলক্ষণ গৌরব করিয়া থাকে। সে সমস্ত বিনষ্ট হইলে সকলেই বিলক্ষণ ক্ষতি বোধ করে। তাহার মধ্যে সুখ্যাতি একটী বিশেষ সামগ্রী। ব্যক্তি বিশেষের সচ্চরিত্রতা ও সাধুতার খ্যাপনকেই সুখ্যাতি বলে। সজ্জনদিগকে সৌজন্য ও সাধুতার নিমিত্ত সাধারণে বিশ্বাস করিয়া সকল কার্য্যেই নিযুক্ত করে, ও সমস্ত বিষয়েই পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে। সকলেই তাঁহাদিগের স্বপক্ষে কথা কয় ও মঙ্গল চেষ্টা করে। স্বীয় সুখ্যাতি দ্বারা সাধুপুরুষ-দিগের মনুষ্য সমাজে সহস্র প্রকার লাভ হয়।

লোক সমাজে সৎস্বভাব সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের সুখ্যাতি বিস্তার

হওয়া নিতান্ত উচিত। সজ্জনেরা যদি যশস্বী হন, তবে তাঁহাদিগের সদ্‌গুণের যৎকিঞ্চিৎ পুরস্কার হইল বলিতে হইবে, সুখ্যাতি প্রাপ্ত হইলে তাঁহারা আপনার সাধুতা সংরক্ষণে স্বতঃই যত্নশীল হইয়া থাকেন। এরূপ লোকের যদি কেহই প্রশংসাবাদ না করে, বা অকারণে তাঁহাদিগের সুখ্যাতি বিলোপের চেষ্টা পায়, তবে তাঁহাদিগের অকারণ হানি ও অনর্থক অনিষ্ট করা হয়। তাহাতে সৎপুরুষেরা সাধুতার পুরস্কার নাই ভাবিয়া আর সদ্ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করেন না। এরূপ হওয়াও অসম্ভব নয়, যে অন্যান্য লোকেরাও সাধুতার প্রতি সাধারণের অশ্রদ্ধা দেখিয়া আপনারাও সেরূপ আচরণ করিতে শিথিলপ্রযত্ন হইয়া উঠিবে। একারণ গুণা-নুসারে প্রত্যেক ব্যক্তিরই সাধারণের নিকট সম্মান সম্ভ্রম ও সুখ্যাতি পাইবার যথেষ্ট অধিকার আছে।

দুষ্টলোকেরা দুই প্রকার উপায়ে সাধুগণের সুখ্যাতি বিলোপের চেষ্টা করিয়া থাকে। তাহার মধ্যে প্রথম উপায় এই, যে অমুক ব্যক্তি অন্যায় কার্য্যে উন্মুখ বা উচিত কর্ম্মে বিমুখ বলিয়া সর্ব্বত্র নিন্দা করিয়া বেড়ায়। এরূপ ব্যবহারের নাম অপবাদ, অথবা দুর্নাম প্রকাশ। দ্বিতীয় উপায় এই, অসৎ লোকেরা সাধুর গুণ সমূহে দোষারোপ করে। অথবা তাঁহার সৎ কার্য্য অসৎ অভিসন্ধি মূলক বলিয়া সাধারণকে বুঝাইয়া দেয়। এরূপ কার্য্যকে অসূয়া বলে, অপবাদ প্রচার বা অসূয়া প্রদর্শন পূর্ব্বক সজ্জনের সুখ্যাতি বিলোপ করা তাঁহার সর্ব্বস্ব অপহরণের ন্যায় সমান দোষাবহ। এরূপ অন্যায় ব্যবহার করা নিতান্ত গর্হিত কর্ম্ম।

ব্যক্তি বিশেষের সম্বন্ধে কিছু কহিতে হইলে সাবধান ও ও সতর্ক হইয়া কথা বার্ত্তা বলা কর্ত্তব্য। কারণ যদি আমাদিগের মুখ হইতে একবার কাহারও দুর্নাম বাহির হইয়া পড়ে, তবে আর তাহা সহস্র উপায়েও প্রত্যাহরণ করা যায় না। একবার অখ্যাতি রটিলে তাহা ক্ষালন করা অতিশয় কঠিন। কেননা, সে কথা মুখে মুখে কর্ণে কর্ণে বিস্তারিত হইয়া তাহার অনেক গুলি শাখা প্রশাখা বাহির হইয়া পড়ে। তাহাতে তাহা প্রথমোক্ত সামান্য বাক্য হইতে অনেকাংশে অলঙ্কৃত- ও অতিরঞ্জিত হইয়া দাঁড়ায়। এই রূপে ব্যক্তিবিশেষের অখ্যাতি রটনা হয়। অথচ অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তি যে কিরূপে দুর্নাম ভাজন হইল, সে তাহার নিদান জানিতে সমর্থ হয় না।

যে ন্যায়বান লোক পরের সুখ্যাতি বিলোপের চেষ্টা না করেন, তাঁহার পরনিন্দা বিষয়ে সাবধান হওয়া এবং অন্যের মুখে কাহারও অপবাদের কথা শুনিলে তাহা অপর ব্যক্তির নিকট প্রকাশ না করা কর্ত্তব্য।

সৌভাগ্য।

স্বীয় ভাগ্য পরিবর্দ্ধনের উপায় মনুষ্য মাত্রেরই আপন করতলে প্রচ্ছন্ন ভাবে রহিয়াছে, সুযোগ ও অবসর হইলেই তাহা প্রকাশ পাইয়া থাকে। নীতিজ্ঞেরা কহেন, নিজ প্রমাদ ও নির্ব্বুদ্ধিতা ভিন্ন উদ্যম ভঙ্গের আর কোন হেতুই পরিলক্ষিত হয় না। অনুকূল ঘটনা ও অবসর বুঝিয়া কার্য্য আরম্ভ করিলে প্রায়শঃই সফল প্রযত্ন হইবার কথা। কিন্তু তাহা বুঝিয়া স্থির করা বড় সহজ ব্যাপার নয়। অনুকূল

ঘটনার স্বরূপ নির্দ্দেশ করা বা তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া দেওয়া অতিশয় কঠিন। অনেক বিষয়ে এমন সকল কৌশল আছে, যে তাবতেই তাহা বুঝিয়া লইতে পারে, ও তাহার অনুবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হয়। অথবা সেই সকল ঘটনার মূল তাৎপর্য্য সাধারণকে বুঝাইয়া দিতে পারে। কিন্তু চতুর লোকেরা যে কৌশলে ভাগ্যলক্ষ্মীকে হস্তগত করেন, সে রহস্য সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। তাঁহাদিগের উদ্যম ও কৌশল অন্য ব্যক্তিকে বুঝাইতে পারা যায় না। অবস্থা পরি-বর্ত্তের সহিত তাঁহাদিগের অসাধারণ বুদ্ধি বৃত্তিও ভিন্ন প্রণালী-ক্রমে পরিচালিত হইয়া কার্য্যসাধিকা হয়।

একজনের প্রমাদে অপরের সৌভাগ্যের পথ পরিষ্কৃত হইয়া উঠে। যাহার বুদ্ধিবৃত্তি ও বিবেচনা শক্তি চৌকস সেই ব্যক্তিই ভাগ্যলক্ষ্মী লাভ করিতে পারে। আবার ইহাও দৃষ্ট হয় যে অতিবুদ্ধি অতিবিদ্যাব্যক্তিরা অবস্থার উন্নতি করিতে পারেন না। ধন ও বিদ্যার একাধারে সমাবেশ হওয়া কঠিন ব্যাপার। ইহার কারণ অনুধাবন করিলে ইহাই প্রতীত হইবে যে বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিগণ বৈষয়িক কার্য্যে নিতান্ত অনাস্থা দেখাইয়া থাকেন। এই জন্যই আমাদের দেশের লোকেরা বলিয়া থাকে যে লক্ষ্মীর সহিত সরস্বতীর চিরকালই সপত্নী বিরোধ। সুতরাং উভয়ের পুত্রই বিমাতার অনুগ্রহ ভাজন হইতে পারে না। ধনীর বিদ্যা ও বিদ্যাবানের ধন প্রায়শঃই আকাশ কুসুমবৎ অলীক পদার্থ।

ধর্ম্মপরায়ণ ও লোকহিতৈষী ব্যক্তির ঐশ্বর্য্য হয় না। যাঁহাদিগের সমস্ত উদ্যম ও সমুদায় যত্ন এবং সকল চিন্তা

সাধারণের হিতকর কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকে, তাঁহারা ধনের দিকে দৃষ্টি রাখেন না।

ভাগ্যলক্ষ্মী লাভের কোন নির্দ্দিষ্ট উপায় নাই। কতকগুলি সামান্য কৌশল একত্রিত হইয়া কার্য্যকারী হইলেই ধনশালী হওয়া যায়। রাতারাতি বড় মানুষ হইয়া উঠিলে শীঘ্রই নিঃস্ব হইবার কথা। কেননা, ক্রমোন্নতিলাভে যেমন ধনের প্রতি মমতা জন্মে, আর ক্রমোন্নতিমান্ লোক যেরূপ বুঝিয়া সমঝিয়া চলিতে পারে, হঠাৎ ভাগ্যবন্ত হইলে সেরূপ হয় না। তাহারা ধনমদে মত্ত হইয়া অপরিণামদর্শী ও অবিমৃষ্যকারী হইয়া উঠে। ক্রমোপচিত ও শ্রমার্জ্জিত সম্পত্তিই ভোগে আইসে।

ধন হইলেই সাধারণের সম্মানের ও বিশ্বাসের পাত্র হওয়া যায়। সর্ব্বত্রই ভাগ্যবন্ত লোকের প্রতি সকল বিষয়ের কর্ত্তৃত্ব সমর্পিত হইয়া থাকে। যাঁহারা দশজনের প্রতিপালক তাঁহাদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা অন্যায় কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

সৌভাগ্যশালী হইলে লোকের অসূয়া ভাজন হইতে হয়। সেই জন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা অন্যের অসূয়া পরিহারার্থ নিজ কৃতিত্বের পরিচয় না দিয়া স্বীয় বিষয় বিভব দেবপ্রসাদ লব্ধ বলিয়া প্রকাশ করেন। তাহার কারণ এই, দেবানুগৃহীত বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস জন্মাইতে পারিলে কেহই আর প্রতিকূলাচরণ করিতে সহসা সাহস পাইয়া উঠে না। কিন্তু যে ব্যক্তি দৈবানুকূলতা অপলাপ পূর্ব্বক আপন কৃতিত্বের

শ্লাঘা করে, তাহাকে নিশ্চয় সাধারণের মাৎসর্য্যভাজন, ভগ্নোদ্যম ও অপ্রতিভ হইয়া থাকিতে হয়।

উচ্চপদ।

অনেকেই উচ্চপদ পাইবার জন্য লালায়িত। কিন্তু উচ্চপদে কোন সুখ নাই। প্রধান পদস্থ ব্যক্তিকে মান সম্ভ্রম রক্ষার জন্য সর্ব্বদা ভীত হইয়া থাকিতে হয়। তাঁহাদিগের কাজ কর্ম্মের এত ঝঞ্ঝাট, যে সময়ে ভোজন ও সময়ে শয়ন করিবার অবকাশ থাকে না। স্বয়ং পরাধীন হইয়া অন্যের উপর প্রভুত্ব করা বিড়ম্বনা মাত্র। পরের উপাসনা করিয়া উচ্চপদ গ্রহণ করা তেজস্বী বা ন্যায়বান্ লোকের কর্ম্ম নয়। পদপ্রার্থী নানা কষ্ট ও অপমানগ্রস্ত হইয়া পশ্চাৎ উচ্চপদারোহণ রূপ সম্মান প্রাপ্ত হন।

প্রধান পদ প্রাপ্ত হইয়া একবার মাত্র একটী সৎকর্ম্ম করিলে চলে না। নিরন্তর সেইরূপ কার্য্য পরম্পরা দ্বারা লোকদিগকে বিমোহিত ও চমৎকৃত করিয়া রাখিতে হয়। ভ্রম প্রমাদ উপস্থিত হইলেই তাহাতে সাধারণের দৃষ্টি আসিয়া পড়ে। হাজার ভাল কাজ কর তাহাতে নাম নাই। কিন্তু একবার মাত্র পদ স্খলিত হইলেই অধঃপতন হইবার কথা। যদি একটী সামান্য কার্য্যে দোষ ঘটে, তবে আর অখ্যাতি ও অযশের সীমাও থাকে না, পূর্ব্বে তাঁহাদ্বারা যত সৎকর্ম্ম সম্পন্ন হইয়াছিল, সে সমস্তই পণ্ড হইয়া যায়। উচ্চপদ অনুবীক্ষণ যন্ত্র সদৃশ। দোষ বা গুণ ক্ষুদ্র হইলেও তাহাতে বড় দেখায়। একেত পদ প্রাপ্তিই কঠিন। পাইলেও লোভসম্বরণ পূর্ব্বক

তাহা পরিত্যাগ করা যায় না, বিশেষতঃ যাহারা সসম্ভ্রমে কিছুদিন কর্ম্ম কাজ করিয়াছে, নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকা তাঁহাদিগের পক্ষে বিলক্ষণ ক্লেশকর।

উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিরা লোকের ভাল মন্দ উভয়ই করিতে পারেন। ফলতঃ যাঁহারা মন্দ না করিয়া কেবল ভাল করিবার জন্য চেষ্টা ও উদ্‌যোগ করেন, তাঁহাদিগেরই উচ্চ পদারোহণ শোভা পায়। অনেকের আশয় অতি উচ্চ। অথচ সুযোগ ও সুবিধা না হওয়াতে হৃদয়ের অভিপ্রায় হৃদয়েই লীন হইয়া যায়। সাধারণের শুভানুষ্ঠান জন্য উচ্চপদ কামনা করা অপ্রশংসার কাজ নয়। শুদ্ধ আশয় সৎ হইলে কি হইবে, হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করাও চাই।

কার্য্য সম্পাদন কালে প্রাচীন লোকের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে হয়। এরূপে সমস্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে হইবে, যেন উত্তরকালীন লোকেরা সেই দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিয়া চলে। যে সকল পূর্ব্ববর্ত্তী লোকেরা সেই পদে অপদস্থ বা অযশঃগ্রস্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের দোষোৎকীর্ত্তন বা দুর্নাম করিতে নাই। সাবহিত চিত্তে দুরূহ ও জটিল কার্য্য কলাপ নির্ব্বাহ করিয়া নিজ কৃতিত্ব প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে সাধারণে পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যক্তির কার্য্যের সহিত তুলনা করিয়া কাহার যে দোষ গুণ তাহা আপনারাই ব্যাখ্যা করিবে।

কোন কুরীতি সংশোধন কালে দাম্ভিকতা ও অহমিকা প্রকাশ করা অবিধেয়, চিরপ্রথা উঠাইবার সময়, মন্দের সহিত যাহাতে ভাল ব্যবহার উঠিয়া না যায়, তৎপ্রতি বিলক্ষণ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। যে নিয়মে কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে, লোকে

যেন অগ্রেই তাহার পরিণামফল বুঝিয়া লইতে পারে. প্রয়োজন হইলে নিজকৃত নিয়ম পরিবর্ত্তন করিলে হানি নাই। কিন্তু পূর্ব্বেই সাধারণের সাক্ষাতে সেই পরিবর্ত্তনের হেতুও বিশদ রূপে প্রকাশ করা উচিত।

সর্ব্বদা স্বীয় পদের গৌরব ও ক্ষমতা রক্ষা করিতে হয়। মুখে বিবাদ ও তর্জন গর্জ্জন করা অপেক্ষা কার্য্যদ্বারা ক্ষমতা প্রদর্শন করাই তেজস্বীর কার্য্য। অধীনস্থ ব্যক্তির অধিকার ও ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করিতে নাই। অধ্যক্ষতা করিয়া ও পরামর্শ দিয়া প্রভুত্ব করিতে পারিলেই মান বৃদ্ধি হয়। কোন কার্য্যানুষ্ঠান কালে পাঁচ জনের পরামর্শে অবহেলা করা অবিজ্ঞের লক্ষণ। স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া সেই পরামর্শের ঔচিত্যানৌচিত্য স্থির করিয়া কার্য্য সাধন করিতে হইবে।

বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য নির্ব্বাহের নিয়ম করিতে হয়। হাতের কাজ না সারিয়া অন্য কার্য্যে হস্তার্পণ করিতে নাই। তাহা করিলে কোন কার্য্যই সময়মত সম্পন্ন হইবে না। উৎকোচ লওয়া বড় দোষ, তদ্বিষয়ে হৃদয়ের সহিত ঘৃণা প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে লোকে উৎকোচগ্রাহী বলিয়া সন্দেহ করিতে পারে না। বিশেষতঃ অধীনস্থ কর্ম্মচারীরাও যাহাতে অর্থী প্রত্যর্থীর নিকট হাত পাতিতে না পারে, তাহাতেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সহকারীর মধ্যে ব্যক্তি বিশেষের প্রতি অনুচিত অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে নাই। কেহ বিশেষ প্রিয় পাত্র হইলে লোকে তাহাকে উৎকোচ আহরণের গুপ্তদ্বার জ্ঞান করিবে।

কার্কশ্য প্রদর্শনে কোন ফল নাই। তাহাতে কেবল নিরর্থক লোক চটিয়া যায়। অধিক মৃদু বা অত্যন্ত খর হওয়া অকর্ত্তব্য। খর কর্ত্তৃক লোক উত্তেজিত হয়, আর মৃদু হইলে নিজের পরিভব প্রাপ্তির কথা। মধ্য ভাবাপন্ন হইলে লোকে ভয় ও ভক্তি করে। বিদ্রূপ বাক্যে যত অসন্তোষ জন্মে, আর কিছুতেই লোকে তত বিরক্ত হয় না। অনুরোধে বা উপরোধে কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করা অবিধেয়। তাহা উৎকোচ গ্রহণ অপেক্ষাও অধিক ঘৃণিত বলিয়া পরিগণিত হয়।

পদস্থ হইয়া অনেকের মহৎ দোষ সকল সংশোধন হইতে দেখা গিয়াছে। মান সম্ভ্রম লাভের পর কুপ্রবৃত্তি দমন করা মহত্বের লক্ষণ। যদি দলাদলি থাকে, তবে কার্য্য উদ্ধারের জন্য কোন দলে প্রবেশ করা দূষ্য নয়। কিন্তু অভিলষিত বিষয় হস্তগত হইলে আর দল বিশেষের পক্ষপাত করিতে হয় না। তখন উভয় পক্ষেই সমদৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। সহকারী দিগকে বিষয় বিশেষে পরামর্শ দাতৃরূপে নিযুক্ত করা উচিত। তাহাদিগের যে বিষয়ে অধিকার নাই, তাহাতে মধ্যস্থ হইতে পারিলে উপরিস্থ কর্ম্মকর্ত্তার প্রতি তাহারা অতিশয় সন্তোষের সহিত অনুরক্ত হইয়া উঠে। লৌকিক ব্যবহার কালে সাধারণের ন্যায় আচরণ করিতে হয়। কিন্তু কর্ম্মস্থানের আসনে উপবেশন করিলে গম্ভীর ভাব ধারণ করা কর্ত্তব্য। তখন সকল ব্যক্তির প্রতিই উদাসীনবৎ ব্যবহার প্রদর্শন করা উচিত।

দরিদ্রতা।

সংসারে দরিদ্র লোকের সংখ্যাই অধিক, দরিদ্রতার ন্যায় কষ্টপ্রদ অবস্থা আর দ্বিতীয় নাই। দরিদ্রের পদে পদে দুঃখ ও অপমান, হাজার বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন হইলেও এক দরিদ্রতাদোষে সকল গুণ বিফল হইয়া যায়। বংশ মর্য্যাদাই বল, আর গুণ গৌরবই বল, দরিদ্র ব্যক্তি কিছুতেই গৌরবান্বিত হন না। নিরক্ষর নির্ব্বোধ লোক ধনশালী হইলে দশের নিকট যশের পাত্র হইয়া থাকে, কিন্তু বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির ধন না থাকিলে তাহাকে কেহই গণ্য, মান্য ও গ্রাহ্য করে না।

পুত্রের প্রতি জনক জননীর যে রূপ অনির্ব্বচনীয় স্নেহ ও বাৎসল্য থাকে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু দরিদ্র সন্তানকে সেই পিতামাতাও স্নেহ চক্ষে দৃষ্টি করেন না. পত্নী দরিদ্র স্বামীকে ভাল বাসে না। ভৃত্য, প্রভুর দারিদ্র্য ভাব দেখিলে ভক্তি শ্রদ্ধা বিসর্জন করিয়া সেবা শুশ্রূষা ও আজ্ঞা পালনে বিমুখ হয়। বন্ধু বান্ধব, দরিদ্র মিত্রকে পরিত্যাগ করিয়া যায়। তাহারা অর্থপ্রার্থনা শঙ্কায় দরিদ্র বন্ধুর সহিত দেখা সাক্ষাৎ পর্য্যন্তও রহিত করে। ফলতঃ দারিদ্র্য অশেষ দোষের আকর।

দরিদ্রতা ঘটিবার অনেক গুলি কারণ আছে, তন্মধ্যে চারিটী হেতু সমধিক বলবৎ। পরিশ্রমকাতর অলস-প্রকৃতি লোকেরা নিঃসন্দেহ দরিদ্র হইয়া থাকে। যাহারা অপরিমিত ব্যয়শীল তাহাদিগকেও দরিদ্র হইতে হয়। দ্যূতক্রীড়াকারী ও মাদকসেবকেরাও দরিদ্র দশায় নিপতিত

হইয়া অনেক দুঃখ পায় ও সাধারণের ঘৃণার ও নিন্দার আস্পদ হইয়া উঠে। বহু পরিবারবিশিষ্ট ব্যক্তিরও দরিদ্রতা অপরিহার্য্য। এই জন্য ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্য দেশবাসীরা ধনশালী ও পরিবারপালনের ক্ষমতাশালী না হইলে বিবাহ করেন না। নির্ধন বা পরিবার পালনে অক্ষম ব্যক্তির সহিত বুদ্ধিমান্ লোকেরা আপন কন্যার বিবাহ দিতে অসম্মত হইয়া থাকেন।

দরিদ্র ব্যক্তির বহুপুত্র জন্মিলে বড়ই দুঃখের বিষয় হয়। তাহারা পুত্র গুলিকে উপযুক্ত অসন বসন ও শিক্ষা দিতে পারে না। সুতরাং সেই দরিদ্রের দরিদ্র সন্তানগুলি প্রত্যেকে আবার এক একটী দরিদ্র পরিবারের স্রষ্টা হইয়া উঠে। এই রূপে সংসার ক্রমে ক্রমে দরিদ্রলোকে পরিপূর্ণ হইয়াছে। দরিদ্র ব্যক্তির বহু পুত্র জন্মিলে দারিদ্র্য, অধিকতর ভয়ানক-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নিরতিশয় ক্লেশ প্রদান করিয়া থাকে।

পরিশ্রমক্ষম, মিতব্যয়ী, পরিণামদর্শী, চতুর চূড়ামণির কখনই দরিদ্রতা নিবন্ধন ক্লেশ পাইতে হয় না। তিনি সকল প্রকার দুর্দ্দশার মস্তকে পদার্পণ করিয়া অকুতোভয়ে দুঃখ-ক্লেশ সঙ্কুল সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া থাকেন।

নীতি-শিক্ষা।

ব্যবহারিক কার্য্যাধ্যায়।

পরস্পর ব্যবহার।

জগতের সমুদায় প্রাণী ও সকল ব্যক্তিই পরস্পর নানা সম্বন্ধ সূত্রে আবদ্ধ। পদ এবং মর্য্যাদাও সকলের সমান নয়। কেহ রাজা, কেহ প্রজা, কেহ প্রভু, কেহ ভৃত্য, কেহ ধনী, কেহ নির্দ্ধন, কেহ প্রধান, কেহ নিকৃষ্ট, এইরূপ নানা অবস্থা-পন্ন নানাবিধ লোক আছে। যাহার যেমন অবস্থা, পদ ও সম্ভ্রম, তাহার প্রতি তদনুরূপ সম্মান ও সম্ভ্রম প্রদর্শন করা আবশ্যক। কাহাকেও অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা করা উচিত নয়, করিলে মূর্খতা প্রকাশ পায়। আর যাহাকে অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা করা যায়, সে অতিশয় রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে। লোককে মিষ্ট কথায় যেমন বশ করা যায়, অন্যবিধ সহস্র উপায়েও তাহার শতাংশের একাংশ হইতে পারে না।

সম্মান প্রদর্শন মুখের কথা মাত্র। তাহাতে কিছুমাত্র অর্থ ব্যয়ের আবশ্যক করে না। যাহারা এই সকল বিষয় বুঝিয়া লোকের সহিত ব্যবহার করিতে পারে, তাহারাই চতুর চূড়ামণি।

পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, তাঁহাদিগের আজ্ঞা প্রতিপালন ও অনুরোধ রক্ষা, আর যাহাতে

তাঁহারা সুখী ও সন্তুষ্ট থাকেন সেই রূপ চেষ্টা করা সর্ব্বতো-ভাবে কর্ত্তব্য।

ভ্রাতা ও ভাগিনীর সহিত সদয় ও সস্নেহ ব্যবহার করা উচিত। যাহাতে সৌভ্রাত্র ভাব পরিবর্দ্ধিত হয়, সেই রূপ আচরণ সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। তদ্ভিন্ন আর যাহাদিগের সহিত যেরূপ সম্বন্ধ তাহাদিগের সহিত তদনুরূপ ব্যবহার করিতে হয়। সামান্য ব্যক্তিকেও মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিতে হইবে। কাহারও প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন ও কার্কশ্য প্রয়োগ করিতে নাই।

দাস দাসীর প্রতি সদ্ব্যবহার করিলে তাহারা সন্তুষ্ট থাকে, এবং প্রাণ পণে প্রভুর কার্য্য সম্পাদন করিতে চেষ্টান্বিত ও যত্নশীল হয়। কিন্তু কার্কশ্য প্রদর্শন করিলে তাহারা নিতান্ত দুঃখিত ও অসন্তুষ্ট হইয়া কার্য্য করে, তাহাতে তাহাদিগের সম্পাদিত কোন কর্ম্মই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে না।

বিনয় ও শিষ্টাচার যেমন লোকদিগকে বশীভূত করিবার উপকরণ, তেমন আর কিছুই নয়। বিনয় ও শিষ্টাচারের প্রয়োজন বলিয়া কাহারও তোষামোদ করা কর্ত্তব্য নয়, নিতান্ত চাটুকার ও নম্রপ্রকৃতি হইলে সকলেই তাহাকে অসার এবং অপদার্থ জ্ঞান করে। অবস্থা হীনই হউক, কি উন্নতই হউক, আপনার ও পরের মান সম্ভ্রমের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কথা বার্ত্তা কহিলে সকলেই সন্তুষ্ট থাকে।

যাহাতে কাহারও শারীরিক কি মানসিক ক্লেশ হয়, প্রাণা-ন্তেও তাহার অনুষ্ঠান করিতে নাই। সৎকার্য্যের নানা বিঘ্ন, এজন্য সুবিধা হইলে তাহা তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন করিবে। আর কাহারও অনুরোধে বা নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য অসৎ কার্য্য

অনুষ্ঠানের ইচ্ছা জন্মিলে তৎসম্পাদনে যতই বিলম্ব হয়, ততই মঙ্গল। বরং সর্ব্বস্ব নাশও স্বীকার্য্য, তথাপি ও অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে নাই।

যিনি সরলতায় মিত্র বর্গকে, নীতি ও বলে শত্রুমণ্ডলীকে, ধনে লোভীদিগকে, গুণে বন্ধু বান্ধবদিগকে এবং আদরে ও শীলতায় সাধারণকে বশীভূত করিতে পারেন, তিনিই ব্যবহারকুশল।

অনেকে অকারণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবদিগকে ক্লেশ দেয়, ও তাহা দিগের প্রাণবধ করে, ইহা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। যদি কোন প্রবল প্রাণী আমাদিগের প্রতি সেই রূপ নির্দয় আচরণ করে, তবে তাহাতে কি আমরা সন্তুষ্ট হই?

আমোদ প্রমোদ বা কাজ কর্ম্মের সুবিধার জন্য যদি আমরা কোন জন্তু পুষি, তবে সেই পোষিত জন্তুকে উপযুক্ত আহার দিয়া উপযুক্ত স্থানে রাখিতে হয়, এবং তাহা দিগের শক্তি ও সামর্থ্য বিবেচনা করিয়া কর্ম্মে নিযুক্ত করা উচিত। প্রাণী দিগকে অকারণে ক্লেশ দেওয়াতে নির্দ্দয়তা ও নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পায় মাত্র।

পীড়া বা অন্য কোন কারণে বিকলাঙ্গ বা কুৎসিত আকারের লোক দেখিলে বিদ্রূপ করিতে নাই। তোমায় বিবেচনা করা উচিত যে যদি কোন কারণে তোমার শরীর সেই রূপ বিকৃত ও বিশ্রী হয়, তবে অপরে দেখিয়া উপহাস করিলে তুমি তাহাতে ব্যথিত হও কিনা?

যে পরের দুঃখ দেখিয়া আহ্লাদিত হয়, পরের সুখে যাহার দুঃখ জন্মে, আর পরের শ্রীবৃদ্ধিতে যে কাতর হইয়া পড়ে, তাহাকে মানুষ না বলিয়া লাঙ্গুলহীন দ্বিপদ পশু জ্ঞান করাই উচিত।

এ ব্যক্তি আত্মীয় আর ও আমার শত্রু, লঘুচেতা লোকেরাই এরূপ বিবেচনা করে, কিন্তু উদার প্রকৃতি লোকেরা সংসারের সমস্ত ব্যক্তিকেই কুটুম্ব জ্ঞান করিয়া থাকেন।

অকারণে কাহাকেও বিরক্ত করিতে নাই। সেরূপ আচরণ করিলে লোকে রাগান্ধ হইয়া বিবাদ বিসম্বাদে প্রবৃত্ত হয়। কাহাকেও কোন অন্যায় কর্ম্ম করিতে দেখিলে তাহা নিবারণ করিবার জন্য ক্রুদ্ধ হইয়া কলহ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। সে কথা লইয়া পাঁচজন একত্র হইয়া বাদানুবাদ করাও উচিত হয় না। বরং অন্যায়কারী ব্যক্তিকে নির্জনে ডাকিয়া তাহার অনুষ্ঠিত বা কৃত কর্ম্মের দোষ গুণ বুঝাইয়া দিলেই বিলক্ষণ আত্মীয়তা ও বিচক্ষণতা প্রকাশ পায়।

বড় লোক হইবার ইচ্ছা থাকিলে জন সমাজে ছোট হইয়া চলিতে হয়। নিরহঙ্কার ও অভিমানশূন্য ব্যক্তিকেই সকলে বড় লোক বলিয়া মান্য করে।

গম্ভীরতা মনুষ্যের একটী মহৎ গুণ, কিন্তু নীরব ও নিস্তব্ধ গম্ভীরতাও বড় ভাল নয়। সজ্জন সহবাস, সাধুপ্রসঙ্গ, সৎ আলাপ ও দোষসম্পর্কশূন্য আমোদ প্রমোদ—এই সকল বিষয়ে প্রীতিস্থাপন করা পরম সৌভাগ্যের বিষয়।

কপটতা অবিশ্বাসের মূল। কপটাচারী ব্যক্তিকে কেহই বিশ্বাস করে না। যাহার মনে এক, মুখে আর, সে বড় ভয়ানক লোক, মনে মুখে এক না হইলে কাহারও সহিত মিশিবার উপায় নাই।

কেহই অভ্রান্ত নয়। ভ্রম প্রমাদ মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। আমি যাহা কহিয়াছি, করিয়াছি বা দেখিয়াছি, তাহাই

ঠিক, অন্যের কথিত, কৃত বা দৃষ্ট, কিছুই নয়, এই রূপ কথা বলিয়া তর্ক বিতর্ক করা মূর্খের লক্ষণ। এরূপ স্থলে হারি মানিয়া নীরব হওয়াই বিজ্ঞতার কর্ম্ম।

ক্রোধাদি বৃত্তি গুলি যেমন মনের নৈসর্গিক ধর্ম্ম, সেই রূপ তাহাদিগকে চরিতার্থ করিবার বিশেষ বিশেষ স্থলও নির্দ্দিষ্ট আছে। সেই সকল বৃত্তির বেগ উপস্থিত হইলে ধৈর্য্যাবলম্বন দ্বারাই তাহাদিগের সদ্ব্যবহার হইয়া থাকে।

তুমি পরের নিকট হইতে যে রূপ ব্যবহার প্রাপ্তির আশা কর, তাহাদিগের সহিতও তোমার সেই রূপ আচরণ করা উচিত। মুকুরে প্রতিবিম্বদর্শনের ন্যায় পরস্পরের সহিত পরস্পরের ব্যবহার, একথা সর্ব্বদা মনে রাখা কর্ত্তব্য। লোকে কথায় বলে, আরসির মুখ আর পড়্‌সির মুখ, যেমন দেখাও, তেমনই দেখিতে পাইবে।

শিশু সকল দুর্ব্বল প্রকৃতি ও চঞ্চল মতি হইলেও বিলক্ষণ উৎসাহশীল ও ক্ষিপ্রকর্ম্মা; যুবাগণ উদ্যমশীল, বলিষ্ঠ, ও রভসকারী; আর বৃদ্ধেরা বহুদর্শী, সমীক্ষ্যকারী ও পরিণামদর্শী। অতএব বালকের উৎসাহ, যুবার বল, এবং বৃদ্ধের পরামর্শে যদি কোন কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তবে তাহা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

যখন কেহ তোমার সুখ্যাতি করে, তখন অবনত মস্তকে তাহা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। প্রশংসাকারীর সহিত একত্র হইয়া আপন মুখে আপনার গুণ গৌরব প্রকাশ করা উচিত নয়।

নিন্দাকারীকে শত্রুজ্ঞান না করিয়া মিত্র বলিয়া বিবেচনা

করাই কর্ত্তব্য। মুখ দেখিবার জন্য মুকুর আছে, কিন্তু আপন চরিত্র দর্শনের কোন উপায় নাই। কেবল নিন্দুকের মুখে তাহা দেখা যায়। তোমার যে সকল দোষ আছে, নিন্দুকেরা তাহা যথাযথ প্রকাশ করিলে সংশোধনের উপায় হইতে পারে। যদি তুমি সৎ প্রকৃতি হও, তবে কেহই আর তোমার দোষোৎকীর্ত্তন করিতে সাহস করিবে না।

যে সকলের মনোরঞ্জন করিতে চেষ্টা করে, সে এক জনকেও সন্তুষ্ট করিতে সমর্থ হয় না। জগতের প্রত্যেক ব্যক্তিই বিভিন্ন রুচি বিশিষ্ট। নিঃসপত্ন লোক সংসারে অতিশয় দুর্লভ।

সত্যবাদিতা ও মিথ্যাখ্যান।

সদা সত্য কথা কহিবে, ও সত্য ব্যবহার করিবে। সত্য-পরায়ণ লোককে সকলেই ভাল বাসে। দুষ্টলোকেরা সত্য-বাদীকে যত ভয় করে, রাজপুরুষ দেখিয়াও তত ডরায় না; একথা নিতান্ত অত্যুক্তি নয়। সত্যশীল ব্যক্তি সর্ব্বত্র আদর-ণীয়, মাননীয় ও পূজনীয় হইয়া থাকেন।

সত্য কহিতে ইচ্ছা থাকিলে মিতভাষী হইতে হয়। যে স্থলে সত্যের আদর নাই, সেখানে সুখ সচ্ছন্দে তিষ্ঠিয়া থাকা যায় না। সত্যবাদী লোকেরা শত্রুর যশোগানে এবং গুরুর দোষোৎ-কীর্ত্তনেও কুণ্ঠিত হন না। ধর্ম্মই বল, আর বিশ্বাসই বল, এবং সাংসারিক ব্যবহারই বল, সত্য নিষ্ঠাই এই সকলের মূলভিত্তি, যেখানে সত্য নাই, সে স্থলে ইহার কিছুই থাকিতে পারে না।

সত্য কথা কহিতে হইবে বলিয়া অকারণ কাহারও গৃহ ছিদ্র প্রকাশের প্রয়োজন নাই। যেখানে সত্য কথায় ব্যক্তি বিশেষের মনঃকষ্ট বা ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, সে স্থলে মৌনাবলম্বনই উপযুক্ত। এ নীতি ধর্ম্মাধিকরণে প্রতিপাল্য হইতে পারে না। কেননা, বিচারালয় দুর্ব্বিনীতের দমনের স্থান, বিশেষতঃ বিচারালয়ে সাক্ষী স্বরূপ উপস্থিত হইয়া সত্য কথা কহিবার জন্য শপথ করিতে হয়; এস্থলে তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করা যুক্তিযুক্ত নয়। সেরূপ আচরণ করিলে সাক্ষীকে অবশ্যই দণ্ডিত হইতে হয়। সত্য সাক্ষ্য না দিলে দুষ্টলোকেরা প্রশ্রয় পাইয়া পুনঃ পুনঃ শান্তি ভঙ্গ করে, তাহাতে লোক স্থিতির বহু প্রকার বিঘ্ন বিপত্তির সম্ভাবনা।

মিথ্যাখ্যানের অনেক দোষ। মিথ্যাবাদীকে কেহই বিশ্বাস করে না। মিথ্যা কথা কহিয়া একবার ধরা পড়িলে তাহার সত্যকথাও লোকে মিথ্যা জ্ঞান করে। অনৃতবাদী যতই কেন সাবধান হইয়া কথা কহুক না, শ্রোতাগণ শ্রবণ মাত্রই তাহা মিথ্যা বলিয়া বুঝিতে পারে।

অনেকে সঙ্গতি জানাইবার জন্য আমি এত বড়লোক, তত বড়লোক, আমার ইহা আছে, উহা আছে, বলিয়া আড়ম্বর করে। কিন্তু সেকথা শুনিয়া কাহারও বিশ্বাস হয় না। ফলতঃ শ্রোতারা বক্তাকে অসার ও অপদার্থ জ্ঞানে পরস্পর আকার ইঙ্গিতে বিদ্রূপ করিয়া থাকে।

অনৃতবাদী যে মিথ্যা কহিয়া শুদ্ধ আপনার অনিষ্ট করে, তাহাও নয়। তাহাতে অন্যেরও নানা প্রকার ক্ষতি হয়।

মিথ্যা সাক্ষ্য দ্বারা যে কত শত লোকের সর্ব্বনাশ ও প্রাণ দণ্ড হইয়া থাকে, তাহার সংখ্যা করাই কঠিন।

সকল প্রকারের মিথ্যা কথায় সমান অপকার হয় না বটে, কিন্তু মিথ্যা মাত্রকেই অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা করা উচিত। অনেক বালক কোন প্রকার অন্যায় কার্য্য করিয়া দণ্ডিত হইবার ভয়ে অভিভাবকের নিকট তাহা অস্বীকার করে, পরে একটী মিথ্যা গোপন করিবার জন্য আর পাঁচটী মিথ্যা কথা সাজাইয়া বলে; এইরূপে সে অনৃত কথনে অভ্যস্ত ও পরিপক্ব হইয়া উঠে। এরূপ ব্যবহারের পরিবর্ত্তে সে যদি আপন দোষ স্বীকার করিয়া আর কখনও এমন কর্ম্ম করিব না বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে তাহাকে দণ্ডিত হইতেও হয় না, এবং ভূরি ভূরি মিথ্যা কথা কহিবার দায়েও পড়িতে হয় না। একবার ত্রুটি স্বীকার পূর্ব্বক ঘাটি মানিলেই সকল চুকিয়া যায়।

কোন কারণ নাই, অথচ স্বেচ্ছা পূর্ব্বক কেহ কেহ মিথ্যা কথা কয়; প্রবঞ্চনা, অপকার, অথবা অভীষ্ট সাধন তাহার উদ্দেশ্য নয়। তাহা কেবল তরলতা ও অসাবধানতা প্রযুক্তই ঘটিয়া থাকে। বর্ণিত বিষয়ের চমৎকারিতা সম্পাদনার্থেও কেহ কেহ কোন কোন অংশ মিথ্যা সাজাইয়া বলে। যাহা দৃষ্ট বা শ্রুত হওয়া যায়, তাহা যথাযথ বর্ণনা করিলেই যথেষ্ট হয়, তজ্জন্য মিথ্যাখ্যানের কোন কারণই পরিদৃষ্ট হয় না।

কোন কোন অতিবুদ্ধি ব্যক্তি হতগজ করিয়া এরূপ ভাবে মিথ্যা কথা বলে যে, সে সমস্ত শুনিলে আপাততঃ সত্য বলিয়া প্রতীতি হয়, কিন্তু তাহার অর্থ সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। বক্তারা বিবেচনা করে, যে এ প্রকারে কথা কহিলে মিথ্যা বলা হয় না।

যে ভাবেই উক্ত হউক না কেন, যখন অপরকে প্রতারণা করাই সেই বাক্যের উদ্দেশ্য, তখন তাহা বিষকুম্ভ পয়োমুখ তুল্য সত্যাচ্ছাদিত মিথ্যা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?

কেহই মিথ্যা কহিয়া এড়াইয়া যাইতে পারে না। তাহা আজি হউক, কালি হউক, বা দশদিন পরেই হউক, প্রকাশ হইবেই হইবে। তখন মিথ্যাবাদীর জন সমাজে ঘৃণিত ও লজ্জিত হইবার কথা। অতএব প্রকাশ পাইলে লজ্জা পাইতে হইবে এ বিবেচনা করিয়া মিথ্যাখ্যান পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ।

প্রাচীন নীতিজ্ঞেরা কহিয়াছেন, যে স্ত্রীলোকের নিকট আমোদ স্থলে, বিবাহ কালে, সম্পত্তিরক্ষার জন্য, আর প্রাণ রক্ষার কারণ, বা অন্যবিধ উপস্থিত শঙ্কটে, মিথ্যা কথা কহিলে তত দোষ হইতে পারে না। ইহা যে কিরূপ নীতি তাহা বুঝিয়া উঠা সম্পূর্ণ কঠিন। নব্যনীতিজ্ঞেরা কহেন, কোন স্থলেই মিথ্যা কথা কহিতে নাই, মিথ্যা সর্ব্বথা পরিহার্য্য

কর্ত্তব্যনিষ্ঠা।

কাহারও কোন কর্ম্মের ভার লইলে, তাহা সাধ্যানুসারে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করা উচিত। যাহার কার্য্য, সে স্বয়ং করিলে যেরূপ সুসম্পন্ন হইত, ভার প্রাপ্ত ব্যক্তিরও সেই প্রকারে নির্ব্বাহ করিতে হয়। তাহা না করিলে সম্পূর্ণ অধর্ম্ম হয়। সেই কার্য্য সুচারু রূপে নির্ব্বাহ করিবার ক্ষমতা আছে কি না, অগ্রে তাহা বিবেচনা পূর্ব্বক ভার লওয়া উচিত।

অর্থ লাভ বা পুরস্কার প্রত্যাশায়, যাহারা কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগকে নিযোক্তার ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে

হইবে। নিয়োগ কর্ত্তা যাহাকে তাহাকে কর্ম্মে নিযুক্ত করেন না; যে ব্যক্তিদ্বারা স্বীয় কার্য্য উত্তমরূপে নির্ব্বাহের সম্ভাবনা বোধ করেন, তাহাকেই নিযুক্ত করিয়া থাকেন। নিযুক্ত ব্যক্তি যদি যথাকথঞ্চিৎ রূপে সেই কার্য্য করিয়া বেতন বা পুরস্কার লয়, তবে নিয়োক্তাকে প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা করা হয়। প্রবঞ্চক ও প্রতারককে কেহই বিশ্বাস করে না। প্রবঞ্চনাদোষ প্রকাশ হইলে ভবিষ্যতে অন্যের নিকটেও কর্ম্ম কাজ পাইবার ব্যাঘাত হইয়া থাকে।

যাহারা নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হয়, আর যদি কিয়ৎক্ষণ আলস্যে কাটাইয়া সমস্ত সময়ের নিরূপিত পারিশ্রামিক গ্রহণ করে, তবে গৃহীত অর্থের কিয়দংশ চুরি করার তুল্য হয়।

যদি কোন বস্তুবিক্রেতা কাহারও নিকট বিক্রীত দ্রব্যের নির্দ্দিষ্ট মূল্য অপেক্ষা কিছু অধিক করিয়া লয়, তবে তাহাও চুরি বলিয়া গণ্য হইতে পারে। সেই রূপ কোন কর্ম্মচারী, প্রভুর অনভিমতে ও অজ্ঞাতসারে কাহারও কোন কর্ম্ম করিয়া বা কোন রূপ সহায়তা করিবার আশ্বাস দিয়া যে অর্থ গ্রহণ করে, তাহাও চুরি করার সমান। সেই অর্থকেও উৎকোচ বলে। কেন না যে সময় প্রভুর কার্য্য সম্পাদন করিতে হয়, সেই কাল অন্যের কার্য্যে ব্যয় করা নিতান্ত গর্হিত কর্ম্ম। তদ্ভিন্ন উৎকোচ গ্রাহীরা আরও অনেক প্রকার অপরাধে অপরাধী বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

যাহার প্রতি কার্য্য বিশেষে লোক নিযুক্ত করিবার ভার থাকে, তাহার কার্য্যকুশল ও কর্ত্তব্য পরায়ণ লোক নির্ব্বাচন পূর্ব্বক

নিযুক্ত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আত্মীয় স্বজন বলিয়া বা উপরোধে অনুরোধে পড়িয়া অর্থগ্রহণ পূর্ব্বক অথবা ভবিষ্যৎ কোন উপকারের প্রত্যাশায় অনুপযুক্তলোক নিযুক্ত করা অত্যন্ত অন্যায়।

বিচারকদিগকেও ন্যায় ও ব্যবস্থানুসারে ধর্ম্মপ্রমাণ বিচার নিষ্পত্তি করা উচিত। ক্রোধ লোভাদির বশীভূত হইয়া পক্ষপাত করিলে কত লোকের যে সর্ব্বনাশ হইতে পারে, তাহার ইয়ত্তা করাই কঠিন। প্রাড়্বিবাক ধর্ম্মাধিকরণে উপবিষ্ট হইয়া অবিচার করিলে সংসার পাপ স্রোতে প্লাবিত হইয়া যায়, এবং পাপাত্মারা অতিশয় প্রশ্রয় পায়।

কেহ কোন বিষয়ের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে যাহা ভাল বলিয়া বোধ হয়, এবং যাহাতে জিজ্ঞাসু ব্যক্তির সর্ব্বতোভাবে কল্যাণ সংসাধিত হইতে পারে, তদনুরূপ যুক্তি দেওয়াই কর্ত্তব্য।

কাহারও স্বভাব চরিত্র যত দূর ও যেরূপ জানা থাকে, অপরকে তাহার বিপরীত বলিয়া প্রতারণা করিতে নাই। কাহাকে প্রশংসা-পত্র দিতে হইলেও তাহাতে যথার্থ বিষয় প্রকটিত হওয়া যুক্তি সঙ্গত। রীতি প্রকৃতি যত দূর জানার সম্ভব, তাহাই যথাযথ রূপে ব্যক্ত করা উচিত। ভালকে মন্দ এবং মন্দকে ভাল বলিয়া মুখে বা লিপিদ্বারা প্রকাশ করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নয়।

কেহ অজ্ঞতাবশতঃ কোন তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া অন্যথা সিদ্ধান্ত করিলে তাহা তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করা ভাল। অযৌক্তিক উপদেশে কুসংস্কার বদ্ধমূল হইলে নানাবিধ অপকারের সম্ভাবনা।

ঋণ বিষয়িণী ন্যায়পরতা।

অনিবৃত্তি উপস্থিত হইলে প্রত্যর্পণের অভিপ্রায়ে অন্যের নিকট হইতে যে অর্থাদি গৃহীত হয়, তাহাকে ঋণ বলে। ঋণ তিন প্রকার; আর্থিক, পারিশ্রমিক ও ব্যবহারিক। নগদ টাকা, হুণ্ডি ও নোট প্রভৃতি গ্রহণকে আর্থিক ঋণ কহে। সময় ক্রমে অর্থ দিবার বন্দোবস্ত করিয়া অন্যের দ্বারা কোন কার্য্য করিয়া লওয়া পারিশ্রমিক ঋণের উদাহরণ। আর বিলম্বে মূল্য প্রদান অঙ্গীকার করিয়া কাহারও বস্ত্র প্রভৃতি বস্তুজাত এবং পরিশোধকালে অধিক দেওয়ার প্রস্তাবে যে শস্যাদি কর্জ লওয়া হয়, তাহাকে ব্যবহারিক ঋণ বলা যায়। ঋণ দাতার নাম উত্তমর্ণ বা মহাজন, আর ঋণগ্রহীতাকে অধমর্ণ বা খাতক বলিয়া থাকে।

ঋণদাতার লাভ, তিনি যে অর্থ বা বস্তু অথবা শ্রম ঋণে নিয়োগ করেন, তাহা লাভের সহিত প্রতিপ্রাপ্ত হন, আর ঋণগ্রহীতার লাভ, তাহার অপ্রতুল কালে উপকার দর্শে।

ঋণ প্রদান পরস্পর বিশ্বাসের উপর বিলক্ষণ নির্ভর করে। যেখানে তাহার অভাব, সেই স্থানেই বন্ধক বা প্রতিভূ লইবার রীতি। ঋণ দাতার বিশ্বাস যে, যাহা কর্জ দেওয়া হয়, তাহা বৃদ্ধির সহিত পুনঃ প্রাপ্ত হইবে। যদি প্রদত্ত অর্থের পুনঃপ্রাপ্তি বা তাহাতে লাভ পাইবার আশা না থাকিত, তবে কেহই আপন অর্থাদি কাহাকেও কর্জ দিত না। আর তাহা হইলে সংসারে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটিত।

যে কোন প্রকারের ঋণ হউক না কেন, তাহা পরিশোধ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। পরের ঋণ পরিশোধ না করা অতিশয় অন্যায়।

মহাজন কর্জ দিয়া চোর হয় না। সে সামান্য লাভের লোভে ঘরের টাকা বাহির করিয়া দিয়া অপ্রতুলের সময় উপকার করিয়াছে; অথবা কোন শ্রমজীবী পশ্চাৎ কিঞ্চিৎ অধিক বেতন পাইবার লোভে শারীরিক পরিশ্রম করিয়া কোন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছে, এমন স্থলে তাহাদিগের প্রাপ্য পরিশোধ না করা নিতান্ত দস্যুতার কার্য্য ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?

পরিশোধের সংস্থান বা সম্ভাবনা না থাকিলে ঋণ করা উচিত নয়। এরূপ অবস্থায় ঋণ গ্রহণ ঘোরতর প্রবঞ্চনার কার্য্য, সুতরাং সেরূপ ঋণ ও চুরি এই উভয়ের মধ্যে কোন ইতর বিশেষ আছে বলিয়া বোধ হয় না।

চুরি করা যেমন অন্যায়, কোন ব্যক্তিকে প্রতারণা করিয়া ঋণ গ্রহণ করাও সেইরূপ ন্যায়ানুমোদিত কার্য্য নয়। চোর ধরা পড়িলে যেমন লোকনিগ্রহ ও রাজদণ্ড ভোগ করে, নাতান খাতককেও সেইরূপ প্রতিবেশীর নিগ্রহ ও রাজদণ্ড ভোগ করিতে হয়। চোরকেও যেমন কেহ ভাল বাসে না ও বিশ্বাস করে না, নাতান খাতকও সেইরূপ সকলের অবজ্ঞার আস্পদ হয়। সর্ব্বথা চোরের সহিত নাতান খাতকের তুলনা দেওয়া অসঙ্গত নয়।

ঋণ যতই অল্প হউক না কেন, সুবিধা পাইলেই তাহা পরিশোধ করা কর্ত্তব্য। সাধ্য সত্ত্বে ঋণ পরিশোধ না করা নিতান্ত অন্যায়। নীতিজ্ঞেরা কহিয়াছেন, ঋণ, অগ্নি, ব্যাধি ও শত্রু এই সকলের অল্প ভাগ অবশিষ্ট থাকিলে পুনরায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে। এই জন্য এই সকলের শেষ রাখিতে নাই। ন্যায়বান্ লোকেরা ঋণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন

না। সুযোগ ও সুবিধা উপস্থিত হইলেই তাঁহারা কড়া বট্
ক্রান্তি হিসাব করিয়া পরিশোধ করিয়া থাকেন।

বিনয়।

সাধারণের সহিত বিনীত ভাবে ব্যবহার করা মনুষ্য মাত্রেরই উচিত। বিনয় সদ্গুণ সমূহের অলঙ্কার স্বরূপ। আপনি আপনার প্রশংসা করিতে নাই। সুখ্যাতিবাদ পরের মুখেই শোভা পায়। আপনাকে আপনি বড় জ্ঞান করিলে জন সমাজে উপহাসাস্পদ হইতে হয়। লোকের যত কেন গুণ ও ক্ষমতা থাকুক্ না, যদি আপনাকে আপনি সামান্য জ্ঞান করিয়া চলে, আর লোকে বুঝিতে পারে, যে অমুক ব্যক্তি আপনাকে আপনি সামান্য জ্ঞান করিয়া থাকে, তবে নিরহঙ্কার বলিয়া তাহার সুখ্যাতি হয়। আবার সদ্গুণশালী ব্যক্তি যদি আত্মশ্লাঘা করিয়া বেড়ায়, তবে সকলেই তাহাকে ঘৃণা করে।

যাহার যে রূপ বিদ্যা, বুদ্ধি, ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্য নাই, সে যদি তাহা আছে, বলিয়া প্রকাশ করে, তবে লোকে তাহাকে বিশেষ রূপে অশ্রদ্ধা করিয়া থাকে, কেন না, যাহার যাহা আছে, সে তাহা অন্যের নিকট প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হয়; কিন্তু যাহার যাহা নাই, সে অন্যের নিকট সম্মানিত হইবার প্রত্যাশায় সেই সমস্ত আছে বলিয়া ভাণ করিয়া বেড়ায়। এরূপ মিথ্যা ভাণকারীর কথায় কখনই কেহ প্রত্যয় করে না। প্রত্যুত তাহাকে অনৃতবাদী বলিয়া সকলেই অবজ্ঞা করে।

অনেকের এরূপ স্বভাব যে সত্যই হউক, মিথ্যাই হউক, আপনার কথা বাহাল রাখিবার জন্য তর্ক বিতর্ক করিয়া থাকে। আর অন্যের কথা যথার্থ হইলেও তাহা উড়াইয়া দিতে চেষ্টা পায়। অধিকাংশ লোকেই আপনার মত ও সিদ্ধান্তকে অভ্রান্ত ও অখণ্ডনীয় জ্ঞান করে। আর পরের মত ও সিদ্ধান্তকে অপসিদ্ধান্ত ও ভ্রান্তি সংকুল বলিয়া স্থির করিয়া থাকে, কিন্তু সে রূপ বিবেচনা করা, কোন ক্রমেই উচিত হয় না। নিজের মত ও সিদ্ধান্ত যে ভ্রম প্রমাদ যুক্ত নয়, তাহার প্রমাণ কি? অন্যের মত ও সিদ্ধান্ত যে যথার্থ হইতে পারে না, তাহারও কোন কারণ নাই। মনুষ্য মাত্রেরই ভ্রম প্রমাদ আছে, এরূপ ভাবিয়া চলা সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

শিষ্টাচার।

সকল মনুষ্যই ভিন্নরুচি। প্রত্যেক ব্যক্তিরই মনের গতি পৃথক্ পৃথক্। যাহার মনে যাহা উদয় হয়, সে যদি অপর ব্যক্তিকে তাহাই কহে, তবে পরস্পর কলহ হইবার সম্ভাবনা। এজন্য পাঁচ জন একত্র বসিয়া কথোপকথন কালে, এরূপ কথা কহিতে হইবে, যে তাহাতে অন্যের মনে কোন ক্লেশ বা অসন্তোষ না জন্মে।

কাহাকেও পত্র লিখিতে হইলে সমুচিত সমাদর ও সম্মান প্রদর্শন করিয়া লেখা কর্ত্তব্য। অপরিচিত ব্যক্তিকেও বিনয়াবনত হইয়া লেখন লিখিতে হয়। আর পরিচিত লোক-দিগকে সম্বন্ধ ও সম্পর্ক বিবেচনা করিয়া পাঠাপাঠ লিখিবার

রীতি আছে। তাহার ব্যতিক্রম ঘটিলে যাহাকে পত্র লেখা যায়, তাহার অবমাননা করা হয়।

কেহ কাহারও নিকট গিয়া উপস্থিত হইলে তাহার উপযুক্ত অভ্যর্থনা করার আবশ্যক; আগন্তুক মাননীয় বা গুরুজন হইলে উঠিয়া দণ্ডায়মান হইতে হইবে। এবং তাঁহাকে অভ্যর্থনা সহকারে আসনে উপবেশন করাইয়া পশ্চাৎ আপনি বসিবার রীতি। সম্ভ্রান্ত লোক হইলে আসিতে আজ্ঞা হউক, বা আসুন, আর সমবয়স্ক ব্যক্তিকে আইস, প্রভৃতি প্রীতি-সূচক বাক্যে প্রত্যুদ্গম করিতে হয়। যে যেমন ব্যক্তি, তাহার সহিত তদনুরূপ বাক্যে আলাপ করা আবশ্যক। সামান্য ব্যক্তির সঙ্গেও সমাদর করিয়া কথা বার্ত্তা কহিতে হইবে। কাহাকেও অবজ্ঞাসূচক বাক্যে সম্বোধন বা সম্ভাষণ করিতে নাই। মিষ্টকথায় সকলেই তুষ্ট হয়। যে ব্যক্তি অপরকে অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্ব্বক কথাবার্ত্তা কয়, তাহার নিজের কোন লাভ নাই, কিন্তু যাহার প্রতি সেরূপ অবজ্ঞা প্রদর্শিত হয়, সে তাহাকে অভদ্র ভাবিয়া অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে।

কথোপকথন কালে যে ব্যক্তি প্রথম কহিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার বক্তব্য শেষ না হইলে অন্যের কথা কহিতে নাই; ইহার বিপরীত আচরণ করিলে অশিষ্টতা করা হয়। অনেকে উক্ত রীতি লঙ্ঘন করিয়া আপনার নির্ব্বুদ্ধিতা ও অসভ্যতা প্রকাশ করে। আর পূর্ব্ব বক্তারও অসম্ভ্রম ও অনাদর করিয়া থাকে। এমন স্থলে কিঞ্চিৎ কাল ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া বক্তার বক্তব্য শেষ করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। কথায় বলে "সংসর্গজাঃ দোষগুণা ভবন্তি" যে

যেমন লোকের সংসর্গে থাকে, তাহার তদনুরূপ প্রকৃতি হয়। যদি আমরা সর্ব্বদা মন্দ লোকের সহিত একত্র হইয়া বাস করি, তবে আমাদিগের হৃদয় রূঢ় ও ক্রোধাসক্ত হইবে। আর সৎ-সংসর্গে থাকিলে সাধু প্রকৃতি হইবার সম্ভাবনা। সৎ-সঙ্গে থাকিয়া অনেক মন্দ লোকের চরিত্র-শোধন হইয়াছে, তাহার ভূরি ভূরি উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতে পারে।

অশিষ্ট ব্যক্তিকে কেহই আদর করেনা, সহস্র প্রকারের গুণ ও ক্ষমতা সত্ত্বেও এক অভব্যতা-দোষে সকলের অবজ্ঞার আস্পদ হইতে হয়। শিষ্টাচারের যে সকল রীতি নীতি সমাজে প্রচলিত আছে তদনুরূপ আচরণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

অসাধারণ ক্ষমতা প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রশংসা ভাজন হওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। সংসারে কয় জন প্রতিভাশালী লোক দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অভিবাদন ও অনাময় জিজ্ঞাসা দ্বারা সকল ব্যক্তিরই মনোরঞ্জন করা যাইতে পারে। এই সকল সাধারণ শিষ্টাচারে অবহেলা করিলে অভব্য ও অশিষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইতে হয়।

প্রতিভা সম্পন্ন বা অসাধারণ গুণ শালী ব্যক্তির শিষ্টাচারের ত্রুটি হইলে তাহা কেহই বড় একটা ধর্ত্তব্য করে না, কিন্তু সাধারণের পক্ষে সেরূপ নিয়ম নয়। শিক্ষকের নিকট বা পুস্তক পাঠে শিষ্টাচার শিক্ষা হয় না। সাধারণের পরস্পর ব্যবহার মনোযোগ সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিলেই তাহা শিখিতে পায়া যায়।

যদি শিষ্ট সংসর্গে ও লোকের প্রীতি সংগ্রহে অভিলাষ

থাকে, তবে স্বভাবতঃই সেইরূপ প্রবৃত্তি জন্মে। যে ব্যক্তি শিষ্টাচারে উপেক্ষা করে, তাহার সহিত কেহই তদনুরূপ আচরণ করে না। অভ্যাগত ও আড়ম্বর প্রিয় লোকের প্রতি এই ব্যবহারের ত্রুটি না হয়, তাই বলিয়া তাহাদিগকে অতিরিক্ত সম্মান প্রদর্শন করাও উচিত নয়। শিষ্টাচারের প্রয়োজন বলিয়া কাহারও তোষামোদ করিতে নাই। ব্যক্তি বিশেষের অন্যায় ব্যবহার দেখিলে লোকে যেমন অসন্তুষ্ট হয়, সেইরূপ একব্যক্তি যদি অপরের অন্যায় কার্য্যে অনুমোদন করিয়া চলে, তবে তাহাকেও সকলে চাটুকার বলিয়া অশ্রদ্ধা করিয়া থাকে।

যাহাদিগের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ও আত্মীয়তা আছে, তাহাদিগেরও গৌরব রক্ষা করিয়া আলাপ করা কর্ত্তব্য; বিশেষ গুণশালীকে বিশেষ আদর করিতে হয়, পরমত প্রামাণ্য করিতে হইলে তাহাতে কিছু কিছু বিশেষণ প্রয়োগের প্রয়োজন। কাহারও পরামর্শ মতে কার্য্য করিতে হইলে নিজোক্তি দ্বারা তাহার যৌক্তিকতা সমর্থন করিয়া লইতে হয়। শিষ্টতার অনুরোধে যেন মূল কার্য্যের ব্যাঘাত হইয়া না পড়ে, তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যে স্থলে শিষ্টাচারে আপনার ও অন্যের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, সেখানে তাহাতে উপেক্ষা করিলে কোন দোষ হয় না।

শীলতা।

সুশীলকে সকলেই শ্রদ্ধা করে। শান্ত স্বভাব লোক যদি কোন কার্য্য করিয়া দিতে কাহাকেও অনুরোধ করেন, তবে সেই অনুরুদ্ধ ব্যক্তি সন্তুষ্ট-চিত্তে উত্তমরূপে সে কার্য্য সম্পন্ন

করিয়া দেয়। শীলতা দ্বারা যে লোকের প্রণয়াকর্ষণ করা যায়, শুদ্ধ তাহাও নয়। যাঁহার এই মহৎ গুণ থাকে, তিনি আরও নানা প্রকারে লাভবান্ হইতে পারেন।

সুশীল ব্যক্তির যেরূপ সর্ব্বতোভাবে কুশল হয়, কর্কশ, গর্ব্বিত ও উদ্ধতপ্রকৃতি লোকের অদৃষ্টে কোনক্রমেই সে সৌভাগ্য ঘটিতে পারে না। তাহারা কার্কশ্য প্রদর্শন পূর্ব্বক বা গর্ব্বিত ভাবে অথবা বল প্রয়োগ করিয়া যদি কাহাকেও কোন কর্ম্মে নিযুক্ত করে, তবে নিযুক্ত ব্যক্তি সন্তুষ্টচিত্তে তাহার কর্ম্ম করে না। সে কেবল বেগার টালা করিয়া সেই কার্য্য করিয়া যায়। সুতরাং নিয়োগকর্ত্তার মনের মতন কার্য্য হয় না। তাহাতে অর্থব্যয়, সময় নষ্ট ও উপাদান সামগ্রীর ক্ষতি, যুগপৎ এতগুলি অসুবিধা ভোগ করিতে হয়।

আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য আহরণ, কৃষিকর্ম্ম, ও বাসগৃহ নির্ম্মাণ ইত্যাদি সাংসারিক নানাবিধ কার্য্যে দশজনের সহায়তার প্রয়োজন। এই সকল কর্ম্ম কেহই একাকী সম্পন্ন করিতে পারে না। যাহার ধন আছে, সে অর্থব্যয় করিয়া শ্রমজীবী-লোকদ্বারা সেই সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করে। কিন্তু যে নিঃস্ব, তাহাকে মিষ্ট কথা দ্বারা অন্যকে বাধ্য করিয়া বা নিজ শ্রমের বিনিময়ে সেই সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিতে হয়। ধনী হউক বা নির্ধন হউক, শ্রমজীবীদিগের সহিত কার্কশ্য প্রদর্শন, গর্ব্বিতবচন বা বল প্রয়োগ করিয়া তাহাদিগদ্বারা কর্ম্ম করাইতে কেহই সক্ষম হয় না। সে রূপ ব্যবহার করিলে কর্ম্মকাজ সুশৃঙ্খলা পূর্ব্বক বা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রূপে নির্ব্বাহ হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। শীলতায় সকল লোককেই বাধ্য করা যায়।

সুশীল ব্যক্তির কার্য্য সকলেই প্রাণপণে ও যত্ন সহকারে সম্পাদন করিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন সুশীল ব্যক্তি সর্ব্বত্র আদরণীয় হন এবং দশ জনে তাঁহার কথা শুনে।

অন্যদীয় নৈসর্গিক অধিকার বিষয়িণী ন্যায়পরতা।

স্বভাব কর্ত্তৃক প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে; যাহাতে অপরের ক্ষতি বা হানি না হয়, এরূপ কার্য্য করিতে সকল লোকেরই অধিকার আছে। সাধারণের শান্তি ভঙ্গের কারণ না হইলে সকলেই যে কোন বিষয়ে বিবেচনা করিতে বা তৎসম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে সক্ষম। এই জন্য একটী নিরীহ স্বভাব ব্যক্তির স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া তাহাকে দাসত্বে নিযুক্ত করা বা তাহার মনোবৃত্তি এবং কার্য্যের প্রতি প্রভুত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক হস্তক্ষেপ করা তদীয় সর্ব্বস্ব অপহরণের তুল্য দোষাবহ।

অসদুপায় পরিহার বিষয়িণী ন্যায়পরতা।

সংসারে এবম্প্রকার ব্যবহার বিরল নয় যে, আমরা এরূপে অর্থোপার্জন, পদোন্নতি ও অন্যান্য প্রকারে আপন অবস্থার উৎকর্ষ সাধন করিতে পারি, যাহাতে রাজকীয় ব্যবস্থানুসারে দণ্ডিত হইতে হয় না। অথচ সে উপায় গুলি অন্যের পক্ষে কষ্টপ্রদ ও স্বার্থনাশক। অপরের সম্বন্ধে সে রূপ ঘটিলে তাহা আমরা অতি নীচ এবং ঘৃণিত কার্য্য বলিয়া বোধ করিয়া থাকি। যে ব্যক্তি স্বয়ং সদ্ব্যবহার করিয়া অপরের সদাচরণ অভিলাষ করে, আর যাহার মান সম্ভ্রমের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি

আছে, সে অনায়াসেই এরূপ কার্য্যের দোষ গুণ বুঝিয়া লইতে পরিসমর্থ হয়। ন্যায়বান্ লোকেরা রূপ অন্যায় ব্যবহার দ্বারা আপন অবস্থার উন্নতি করিতে যে সঙ্কুচিত হইবেন, তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই।

অকারণ ক্ষতি পরিহার বিষয়িণী ন্যায়পরতা।

কতক গুলি লোকের এরূপ স্বভাব যে তাহারা তরল বুদ্ধি নিবন্ধন অনেক প্রকার গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করে। কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলেই তাহা নিতান্ত অন্যায় কার্য্য বলিয়া বোধ হয়। তাহারা তৃণাদি বিনির্ম্মিত কোন সুদৃশ্য অথচ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বৃতি দেখিলে তাহার অগ্রভাগ ভাঙ্গিয়া লয়, বা ছিঁড়িয়া ফেলে। কোন সুন্দর চিত্রফলক দেখিবামাত্র তাহা অঙ্গুলি দ্বারা খুঁটিয়া নষ্ট করে। এরূপ লোকদিগকে কোন উপবনে বেড়াইতে লইয়া গেলে তত্রত্য বৃক্ষশাখা ও বসিবার আসন ভাঙিয়া ফেলে। সুদৃশ্য হরিৎবর্ণ প্রাকার ও আসন গুলির উপরিভাগে অঙ্গারাদি দ্বারা অঙ্কিত করিয়া বা নাম লিখিয়া বিশ্রী করিয়া রাখে। কোন সুরম্য অট্টালিকায় লইয়া গেলেও তাহার সুধালিপ্ত ভিত্তি ও গৃহতল অপরিষ্কার করে, আর গৃহ সজ্জা সকল স্থানচ্যুত করিয়া রাখে। সেই সকল লোককে যদি কোন সুরম্য উদ্যানে লইয়া যাওয়া যায়, তবে আর এক বিপত্তি উপস্থিত হয়। তাহারা পুষ্প-বৃক্ষের আলবাল ভাঙিয়া দেয়। পত্র, ফল, কুসুম ও কুঞ্জের লতা ছিন্ন করে, ও পুষ্পবৃক্ষের শাখা ভাঙে। সর্ব্বথা প্রমোদ-বনের নানা প্রকার অপচয় করিতে ত্রুটি করে না; এইরূপ

নয়ন ও মনের প্রীতি সম্পাদক অপরের সুন্দরবস্তু সকল নষ্ট করা, নীচ প্র[illegible]তি ও অকৃতজ্ঞতার কার্য্য।

ইহাও সচরাচর দেখা যায়, যে কতকগুলি লোক নিমন্ত্রণ ভোজন করিতে গিয়া খাদ্য সামগ্রী কতক নষ্ট করিয়া ফেলে, আর কতক লইয়া বাটী প্রস্থান করে। এই দুইটী কার্য্য লোকে যতই সামান্য জ্ঞান করুক না কেন, ইহাকেও এক প্রকারের চৌর্য্য বলা যাইতে পারে। কেননা নিমন্ত্রণকারী নিমন্ত্রিত ব্যক্তির ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য যত দ্রব্য প্রয়োজন হয়, তাহাই দিতে বাধ্য। সেস্থলে তাহার খাদ্য দ্রব্য অধিক লইয়া নষ্টকরা অতিশয় অন্যায়।

যে দ্রব্য যত পরিমাণে নষ্ট করা হয়, তাহা আমাদিগের নিজের হউক বা প্রতিবেশীর হউক, তদ্দ্বারা সেই পরিমাণে সাধারণের ক্ষতি হইয়া থাকে। কারণ সেই নষ্ট দ্রব্য গুলিতে অপরের পর্য্যাপ্ত তৃপ্তিকর ভোজন হইতে পারিত। সংসার তত সুখ স্বাচ্ছন্দে পূর্ণ নয়, যে, কোন সামগ্রী অকারণ নষ্ট করা যাইতে পারে।

পরস্পর নিষ্ঠুর পরিহাস করা, নিরীহ ইতর জন্তুকে ক্লেশ দেওয়া, আর এক প্রকার অকারণ হানিকর কার্য্য। কতক গুলি বালকের এমন স্বভাব আছে, যে তাহারা এক যোট হইয়া অপর বালককে অন্ধকার রাত্রে ভয় প্রদর্শন করে; এরূপ কার্য্যকে তাহারা তামাসা বা আমোদ বোধ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহা অতিশয় নিষ্ঠুরের ব্যবহার; কেননা যাহাকে এরূপে পরিহাস করা যায়, তাহার তাহাতে বিলক্ষণ কষ্ট বোধ হইয়া থাকে। কোন কোন সময় দেখা গিয়াছে,

যে, এপ্রকার অবস্থায় কেহ কেহ ভয়ে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছে। আবার সময় বিশেষে কেহ কেহ কোন সরল স্বভাব শিশুকে সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা কহিয়া পরিহাস করে। তাহাও অতি নিকৃষ্ট আমোদ; যখন আমরা নিজে এরূপে ভয় পাইতে বা প্রবঞ্চিত হইতে ইচ্ছা করি না, তখন অপরকেও সেরূপ করা উচিত নয়। কুকুরের লাঙ্গুলে টিনের ভগ্ন পাত্র বাঁধিয়া দেওয়া, পক্ষীদিগের প্রতি লোষ্ট্র নিক্ষেপ করা, ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র জীবগণকে নানা প্রকারে যন্ত্রণা দেওয়া এসমস্তও নিষ্ঠুরের পরিহাস। যে হেতু সামান্য আমোদের জন্য কতকগুলি নির্দ্দোষ জীবকে নিরর্থক ক্লেশ প্রদান করা হয়।

কখন কখন এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, যে এক ব্যক্তি অপরের প্রতি ক্রোধ করিয়া গোপনে তাহার উদ্যানে গিয়া চারা গাছগুলি ছেদন করিয়া ফেলে, বা তাহার পালিত পশুর পা কাটিয়া ও চক্ষু নষ্ট করিয়া দেয়, অথবা পশু পালনোপযোগী সঞ্চিত শস্পাদি দগ্ধ করিয়া থাকে। ন্যায় পরায়ণ লোকেরা এরূপ দুষ্ট স্বভাব ব্যক্তিকে অতিশয় ঘৃণা করেন।

যৌবন ও বৃদ্ধত্ব।

কেহ কেহ নবীন বয়সেও প্রবীণের মত বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ হইয়া উঠে। কিন্তু সাধারণতঃ দেখা যায়, যে বয়োবৃদ্ধি না হইলে জ্ঞানবৃদ্ধি বর্দ্ধিত ও মার্জিত হয় না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গেই বহুদর্শিতা পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কতক গুলি বিষয়

দেখিয়া শুনিয়া আর কতকগুলি দায়ে ঠেকিয়া শিখিতে হয়, উপদেশ শ্রবণে বা পুস্তক পাঠে যত অভিজ্ঞতা না জন্মে, একবার ঠেকিয়া শিখিলে তদপেক্ষা অনেক অধিক শিক্ষা হইবার সম্ভাবনা, তাহা পাষাণ রেখার ন্যায় চিরকাল স্মরণ থাকিয়া যায়।

নবীন বয়সে কল্পনা ও চিন্তাশক্তি তেজস্বিনী থাকে। তখন বৃদ্ধাবস্থা অপেক্ষা নূতন কৌশল উদ্ভাবনের শক্তি অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। বয়সের পরিপাক ব্যতীত ভোগ লালসা ও উৎশৃঙ্খল বুদ্ধির কখনই সমতা হয় না। যৌবন সীমা উত্তীর্ণ না হইলে ধর্ম্মজ্ঞান ও সৎকর্ম্ম সাধনের প্রবৃত্তি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই, যখন ভোগ বিলাসে তৃপ্তি সাধন হয়, তখন বিষয় বাসনায় বিতৃষ্ণা নিবন্ধন মান সম্ভ্রম সংগ্রহের অভিলাষ পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে। সুতরাং যশস্কর কার্য্য করিবার জন্য প্রবৃত্তি জন্মে। আবার সুশীল ও শান্ত স্বভাব ব্যক্তিরা অল্প বয়সেই সমস্ত বিষয়ে প্রবীণ বলিয়া পরিগণিত হইয়া উঠেন। বৃদ্ধ বয়সে যদি যৌবনের ন্যায় তেজস্বিতা ও কল্পনা শক্তি প্রবল থাকে, তবে ত লোকে মণিকাঞ্চন যোগ বলিয়া ব্যাখ্যা করে। সেরূপ এক ব্যক্তির কর্ত্তৃত্বেই সমস্ত কার্য্য সুন্দর রূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে।

যুবকেরা বিবেচনা পটু নয়। তাহাদিগের মনে কল্পনা শক্তিই বলবতী থাকে। তাহারা মন্ত্রণা অপেক্ষা উৎসাহেরই অধিক উপযোগিতা স্বীকার করে। আর চির প্রচলিত প্রথা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতন পথে অগ্রসর হইতে চেষ্টা পায়; পক্ষান্তরে বৃদ্ধেরা প্রাচীন রীতি বর্ত্মের বহির্ভূত অথচ শীঘ্র

সম্পাদ্য কোন কার্য্য উপস্থিত দেখিলে একেকালে প্রতিভা শূন্য হয়। নব্যেরা উৎসাহ ও অধ্যবসায় সহকারে তাহা অবলীলাক্রমে সম্পন্ন করিয়া তুলে।

প্রাচীনেরা দীর্ঘ সূত্রী। যৎ সামান্য কার্য্যেও ভাবিতে চিন্তিতে তাহাদিগের অনেক সময় নষ্ট হইয়া যায়। পরামর্শেই বৎসর কাটায়। সুতরাং তাহাদিগের দোষে কেবলমাত্র সময় নষ্ট হয়, কিন্তু নবীনেরা ক্ষিপ্রকর্ম্মা ও অবিমৃষ্যকারী। তাহারা ভবিষ্যৎ ভাবনায় একান্ত বিমুখ। এজন্য তাহাদিগের দোষে কখন কখন সর্ব্বনাশও ঘটিতে পারে।

নব্যেরা সমস্ত কার্য্যেই স্পর্দ্ধাবান্। তাহারা অসাধ্য সাধনেও বদ্ধ পরিকর হয়। যুগপৎ নানা কার্য্য আরম্ভ করে, বলিয়া পরিশেষে কোনটাই সম্পন্ন হয় না। তাহারা এককালে আকাশে উঠিতে চায়, ক্রমাবলম্বন করিতে বা বিলম্ব সহিতে পারে না। না বুঝিয়া নিজমত প্রচারার্থ অতিশয় ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উঠে। তাহাদিগের মতের সহিত না মিলিলে কোন প্রথাই স্থিরতর রাখিতে প্রয়াস পায় না। সামান্য বিষয়ের জন্য অতিশয় আড়ম্বর করিয়া তুলে। যাহা নখে ছিন্ন হয়, তাহাতে কুঠার বাধাইয়া দেয়। নিজের ভ্রম প্রমাদ প্রাণান্তেও স্বীকার করে না। আপন দোষ পরের ঘাড়ে চাপাইতে অনেক কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকে, পক্ষান্তরে প্রাচীনেরা সকল বিষয়েই আপত্তি করে। পরামর্শ করিয়াই কাল কাটায়। তাহাদিগের কোন কার্য্য করিতেই সাহস হয় না। সামান্য বিঘ্ন বিপত্তি উপস্থিত দেখিলেই প্রতিভা শূন্য হইয়া পড়ে। যৎকিঞ্চিৎ লাভেই সন্তুষ্ট হয়। তাহারা সেই অল্প লাভই

প্রচুর বলিয়া জ্ঞান করে। যদি প্রাচীন ও নব্য উভয়বিধ লোকের একত্র সমাবেশ হয়, তবে সকল কার্য্যই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রূপে সম্পন্ন হইতে পারে। বিশেষতঃ যুবকেরা প্রাচীনদিগের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, ও কাজ কর্ম্ম দেখিয়া আপনাদিগের দোষ, গুণ, ও ক্ষমতা, অক্ষমতা, বুঝিতে সমর্থ হয়। তাহারা ক্রমে ক্রমে সমস্ত বিষয়েই বিলক্ষণ সুনিপুণ নেতা হইয়া উঠে।

যৌবন কালে চারিত্র্য বিষয়ে কতকটা অনুরাগ থাকে বলিয়া তাৎকালিক সংসারকে আনন্দের নিকেতন, ও গৃহস্থ-দিগকে সাধুস্বভাব ও সচ্চরিত্র বলিয়া জ্ঞান করে। প্রথম প্রথম সকলের মনেই এই ভাবের উদয় হইয়া থাকে। তারপর যতই সংসারের কুটিল পথে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করে, ততই লোকদিগের ভাব চরিত্র দেখিয়া শুনিয়া সামাজিকতায় অশ্রদ্ধা জন্মে। তখন তাহারাও দশ জনের মধ্যে একজন হইয়া দাঁড়ায়। তাহারা প্রতিবেশী দিগকে বিশ্বাসঘাতক, প্রবঞ্চক, স্বার্থপর ও শঠ বলিয়া বিশ্বাস করে। তদবধি এই সংসারকে বিশ্বাসঘাতকতার ও স্বার্থপরতার রঙ্গভূমি, আর মনুষ্যমণ্ডলীকে তাহার অভিনেতা বলিয়া স্থির করিয়া থাকে।

অকপট ব্যবহার।

ক্রয় বিক্রয় কালে বা অন্যবিধ সাংসারিক ব্যবহারে কাহাকেও ঠকাইতে নাই। যদ্দ্বারা পণ্য দ্রব্য পরিমাণ কি ওজন করিতে হয়, তাহা একরতি বা একচুল ইতর বিশেষ

করিয়া রাখা অন্যায়। পণ্য দ্রব্য আদান প্রদান কালে ঠিক ওজনে দেওয়া ও লওয়া কর্ত্তব্য।

যদি বিক্রেতা বিস্মৃতি ক্রমে অধিক প্রদান করে, অথবা যেরূপ দ্রব্যের জন্য মূল্য স্থির হইয়াছে, তাহা হইতে ভাল জিনিষ দেয়, তবে তাহাকে তাহা বুঝাইয়া দেওয়া ও সতর্ক করা কর্ত্তব্য। যদি ক্রয়কারী গৃহে গিয়া বুঝিতে পারে যে, যেরূপ কথা ছিল, তাহা হইতে উৎকৃষ্ট বা অধিক সামগ্রী আসিয়াছে, তাহা হইলে অবশিষ্ট দ্রব্য বা উপযুক্ত মূল্য প্রত্যর্পণ করা উচিত। ক্রেতা যদি ভ্রমক্রমে অবধারিত মূল্য হইতে কিছু অধিক প্রদান করে, তবে তাহাও তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া বিক্রেতার পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। তদ্ভিন্ন পণ্য দ্রব্যের দোষ গুণ প্রকাশ করিয়া বলাও উচিত। অপকৃষ্ট দ্রব্যের দোষ গোপন করিয়া উৎকৃষ্ট বলিয়া বিক্রয় করা নিতান্ত প্রতারকের কার্য্য।

অনেকে বিবেচনা করে, ক্রয় বিক্রয় স্থলে চাতুরী বা প্রবঞ্চনা করা দুষ্য নয়। বিক্রেতার অভিপ্রায় এই, পণ্য দ্রব্যের প্রকার, ওজন ও পরিমাণ ক্রেতাকেই পরীক্ষা করিয়া লওয়া বিধেয়, আর ক্রেতা বিবেচনা করে, যে, যেপ্রকার দ্রব্যের ও যেরূপ ওজন এবং পরিমাণের জন্য মূল্য স্থির হইয়াছে, তাহা হইতে ভাল জিনিষ এবং অধিক পরিমাণে দেওয়া বিক্রেতারই নিজের ত্রুটি। এইরূপে পরের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া আপনি শুদ্ধ হইলে অকপট ব্যবহারের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। পরস্পর প্রতারণা করার অভিপ্রায়ই নিতান্ত গর্হিত।

প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা করিয়া কেহই ধনবান্ হইতে পারে না। যে এরূপে ব্যবসা বাণিজ্য করে, তাহার কারবারে লোকসান্ ভিন্ন লাভ নাই। বরং প্রতারিত হওয়া ভাল, কিন্তু প্রতারণা করা কর্ত্তব্য নয়। প্রবঞ্চক রাজদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইলেও প্রতিবেশী কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইয়া থাকে। লোকে যাহাকে একবার প্রতারক বলিয়া জানিতে পায়, কেহ প্রাণান্তেও তাহার পণ্যশালায় প্রবিষ্ট হইতে চায় না। সকল লোকেই তাহাকে অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস করিয়া থাকে। তাহাতে প্রবঞ্চক বুঝিতে পারে, যে কপটাচরণ করিলে তাহার কিরূপ ফল লাভ হয়। একবার দুর্নাম রটনা হইলে সহস্র চেষ্টাতেও তাহা ক্ষালিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। দুর্নামগ্রস্ত ব্যক্তি সরল ব্যবহার ও সদাচরণ করিলেও তাহাতে লোকে দোষ দর্শন করে। অতএব যাহাতে দুর্নাম না হয়, সকলেরই তদনুরূপ কার্য্য করা কর্ত্তব্য। অকপট ব্যবহার করিলে সুখ্যাতি হয়। সুতরাং যে সরল আচরণ করে, তাহার সহিত কারবার করিতে সকলেই ইচ্ছুক হইয়া থাকে। অধিক ক্রেতা যুটিলে যে অনেক লাভের সম্ভাবনা তাহাতে আর সন্দেহ কি।

প্রতিজ্ঞাপালন।

কোন বিষয়ে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইলে তাহা সর্ব্বতোভাবে পালন করা কর্ত্তব্য। না করিলে কেবল যে মিথ্যাবাদী হইতে হয়, তাহাও নয়, তাহাতে অপর ব্যক্তিরও নিরর্থক ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। যখন আমরা কোন কর্ম্ম করিব বলিয়া

প্রতিশ্রুত হই, তখন সেই আশ্বস্ত ব্যক্তি আমাদিগের অঙ্গীকার বাক্যে বিশ্বাস করিয়া নিজের সমস্ত বিষয় ব্যাপারের তদনুরূপ বন্দোবস্ত করে। সেই প্রতিজ্ঞা যথাসম্ভব পালিত না হইলে তাহাকে নিতান্ত অন্যায় রূপে নিরাশ করা হয়। সে ব্যক্তি পূর্ব্বের কথার উপর নির্ভর করিয়া আপন বিষয় ব্যাপারের যে ব্যবস্থা করিয়াছিল, তাহারও বিলক্ষণ বিশৃঙ্খলা ঘটে। সুতরাং তজ্জন্য তাহার নানাবিধ ক্ষতি ও অসুবিধা হয়।

নিজের সহস্র প্রকারে ক্ষতি হইলেও অঙ্গীকারানুসারে কার্য্য করা অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে শিথিল-প্রযত্ন বা বিমুখ হইলে লোকে মিথ্যাবাদী ও অধার্ম্মিক জ্ঞান করিয়া অশ্রদ্ধা এবং অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, একবার সেরূপ আচরণ দেখিলে আর কখনই তাহার কথায় কাহারও প্রত্যয় জন্মে না। ন্যায়বান্ লোকেরা যদর্থে অঙ্গীকার করেন, প্রাণ-পণে তাহা প্রতিপালন করিয়াও থাকেন। যে ব্যাপার সম্পা-দনের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হয়, তাহা করিতে শক্তি আছে কি না, স্বীকৃত হইবার পূর্ব্বেই তাহা বিবেচনা করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া উচিত। কার্য্যকালে ক্ষমতা নাই বলিয়া পশ্চাৎপদ হইলে লোকে অসার ও অপদার্থ জ্ঞান করিয়া থাকে।

স্বার্থপরতা।

সংসারের তাবৎ ব্যক্তিই স্বার্থান্বেষণে ব্যস্ত। স্বার্থানুসন্ধান অকর্ত্তব্য কার্য্য নয়। প্রত্যুত ন্যায্য স্বার্থ চেষ্টা না করাই দূষ্য।

কিন্তু পরের অনিষ্ট করিয়া স্বার্থ-সাধন করা নিতান্ত অবিধেয়। সেরূপ আচরণ হইলে সমাজ উৎসন্ন হইয়া যায়।

সকলেই পরস্পর আনুকুল্যের আশ্বাসে সমাজ বদ্ধ হইয়া বাস করে, তাহাতে যদি প্রত্যেক ব্যক্তি স্বার্থ কামনায় পরের অনিষ্ট করে, তবে সমাজ এককালে বিশৃঙ্খল হইয়া যায়, তাহাতে লোক স্থিতিরও বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মে। বিশেষতঃ রাজপুরুষ আর যাহাদিগের হস্তে সমাজের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে, তাহারা স্বার্থপর হইলে দেশের ভয়ানক দুর্দ্দশা ঘটে, স্বয়ং রাজা যদি স্বার্থপর হন, তাহাতে তত অনিষ্ট হয় না; কেন না, তাঁহার অর্থ এক ব্যক্তির নয়, তাহা সাধারণের সম্পত্তি; রাজা সাধারণের প্রতিনিধি স্বরূপ; তিনি স্বার্থপর হইয়া যাহা উপার্জ্জন করেন, তাহা যেমন সাধারণের স্বার্থ ব্যাঘাতে সংকলিত হয়, সেইরূপ সাধারণের উপকার সাধন উদ্দেশেই ব্যয়িত হইয়া থাকে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে এরূপ স্বার্থপরতায় সমাজের বড় একটা আইসে যায় না। কিন্তু রাজকর্ম্মচারী ও জানপদবর্গ স্বার্থপর হইলে, সমাজের নানা প্রকার অপকার হইবার কথা।

যাহাদিগের প্রতি শান্তিরক্ষা, সৈনাপত্য, দৌত্যকার্য্য, ও কোষগুপ্তি প্রভৃতির গুরুতর কার্য্য ভার অর্পিত থাকে, তাহারা যদি স্বার্থপর হয়, তবে সে রাজ্য শীঘ্রই অধঃপাতে যায়। যাহারা যৎ কিঞ্চিৎ লাভের জন্য পরের সর্ব্বনাশ করিতে পারে, তাহারা ভয়ানক প্রকৃতির লোক।

স্বার্থপর ব্যক্তির উন্নতি বড় অধিক দিন থাকে না। পরের সর্ব্বনাশ করিয়া যাহারা স্বীয় অভ্যুদয় কামনা করে,

তাহারা কি অনেক দিন সুখ স্বচ্ছন্দে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হয়? এরূপ লোকেরা পরের নিন্দা ও আত্ম গ্লানির জন্য নিরন্তর ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকে। স্বার্থপর লোকের দুর্দ্দশা উপস্থিত হইলে তাহা দেখিয়া কেহই ব্যথিত হয় না। সংসারে যত ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটে, স্বার্থ পরতা হইতেই তাহার অধিকাংশ সম্ভূত হয়, বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

অতিবিজ্ঞতা।

বিজ্ঞতা প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই। তাহা ব্যবহার দ্বারা সহজেই প্রতিপন্ন হইবার কথা। কিন্তু অতিবিজ্ঞতা নিতান্ত অশ্রদ্ধার সামগ্রী। লোকে, অতি বিজ্ঞতা প্রকাশের নিমিত্ত নানাবিধ চাতুরী ও কৌশলজাল বিস্তার করিয়া থাকে। সামান্য ব্যাপার উপস্থিত হইলেও তাহারা আস্তে আস্তে চিবাইয়া চিবাইয়া আড়ম্বর প্রকাশ পূর্ব্বক কথা কার্ত্তা কয়। তাহাদিগের সহিত কোন কথা কহিতে গেলে দ্বিস্ত্রিরুক্তি ভিন্ন বক্তার পার পাইবার যো নাই। এরূপে একটী সামান্য কথা বারংবার শুনিলে বুদ্ধিমান্ লোকের নিকট উপহাস ভিন্ন তাহাদিগের আর কিছুই লাভ হয় না। কথিত প্রকার লোকদিগকেই অতিবিজ্ঞ বলে।

অতি বিজ্ঞেরা এরূপ শঙ্কিত ও শঙ্কুচিত ভাবে কথা বার্ত্তা কয়, এবং এপ্রকারে ভাবভঙ্গী সম্বরণ করিয়া চলে, যেন তাহারা সংসারের সমস্ত রহস্যই অবগত আছে। তাহারা কথোপকথন কালে নানা প্রকার ভাবভঙ্গী ও মুদ্রা প্রদর্শন করে।

বিচার কালে হারি মানিতে চায় না। হারি হইলেও তাহা স্বীকার করে না। তাহারা হারিবার উপক্রম দেখিলে রাগ করিয়া উঠে। যাহা তর্ক দ্বারা সমর্থন করিতে না পারে, তাহাতে কপোল কল্পিত আপত্তিজনক বিষয় সমস্ত সমাবেশ করিতে চেষ্টা পায়। যাহা বুঝিতে ও বুঝাইতে পারে না তাহা বুঝিবার আবশ্যক নাই বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চায়। তাহারা এরূপ ন্যূনতাও বিজ্ঞতার কার্য্য বলিয়া বুঝাইয়া দেয়।

অতিবিজ্ঞেরা বিপক্ষ বাদীর তর্ক ও যুক্তি খণ্ডনে অসমর্থ হইলে ছল ধরিয়া বাক্য কৌশলে তাহা উড়াইয়া দিতে চেষ্টা পায়। কেহ কোন প্রস্তাব উপস্থিত করিবার কালে তৎপ্রতি নানা আপত্তি উত্থাপন করিয়া বিঘ্ন বিপত্তির ভয় দেখায়। এবং নিষেধ পক্ষেই বহুমান প্রদর্শন করে। কেননা, নিষেধ পক্ষ সমর্থন করিতে পারিলে আর কোন গোলযোগের ভয় থাকে না। এক কথাতেই সমস্ত বাদানুবাদ মিটিয়া যায়।

এরূপ ভাব প্রকাশের বিশিষ্ট হেতুও আছে। যদি কার্য্য কালে বিঘ্ন বিপত্তি ঘটে, তবে অপরিণামদর্শী বলিয়া নিন্দিত হইতে হইবে, এই ভাবিয়া বিধিপক্ষে মত দিতে সাহস পায় না। এরূপ লোকদিগকে কখন কখন মান সম্ভ্রম লাভ করিয়া শ্রীমন্ত হইতে দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহাদিগের হাতে কোন গুরুতর কার্য্যভার অর্পণ করা উচিত হয় না। জনসমাজে অজ্ঞ বলিয়া পরিচিত হওয়াও ভাল, তথাপি অতিবিজ্ঞ বলিয়া পরিগণিত হওয়া নিতান্ত দোষের বিষয়।

দীর্ঘসূত্রিতা।

যাহারা কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে আলস্য প্রযুক্ত টাল মটাল করিয়া কাল কাটায় তাহাদিগকে দীর্ঘসূত্রী বলে। দীর্ঘসূত্রী লোক দ্বারা কোন কার্য্যই সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হয় না। কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে নিরর্থক বিলম্ব করা উচিত নয়। সময় ও সুযোগ ত্যাগ করিয়া কার্য্য করিলে তাহাতে কোন ফলোদয় হয় না। উপযুক্ত অবসরের প্রতীক্ষায় বিলম্ব করিলে হানি নাই। সেরূপ কালব্যাজ দীর্ঘসূত্রিতা বলিয়া কথিত হইতে পারে না।

যদি উপস্থিত কার্য্যে কোন বিঘ্ন বিপত্তির সম্ভাবনা থাকে তবে সাধ্যায়ত্ত হইলে অগ্রেই তাহার প্রতিবিধানের উপায় করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। নতুবা বিঘ্ন বিপত্তির ভয়ে উপস্থিত বিষয় হইতে বিমুখ হওয়া কাপুরুষের কর্ম্ম। আবার আনুমানিক বা কল্পনামূলক ভবিষ্যৎ বিপদপাতের ভাবনায় ভীত হওয়া অতি অকর্ত্তব্য। অলীক ও মনঃকল্পিত বিঘ্ন ঘটিল না, দেখিয়া বাস্তবিক সম্ভাবিত ভাবী বিপত্তি যে ঘটিবে না, অপরিণামদর্শী লোকেরাই তাহা ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকে। বিঘ্ন উপস্থিত হইলেই তাহার প্রতিবিধানার্থ যত্ন করিতে হয়, নতুবা অনুপস্থিত বিপত্তি পরিহারের জন্য মহা আড়ম্বর সহকারে উদ্যতায়ুধ ও বদ্ধ পরিকর হইয়া বসিয়া থাকা, কেবল নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ মাত্র।

অবসর বুঝিয়া কার্য্যারম্ভ করিতে পারিলেই অভিমত ফল লাভ হয়। কোন ব্যাপার উপস্থিত করিবার পূর্ব্বেই ভালরূপ

বুঝিয়া সমঝিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু কোন কার্য্যে হাত দিলে তাহা যত শীঘ্র সম্পন্ন করিতে পারা যায়, প্রাণপণে সেইরূপ যত্ন ও চেষ্টা করিতে হইবে। কার্য্য উপস্থিত করিবার অগ্রে যেমন উপায় চিন্তার প্রয়োজন, সেই সঙ্গে তাহার অপায় চিন্তা করিয়াও দেখিতে হয়। অপায় অপেক্ষা যদি উপায় বলবৎ বলিয়া বোধ হয়, তবে সেই ব্যাপারে হস্ত-ক্ষেপ করা বিবেচনা সঙ্গত।

সমাপ্ত।